পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেত: ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনু: ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 316 Saturday, 17 October, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩১৬ সংখ্যা ❋ ২৯ আশ্বিন ১৪৩৩, শনিবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দুর্গোৎসব উপলক্ষে দুরন্ত বার্তা'র তরফ থেকে সকল শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
-সম্পাদক
(দুরন্ত বার্তা)

শুভেন্দু সরকারের বিচারে পুজোয় সেরার সেরা সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবরঃ রাজ্যে পালাবদলে পর প্রথম দুর্গাপুজো। এ বছর সরকারের তরফে সেরা দুর্গাপুজোগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কলকাতা পুরসভা ও কলকাতা পুলিশের যৌথ আয়োজনে 'দেবী দুর্গা সম্মান ২০২৬'-এর তালিকায় ২৩ টি পুজোকে সম্মানিত করা হয়েছে। সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ থেকে আলোকসজ্জা, পরিবেশবান্ধ ও সমাজ সচেতনতার নিরিখে শহরের প্রথম সারি পুজো কমিটিগুলি সম্মান পেয়েছে। এবার শুভেন্দু সরকারের বিচারে 'সেরার সেরা' প্রথম স্থান অধিকার করেছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার। সেরার সেরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে বৃন্দাবন গার্ডেন দুর্গোপুজো সমিতি এবং চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। 'সেরা প্রতিমা' বিভাগের প্রথম মুদিয়ালি ক্লাব। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে টালা বারোয়ারি, বেহালা অরুণোদয় সমিতি, আহিরীটোলা সর্বজনীন। 'সেরা মণ্ডপ' শিরোপা পেয়েছে খিদিরপুর ২৫ পল্লি এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে আমরা ক'জন কল্যাণ সমিতি। 'সেরা আলোকসজ্জা' বিভাগে প্রথমে সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ সাউথ, দ্বিতীয় বকুলবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব, তৃতীয় শিবমন্দির সর্বজনীন দুর্গোৎসব। 'পরিবেশবান্ধব' পুজোর নিরিখে প্রথম পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে নলিন সরকার স্ট্রিট, পার্কস্ট্রিট অ্যালেন পার্কের পুজো পেয়েছে দ্বিতীয় পুরস্কার, তৃতীয় স্থানে রাজডাঙা নব উদয় সংঘ। 'সেরা সমাজ সচেতনতা' বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কাশীবোস লেন (প্রথম), বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (দ্বিতীয়), চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন (তৃতীয়), অজেয় সংহতি (চতুর্থ)। এছাড়াও চারটি পুজোকমিটিকে 'বিশেষ পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে বি.জি লাইন্স আবাসিক দুর্গাপুজা কমিটি, শ্যাম স্কোয়্যার, ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক, সমাজসেবী সংঘ।

আলিমুদ্দিনে 'নজিরবিহীন' বাম ঐক্যের ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবরঃ বই বিপণিতে 'হামলার' প্রতিবাদে নজিরবিহীন বাম ঐক্যের ছবি তৈরি হল সিপিএমের রাজ্য দফতর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। যে সাংবাদিক বৈঠকে বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলির বাইরে সিপিআইএমএল (লিবারেশন) তো ছিলই। সিপিএম সম্পর্কে যাবতীয় ছুঁৎমার্গ ঘুচিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক বৈঠকে শামিল হল এসইউসি-ও। যা গত চার দশকে দেখা যায়নি। গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতা-সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় বামেদের বই বিপণিতে হামলার অভিযোগ উঠছে। ঢাকুরিয়ায় এক প্রবীণ লিবারেশন নেতাকে ব্যাপক মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। প্রতিবাদে লেক থানার সামনে বিক্ষোভও দেখায় বামেরা। শনিবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে বাম নেতৃত্ব দাবি করেছেন, রাজ্যের মানুষের চেতনা থেকে বামপন্থাকে মুছে দিতেই এ হেন হামলা করা হচ্ছে। সাধ্য মতো হামলার প্রতিরোধ করা হবে। বেলেঘাটায় সিপিএমের একটি বকস্টল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সেই ভাঙা স্টলেই ফের বই বিক্রি করছেন কর্মীরা। সেলিম দাবি করেছেন, যেখানে স্টলে হামলা হচ্ছে, সেখানে সাধারণ মানুষকে বেশি করে পাশে পাওয়া যাচ্ছে। শনিবারের সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়, আরএসপি নেতা দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় এবং এসইউসির চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। বাম দলগুলির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, এর মধ্যে যদি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা না-দেন, তাহলে ৫ নভেম্বর সিইও দফতর অভিযান হবে।

সুপ্রিম কোর্টে জামিন সন্দীপ ঘোষের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবরঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে শুক্রবার জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সন্দীপকে। কলকাতা হাইকোর্টের জামিন বাতিলের নির্দেশ খারিজ করেন দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চ। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পাশাপাশি আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠে আসে। হাসপাতালের অ্যাকাউন্ট থেকে ঠিকাদারদের অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার সময়ে বিপুল পরিমাণে টাকা নয়ছয় করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। ২০২৪ সালের ২৪ আগস্ট কলকাতার সিবিআই-এর দুর্নীতি দমন শাখা কর্তৃক নথিভুক্ত একটি মামলার ভিত্তিতে 'স্পেশাল কেস নং ১/২০২৫'-এ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল। এই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি, ৪০৯, ৪২০, ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং জাল নথিপত্র ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে। সিবিআইয়ের সেই মামলায় জামিন পেলেন সন্দীপ ঘোষ। উল্লেখ্য, সন্দীপ ঘোষের জামিনের আবেদন করেছিল কলকাতা হাইকোর্টে। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ ছিল, সন্দীপের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ নয়ছয়ের যে অভিযোগ রয়েছে, তা সরাসরি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। অভিযুক্ত 'প্রভাবশালী' হওয়ায় সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন আশঙ্কা করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে গত ১৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সন্দীপ।

'আমি তো একা, কোন আইন ভাঙলাম?'

আটকের আগে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান 'আরশোলা' দীপকে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবরঃ কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র নির্ধারিত 'লেহরা দো তেরঙা' বা জাতীয় পতাকা উত্তোলন পদযাত্রার ঠিক আগে সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রধান অভিজিৎ দিপকেকে আটক করে দিল্লি পুলিশ। সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশের সঙ্গে কার্যত বচসায় জড়ান দিপকে। জানতে চান, তিনি আইন ভেঙেছেন? পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এমন প্রশ্ন তোলেন দিপকে। আটক হওয়ার মুহূর্তে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ''আমি তো এখানে সম্পূর্ণ একা দাঁড়িয়ে রয়েছি, তা সত্ত্বেও আমি ঠিক কোন আইন ভাঙলাম?'' তাঁর এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাওয়ার আগেই পুলিশ তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। অন্যদিকে যন্তর মন্তর এলাকা থেকে আইসা সভানেত্রী নেহা বোরাককেও আটক করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন - জাতীয় পতাকা রাখার অপরাধে অভিজিৎ দিপকেকে পুলিশ আটক করল! ঘটনাটা কতখানি মারাত্মক তা একবার গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। এই স্বাধীন ভারতে আজ আমাদের দেশের লড়াকু যুবসমাজ নিজেদের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলতে গিয়ে পুলিশের হাতে হয়রানি ও হেনস্থার শিকার হচ্ছে। তিনি বলেন, ''এটি আদতে অঘোষিত জরুরি অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সরকার নিজের দেশের নাগরিকদের ভিন্নমত ও প্রতিবাদকে ভয় পায়, তারাই আজ পুরো একটি তরুণ প্রজন্মকে ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'' শুক্রবার বিকেলে যখন অভিজিৎ দিপকে কনট প্লেসের মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। আন্দোলনকারীদের ভিড় প্রতিহত করতে এবং সেন্ট্রাল পার্কের ভিতরে বা আশপাশে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য পার্কটিকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে হিউম্যান চেন তৈরি করে অবস্থান নিয়েছে দিল্লি পুলিশ। ঘটনাচক্রে, এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেই দিপকের বাড়িতে 'তেরঙ্গা যাত্রা' বাতিল করার বার্তা দিতে গেছিল দিল্লি পুলিশের একটি দল। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কাঁধে ছোট জাতীয় পতাকা জড়ানো এবং হলুদ রঙের সোফায় বসা ৩১ বছর বয়সি অভিজিৎ দিপকে তাঁর সামনে বসা পুলিশ আধিকারিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। গ্লাস টপ টেবিলে রাখা নোটিসের কাগজগুলো খতিয়ে দেখে তিনি প্রশ্ন তোলেন, তার বিরুদ্ধে ঠিক কী ধরনের অভিযোগ আনা হয়েছে। দিপকে নিজেই নোটিসটি পড়ে শোনান, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি নাকি সামাজ মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে উস্কে দিয়েছেন। পুলিশের দেওয়া এই নোটিসের সমালোচনা করে দিপকে বলেন, ''এ সব আপনারা কী ধরনের তামাশা শুরু করেছেন? এটাকে আবার নোটিস বলে নাকি? আপনাদের যা মনে আসছে, সেটাই আপনারা লিখে দিচ্ছেন।'' সাদা টি-শার্টে মহাত্মা গান্ধীর ছবি এবং নীল ডেনিম পরা দিপকে পুলিশের উদ্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করে কটাক্ষের সুরে বলেন, ''ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিন না! এ আবার কেমন রসিকতা?'' চ্যালেঞ্জ করে বলেন, তিনি যে সাধারণ মানুষকে হিংসায় উস্কে দিয়েছেন, এমন একটিও ভিডিও পুলিশ দেখাতে পারবে না।

জনগণনার নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ বদল!

বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদেরও গণনাকারী হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে রাজ্য

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবরঃ ২০২৭ সালের জনগণনা প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে ১৯৯০ সালের সেন্সাস রুলস বা জনগণনার নিয়মে বড় সংশোধন করল কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন এই সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, এখন থেকে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি সরকারি স্কুলের পাশাপাশি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও গণনাকারী হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমসূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ। আইনি জট কাটানোর লক্ষ্যেই কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছিল ''হরিয়ানা প্রোগ্রেসিভ স্কুলস কনফারেন্স''। সেই মামলায় বেসরকারি শিক্ষক, ক্লার্ক বা যেকোনও কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে সেন্সাস অফিসার হিসেবে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল। নতুন সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে সেই পরিধি অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে সরকারি, স্থানীয় প্রশাসন, অনুদানপ্রাপ্ত বা অনুদানহীন বেসরকারি সংস্থা, সোসাইটি বা ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছাড়াও কেন্দ্র, রাজ্য সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থা, ব্যাংক, কোম্পানি এবং ট্রাস্টের ক্লার্ক বা কর্মীদের এই কাজে নিয়োগ করা যাবে। এ ছাড়াও রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসন উপযুক্ত মনে করলে অন্য যেকোনও ব্যক্তিকে সেন্সাস অফিসার হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে। স্বাধীনতার পর এটি অষ্টম জনগণনা হতে চলেছে, যা কোভিড মহামারীর কারণে ২০২১ সালে স্থগিত রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই বিশাল

স্কুলের শিক্ষকদের জনগণনার ডিউটিতে নিয়োগ করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। আবেদনকারীদের যুক্তি ছিল, ১৯৪৮ সালের জনগণনা আইন বা তার অধীনে তৈরি নিয়মে সরকারের কোনও আইনি অধিকার নেই বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের গণনাকারী বা সুপারভাইজার হিসেবে নিযুক্ত করার। আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীদেরই এই কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মধ্যে বেসরকারি স্কুল বা তাদের কর্মীরা পড়েন না। গত ৮ অক্টোবর হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি হরপ্রীত সিং ব্রার এই সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের দুটি চিঠির ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেন এবং মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয় ২০২৭ সালের ২৯ এপ্রিল। এই আইনি লড়াইয়ের মাঝেই নিয়মে বড় পরিবর্তন আনল কেন্দ্র। আগের নিয়মে শুধুমাত্র কর্মকাণ্ডের জন্য ১১ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন থাকায় উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, গোয়া এবং উত্তরাখণ্ডের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ৪ জানুয়ারির মধ্যে জনসংখ্যা গণনার কাজ শুরু হবে। অন্যদিকে, লাদাখ এবং জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডের তুষারাবৃত এলাকায় গত সেপ্টেম্বর মাসেই এই কাজ করা হয়েছে। দেশের বাকি অংশে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এই কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিটি পরিবারের কাছ থেকে জনসংখ্যা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অভিবাসন এবং জন্মহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। আইনি চ্যালেঞ্জ বহাল থাকলেও কেন্দ্রের এই নতুন নিয়মের ফলে আসন্ন দেশজোড়া জনগণনা প্রক্রিয়ায় শিক্ষক বা কর্মী সংকটের সমস্যা অনেকটাই কাটবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

'আইনের চোখে সবাই সমান, সব স্টল তুলে দিন'

সিপিএম-এর বুকস্টল মামলায় বড় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবরঃ বনগাঁয় সিপিএম-এর বুকস্টল হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ অনুমতি দিয়েছিল বইয়ের স্টল করার। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য। শুক্রবার একক বেঞ্চের সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চের। পুলিশের অনুমতি না থাকলে টেবিল-ছাতা পেতেও কেউ স্টল করতে পারবে না বলে জানায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। আগামী ২১ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি। শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে বলেন, ''অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন? সেটা দেখান। যদি আবেদনে অনুমতি না পেয়ে থাকেন, তাহলে পুলিশ কী করবে?'' সিপিএম-এর আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, ''পিডব্লুডি এবং হাইওয়ে অথরিটিকে অনুমতি চেয়ে ই-মেইল করা হয়।'' মামলাকারীর আইনজীবী প্রশ্ন ছোড়েন, পুলিশ কাছে আবেদন করেছেন?'' সব পক্ষের কথা শুনে প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, ''রাস্তার ধারের সব স্টল তুলে দাও। পুলিশের অনুমতি না থাকলে কারোরই স্টলের প্রয়োজন নেই। আইনের চোখে সমান সবাই।'' এরপর তিনি জানতে চান বুকস্টল কোথায় হয়েছে? রাস্তার উপরে কি না? উত্তরে আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, ''সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ের সামনে।'' প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, ''রাস্তার অন্য স্টলগুলির মতো একই লাইনে আছে সিপিএমের বুকস্টল? নাকি একটু রাস্তার ওপরে চেপে আছে?'' এখানে উত্তর দেন মামলাকারী। কোর্টে বলেন, ''একই লাইনে আছে, অন্য স্টলের মতোই।'' অ্যাডভোকেট জেনারেলের বিশ্বদল ভট্টাচার্যের সওয়াল, বাকি স্টলগুলির অনুমতি আছে কি না জানা নেই। প্রধান বিচারপতি জানান, হাইকোর্ট নির্দেশ দেবে সরাতে। আইনের চোখে সমতা থাকা দরকার। সব স্টল তুলে দিন। আইনজীবী শামিম আগের দিনের মামলার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ''একই পর্যবেক্ষণ রেখেছে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য একক বেঞ্চও। এ দিন, বুকস্টল বসানোর জন্য সিপিএম-এর আইনজীবী আবেদন করেছেন। কোর্টে বলেন, ''দুর্গাপুজো শুরু হয়েছে। পুজোর আর ৩-৪ টে দিন রয়েছে। বুকস্টল চালাতে দেওয়া হোক। কোনও মাইক, মাইক্রোফোন ব্যবহার না করে বুকস্টল অনুমতি দেওয়া হোক।'' মামলা লড়ার সময় সিপিএম-এর আইনজীবী শেষ প্রস্তাবে জানান, ''পার্টি অফিস সামনে টেবিল পেতে ৫ ফুট লম্বা স্টল করতে দেওয়া হোক। ছাউনির প্রয়োজন নেই। ছাতা আর টেবিল পেতে বুকস্টল করতে দিলেই হবে।'' পাল্টা সওয়ালে আবার এজি বলেন, ''বনগাঁ থানার আইসি এজলাসে উপস্থিত রয়েছেন। বুকস্টল থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব ৬ কিলোমিটার।'' নিরাপত্তার যুক্তি খাড়া করেন তিনি। তখনই প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, অনুমতি না থাকলে টেবিল-ছাতা পেতে স্টলেও অনুমতি নয়। নির্দেশের পর কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, এই মামলায় যুক্ত সব পক্ষকে নোটিস দিয়ে জানতে চেয়েছে কোর্ট।

গ্রুপ এ-ডি! ষষ্ঠীতেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ নিয়ে বড় খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবরঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ও পেনশনভোগীদের ডিআর প্রদান সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের মনিটরিং কমিটি একটি প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেছে। ওই রিপোর্টে সরকারের গত ১৫ই অক্টোবর স্ট্যাটাস হলফনামা অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ ও ডিআর বাবদ মোট প্রায় ৮,১০৩.২৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল। এই মেয়াদের জন্য মোট ৭,৪৫৮.৮২ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬,৮৬১.২০ কোটি টাকা বকেয়া ডিএ ও ডিআর হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কর্মরত গ্রুপ 'এ', 'বি' ও 'সি' কর্মচারীদের জিপিএফ অ্যাকাউন্টে ব্যবহার গ্রুপ 'ডি' কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই অর্থ জমা হয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল। এই সময়ের জন্য স্টেট ট্রেজারি থেকে পেনশন প্রাপ্ত পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের ডিআর বকেয়া বাবদ প্রায় ৯১৪.০১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২৩শে সেপ্টেম্বরের নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই মেয়াদের বকেয়া ডিএ বাবদও কর্মচারীদের বিল প্রস্তুত ও অর্থ প্রদান শুরু হয়েছে। বিভিন্ন তফসিলি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেনশন প্রাপ্ত কলকাতাভিত্তিক হাজার হাজার পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক পেনশন ম্যানেজমেন্ট পোর্টালের মাধ্যমে অ্যাডহক ডিআর বকেয়া অনুমোদন ও বিতরণের কাজ চলছে। কিছু ক্ষেত্রে জীবন সার্টিফিকেট, লিগ্যাল হেইর সার্টিফিকেট বা সঠিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথির অনুপস্থিতির কারণে কিছু পেমেন্ট এখনও বাকি রয়েছে। এই সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলে নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'বাংলাদেশের মতো ভারতেও সরকার বদলের ষড়যন্ত্র' কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ রাজনাথের

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ১৬ অক্টোবরঃ বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের জেরে পতন হয়েছিল শেখ হাসিনা সরকারের। এবার কি সেই একই কায়দায় ভারতেও সরকার বদলের চেষ্টা চলছে? রাজধানী দিল্লিতে চলতে থাকা বিক্ষোভ-আন্দোলনের আবহে কংগ্রেস এবং বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশের মতো ভারতেও সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা করছে কংগ্রেস এবং তাদের রাজনৈতিক সহযোগীরা। দেশের যুবসমাজকে হাতিয়ার করে অরাজকতা ছড়ানোর চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। একই সঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। শুক্রবার লখনউয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজনাথ সিং। সেখান থেকেই কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগী দলগুলির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। অভিযোগ করেন, দেশের যুবসমাজের শক্তিকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার না করে রাজনৈতিক সংঘাত তৈরির চেষ্টা চলছে। রাজনাথ বলেন, ''মনে হচ্ছে, কংগ্রেস এবং তাদের রাজনৈতিক সহযোগীরা প্রত্যক্ষভাবে যুবসমাজকে দেশ গঠনের কাজে ব্যবহার করার পরিবর্তে রাজনৈতিক সংঘাত এবং অরাজকতা ছড়ানোর কাজে লাগাতে চাইছে। দেশের যুবসমাজকে অরাজকতার রাজনীতির বোড়ে বানানো হচ্ছে।'' এরপরই বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ''ওরা প্রকাশ্যে সাংবাদিক বৈঠক করে বলছে, সরকার পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছেন। আবার কেউ প্রকাশ্যেই সরকার ফেলে দেওয়ার কথা বলছে। এতেই স্পষ্ট, ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা এবং

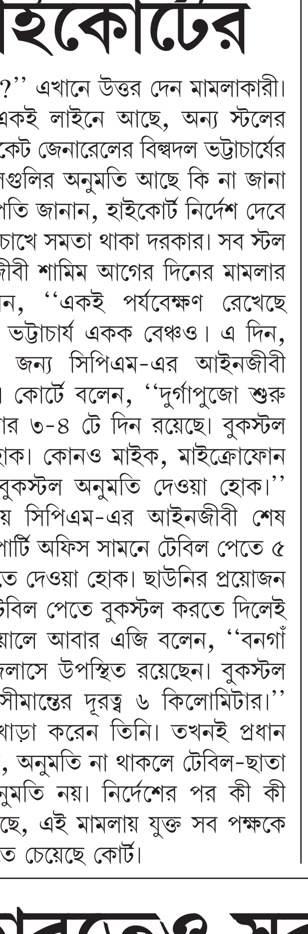

গোটা দেশে আগুন জ্বালানো।'' প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল শেখ হাসিনা সরকার। সেই ঘটনার সঙ্গে ভারতের বর্তমান আন্দোলনের তুলনা টেনেই বিরোধীদের নিশানা করেছেন রাজনাথ। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল রাজধানী দিল্লি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং একাধিক নাগরিক সংগঠন। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। এর ফলে বহু যোগ্য ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে রাজনাথ সিংয়ের দাবি, এই আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্বাচনী সংস্কার নয়। এসআইআর নিয়ে আপত্তিও আসল বিষয় নয়। তাঁর বক্তব্য, বিরোধীদের মুখে 'রেজিম চেঞ্জ' বা সরকার পরিবর্তনের মতো শব্দ ব্যবহারই বুঝিয়ে দিচ্ছে, তাদের লক্ষ্য অন্য। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গও টেনে আনেন রাজনাথ। রাহুল গান্ধি এবং তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''গণতন্ত্রের অর্থ এই নয় যে কেউ অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারেন কিংবা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার চেষ্টা করবেন।'' রাহুল গান্ধিকে সরাসরি আক্রমণ করে রাজনাথ সিং বলেন, ''গণতন্ত্র রক্ষার নামে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি বন্ধ করা উচিত কংগ্রেস নেতার। পরিবর্তে জনতার রায়কে সম্মান জানানো এবং নিজের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন। ভারতের ভবিষ্যৎ আমাদের সকলের দায়িত্ব। সংঘাতের পথ নয়, আলোচনা এবং দেশ গঠনের পথ বেছে নিতে হবে।''

যাত্রী বিক্ষোভের জেরে কামারকুণ্ডু স্টেশনে আটকে পড়লো বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

হুগলি, ১৬ অক্টোবর ঃ লাইনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন যাত্রীরা। তার জেরেই শুক্রবার সকালে হুগলির কামারকুণ্ডু স্টেশনে আটকে পড়লো বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেলের আধিকারিকরা। যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন তাঁরা। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফের রওনা দেয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। জানা গিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা মূলত আপ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেসের যাত্রী। ওই ট্রেন অত্যাধিক দেরিতে চলছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার বিকেলে কামারকুণ্ডু স্টেশনে ঢোকার বদলে শুক্রবার সকালে ট্রেনটি কামারকুণ্ডু পৌঁছয়। এরপরেও ট্রেনটিকে কামারকুণ্ডু স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে বিক্ষোভ চলাকালীন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস কামারকুণ্ডু স্টেশনে ঢুকলে যাত্রীদের একাংশ ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আপ হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে দাঁড় করিয়ে দেন তাঁরা। রেল লাইনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অনেকে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ ও আধিকারিকরা উপস্থিত হন। তারপরও প্রায় এক ঘণ্টা চলে বিক্ষোভ। এরপর যাত্রীদের বুঝিয়ে সকাল ৮টা নাগাদ আপ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসকে রওনা করানো হয়। তারপরে রওনা দেয় হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।

বাংলাদেশে সাংবাদিককে গুলি করে হত্যার অভিযোগ

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর ঃ বাংলাদেশের নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায় এক সাংবাদিককে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে কলমাকান্দা পৌরসভার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি স।কের উত্তরাইল বাজারে তাঁকে গুলি করা হয়। পুলিশ এই ঘটনার বিষয়ে সত্যতা নিশ্চিত করেছে।ঢাকা ট্রিবিউনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ জানিয়েছে আইপিটিভি মিডিয়ার সংবাদ চ্যানেল 'রূপসী বাংলা'-র নেত্রকোনার প্রতিনিধি লুফুজ্জামান আলিফ ফকিরের এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলছে। তাঁর ফেসবুক পেজ 'ডিটেক্টিভ আর্টিকেল' বেশ জনপ্রিয় ছিল। তিনি এই পেজে বিভিন্ন অনিয়ম ও অপরাধের বিষয় নিয়ে লিখতেন।প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের মতে, আলিফ একটি দোকানে বসেছিলেন। সেইসময় মোটরসাইকেলে করে এসে দু'জন আততায়ী তাঁকে লক্ষ্য করে একাধিক গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক খন্দকার শাকের আহমেদ খান জানান, আলিফের মাথা, ঘাড় এবং বুকে মোট পাঁচটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। নেত্রকোনার পুলিশ সুপার মো. তারিকুল ইসলাম বলেছেন যে, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তিনি জানান, এর সঙ্গে জ।তি ব্যক্তিদের গ্রেফতার করতে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।আলিফের পৈতৃক বাড়ি কলমাকান্দা। উপজেলার পোগলা ইউনিয়নের শুনাই গ্রামে। এর আগে গত বছরের ১০ নভেম্বরও একই উপজেলায় সোমেশ্বরী নদীর তেরিবাজার ফেরিঘাটের কাছে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে এনএসজি জওয়ানদের শুভেচ্ছা লোকসভার অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবরঃ লোকসভার অধ্যক্ষ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা শুক্রবার ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি)-র প্রতিষ্ঠা দিবসে জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এক্স-এ লিখেছেন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে দেশের সুরক্ষায় সর্বদা নিযোজিত বীর কমান্ডোদের শ্রদ্ধা জানাই। সন্ত্রাসবাদ এবং গুরুতর নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় গঠিত এই বিশেষ বাহিনী নিজেদের অদম্য সাহস, উচ্চমানের প্রশিক্ষণ এবং অসাধারণ দক্ষতার মাধ্যমে এক অনন্য পরিচয় গড়ে তুলেছে। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান থেকে শুরু করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সুরক্ষার দায়িত্ব পালন পর্যন্ত- তাদের তৎপরতা, নিখুঁত কৌশল এবং দলগত কাজ তাদের দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে তুলেছে। ' সর্বোত্তম সুরক্ষা' মূলমন্ত্র নিয়ে দেশ রক্ষায় নিয়োজিত এনএসজি-র সমস্ত জওয়ান এবং তাঁদের পরিবারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, এনএসজি-র জওয়ানরা ভারতের সামনে আসা প্রতিটা সন্ত্রাসবাদের হুমকিকে ঝড়ের গতিতে ধ্বংস করেছে এবং অটল সাহস, অসামান্য পেশাগত দক্ষতা ও বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশকে রক্ষা করেছে।কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, দেশের 'ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডো'-রা অসাধারণ সাহস, শৃঙ্খলা ও উৎসর্গের প্রতীক। রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখতে এবং প্রতিটি হুমকির মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার তাঁদের সংকল্পকে প্রণাম জানাই।কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, এনএসজি-র সমস্ত বীর জওয়ানেরা তাঁদের অসাধারণ উৎসর্গ ও নিঃস্বার্থ সেবাবোধের মাধ্যমে 'সর্বত্র সর্বোত্তম সুরক্ষা' মূলমন্ত্রকে সার্থক করে সাহস ও বীরত্বের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন। আপনাদের বীরত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য প্রতিটি ভারতবাসী গর্বিত।কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, দেশের সুরক্ষায় আপনাদের অদম্য সাহস ও ডৎসর্গ সবার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক।ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন বলেন, দেশের বীর জওয়ানদের অসাধারণ সাহস, পেশাদার মনোভাব এবং নিষ্ঠা প্রতিটি ভারতীয়র জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। কর্তব্য পালনের সময় তাঁরা যে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের সেই সাহস ও সমর্পণ রাষ্ট্রসেবার সর্বোচ্চ ঐতিহ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সিজেপি-র বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর ঃ দিল্লির কনট প্লেসে শুক্রবার ' ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র নির্ধারিত বিক্ষোভের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই বিষয়ে দিল্লি হাইকোর্ট ইতিমধ্যে আদেশ দিয়েছে।আইনজীবী অনন্ত দেহাদরায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করে সিজেপি-র বিক্ষোভের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানান। তিনি বলেন, এই বিক্ষোভের কারণে দোকানদারদের বিপুল ক্ষতি হবে। তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, আশা করা যায় যে সবাই বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করবেন। ছোট দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা মানুষগুলো এই দিনগুলিতেই নিজেদের রুটি-রুজির জোগাড় করেন। সুপ্রিম কোর্ট ভালোভাবেই জানে যে এমন পরিস্থিতিতে পুরো পরিবারগুলোকে কতটা হয়রানি ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।বিষয়টি শুনানির সময় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, কারওর যেমন বিক্ষোভ দেখানোর অধিকার রয়েছে, কারওর তেমনই বাদাম বিক্রি করার অধিকারও রয়েছে, আবার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বও রয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বলেন, এর কারণে যদি ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট তার সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করবে। তবে আপাতত পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, সেটাই পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

দেশে নৈরাজ্য ছড়ানোর চেষ্টা, বিরোধীদের নিশানা রাজনাথ সিংয়ের

লখনউ, ১৬ অক্টোবর ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বরিষ্ঠ নেতা তথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন। শুক্রবার তাঁর লখনউ সফরের দ্বিতীয় দিনে রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আজ সারা বিশ্বে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই বিরোধীরা (কংগ্রেস) ভোট চুরির নামে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। রাহুল গান্ধীর আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।রাজনাথ সিং বলেন, কংগ্রেস বড় বড় অপরাধ করেছে। কংগ্রেসের ইতিহাসে একাধিক কালো অধ্যায় যুক্ত রয়েছে। শিখদের গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। এরা বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে চায়। তাদের এই লড়াই এসআইআর-এর জন্য নয়, তারা যেভাবেই হোক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একজন নির্বাচন কমিশনার অতীতে দু'বার মন্ত্রী হয়েছিলেন। রাজনাথ সিং উল্লেখ করেন, ১৯৯৩ সালের আগে ভোটার আইডি কার্ডের প্রচলন ছিল না। ভোটার আইডি কার্ড চালু হওয়ার পর থেকেই তাদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন অধরা হয়েছে। সেই থেকে কংগ্রেস আর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারেনি। এখন এই সমস্ত মানুষেরা তথাকথিত ভোট চুরির নামে দেশে নৈরাজ্য ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এরা নির্লজ্জভাবে ভারতের নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দিতে চায়। এটাই প্রকৃত নৈরাজ্য।

মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ঃ নারকেলডাঙার একটি আবাসন থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম লক্ষ্মী প্রসাদ, বয়স চল্লিশের ওপর। শুক্রবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।এ দিন স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নারকেলডাঙার একটি আবাসনের একতলায় ওই মহিলার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়

বিশ্বজুড়ে অভিবাসন ও মানুষের যাতায়াতের প্রবণতা নিয়ে ভারত ও আইওএমের আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবরঃবিশ্বজুড়ে অভিবাসন ও মানুষের যাতাযাতের বর্তমান প্রবণতা নিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (কনস্যুলার, পাসপোর্ট ও ভিসা এবং প্রবাসী ভারতীয় বিষযক্) শ্রীপ্রিয়া রঙ্গনাথন এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মহাপরিচালক অ্যামি পোপের মধ্যে আলোচনা হযেছে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতের জন্য নতুন সুযোগ সম্প্রসারণের উপায় নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে।বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সমাজমাধ্যম এক্স-এ এই বৈঠকের কথা জানান। তিনি বলেন, আলোচনায় বিশ্বজুড়ে অভিবাসন ও মানুষের চলাচলের ক্ষেত্রে উঠে আসা নতুন প্রবণতা এবং তার সঙ্গে যুক্ত সুযোগগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের নাগরিক ও পেশাদারদের জন্য আরও বেশি সুযোগ নিশ্চিত করা এবং অভিবাসন সংক্রান্ত সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও কথা হয়েছে।উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা। অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এটি সদস্য দেশগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে। ভারতও অভিবাসন ও মানুষের চলাচল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এই সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছে।

১১-১২ ডিসেম্বর কানাডা সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১১ ও ১২ ডিসেম্বর কানাডা সফর করবেন। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে কানাডায় অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন এই তথ্য জানিয়েছে। হাই কমিশন তাদের পোস্টে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ ও ১২ ডিসেম্বর কানাডা সফর করবেন।উল্লেখ্য, এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির মধ্যে আলোচনার সময় উভয় রাষ্ট্রনেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক গতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রযুক্তি, সুরক্ষা ও দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে সম্মত হযেছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জেএনইউ মামলাঃকংগ্রেস সাংসদ বিমোল আকোইজামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চেয়ে লোকসভার স্পিকারের দ্বারস্থ বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর ঃজওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালযে.(জেএনইউ) কথিত যৌন হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত কংগ্রেস সাংসদ বিমোল আকোইজামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চেয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করল বিজেপির মহিলা সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার স্পিকারের হাতে এ বিষয়ে.একটি স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা।বিজেপি সাংসদ বাঁসুরি স্বরাজ জানান, বিজেপি মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তথা সাংসদ রূপকুমারী চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে। বৈঠকে মহিলাদের নিরাপত্তা, অভিযোগের গুরুত্ব এবং বিষয়টিতে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দলের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। তাঁর দাবি, স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাঁসুরি স্বরাজ অভিযোগ করেন, মহিলাদের অধিকার ও নিরাপত্তার কথা বলা কংগ্রেসকে নিজেদের সাংসদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে.স্পষ্ট অবস্থান জানাতে হবে। তাঁর বক্তব্য, এ ধরনের অভিযোগে জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি।স্বরাজের দাবি, বিমোল আকোইজামের বিরুদ্ধে ১১ জন ছাত্রীর যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযাযী, জেএনইউযের অভ্যন্তরীণ কমিটি ছাত্রীদের অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে এবং ২০২৬ সালের ৯ অক্টোবর আকোইজামকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই দাবি ও পদক্ষেপের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নথি স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের নীরবতা নিযেও প্রশ্ন তোলেন বাঁসুরি স্বরাজ। তিনি রাহুল গান্ধী, পিয়াঙ্কা গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে ও সোনিয়া গান্ধীর প্রতিক্রিয়া দাবি করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের বিষয়ে কোনও বক্তব্য এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি।উল্লেখ্য, বিজেপির মহিলা সাংসদদের প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছেও আবেদন জানিয়েছিল। এর আগের দিন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকরের সঙ্গেও দেখা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

মুর্শিদাবাদে দুর্গাপূজার মণ্ডপ উদ্বোধনে সীমান্ত নিরাপত্তা ও একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

মুর্শিদাবাদ,১৬অক্টোবরঃবাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক লালবাগে এক দুর্গাপূজা মণ্ডপের শুভ উদ্বোধন করে রাজ্যের উন্নয়ন ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক ব। ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি দাবি করেন যে, বিগত কিছু সময়ে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া পদক্ষেপে এই অঞ্চল থেকে গবাদি পশু পাচার এবং মাদকের অবৈধ কারবার প্রায় সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য নতুন আইটিআই কলেজ, প্রধানমন্ত্রী জনঔষধী কেন্দ্র, কলেজে প্রাতঃকালীন বিভাগ চালু এবং হাসপাতালে শয্যা বৃদ্ধির মতো একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা প্রকাশ্যে জানান তিনি। সীমান্ত এলাকায় বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধে কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এবং রাজ্য পুলিশ পূর্ণ সমন্বয.রেখে কাজ করছে, যা জেলায় কোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ বা পাচার হতে দেবে না।বৃহস্পতিবার ঐতিহ্যবাহী লালবাগে অবস্থিত ' সর্বজনীন দুর্গোসব কমিটি'-র পূজার আনুষ্ঠানিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় জানান যে, এই নির্দিষ্ট বিধানসভা কেঃেদ্রর সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর নিজের। মঞ্চে উপস্থিত শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছ থেকে এলাকার বর্তমান পরিকাঠামোগত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর তিনি জেলা শাসককে অবিলম্বে প্রস্তাবিত নতুন আইটিআই কলেজের জন্য উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করে বরাদ্দ করার নির্দেশ দেন।শিক্ষার প্রসারে জোর দিয়ে স্থানীয় বর্তমান কলেজে ছাত্রীদের সুবিধার্থে সকালের শিফট চালু করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, শিক্ষকের কোনো অভাব হবে না। এছাড়াও স্থানীয় হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বা।াতে হবে এবং সাধারণ মানুষের সস্তায় ওষুধ পাওয়ার জন্য দ্রুত ' জনঔষধী কেন্দ্র' খোলার কথা উল্লেখ করেন তিনি। তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দেন যে, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের রূপায়ণ সম্পন্ন করতে হবে এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে এই ধরণের লোকহিতকর কাজে অর্থের কোনো অভাব হবে না।সীমান্তবর্তী এই ঐতিহাসিক জেলার পর্যটন ও ভবিষ্য সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমগ্র মুর্শিদাবাদকে সম্পূর্ণ ' করাই তাঁর অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। অঞ্চলটিকে অপরাধমুক্ত ও নিরাপদ রাখতে পারলে এখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশ দ্রুত গতিতে ঘটবে। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বে।া দেওয়ার কাজ বর্তমানে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বক্তব্যের শেষলগ্নে স্থানীয় অধিবাসীদের সামাজিক সচেতনতার পাঠ দিয়ে তিনি বাল্যবিবাহের সামাজিক ব্যাধি ও কুপ্রথা বন্ধ করার আহ্বান জানান এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে নির্ধারিত বয়সের পূর্বে বিবাহ দেওয়া একটি মারাত্মক ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আইডিএফএ-তে স্থান 'রিভার্স অব মেমোরি'-র, তথ্যচিত্রের মুহূর্তবন্দি বঙ্গসন্তান নবনীলের হাত ধরে

কলকাতা, ১৬অক্টোবর ঃ যে জনপদ একসময়ে.মুখরিত হতো কলতানে, আজ সেখানে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। যে প্রকৃতি সমৃদ্ধ করেছিল, রসদ জুগিয়েছিল সমাজ গঠনে, এখন সেখানেই বিরাজ করছে ধ্বংসলীলা। ওড়িশার যে উপকূল বরাবর বসতি গড়ে উঠেছিল সাতটি গ্রাম মিলে, আজ তার অনেকাংশই তলিয়েছে সমুদ্রের গর্ভে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি শুধু তো জনপদ নয়, একইসঙ্গে গ্রাস করেছে জীবনধারণের অবলম্বনগুলোও। একদিকে জলস্তর বৃদ্ধি, ক্ষযিষ্ণু উপকূল অন্যদিকে খরা- এই চরম বৈপরীত্য নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে শিশির ঝা-র 'রিভার্স অব মেমোরি' তথ্যচিত্রে। ক্যামেরার নিপুণ ফ্রেমে সেই মুহূর্তগুলিকে ধরেছেন বঙ্গসন্তান সিনেমাটোগ্রাফার নবনীল সান্যাল। আর সেটাই ' ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আমস্টারডাম' (আইডিএফএ)-তে জায়গা করে নিয়েছে।৭২ মিনিটের এই তথ্যচিত্র আইডিএফএ-র ৩৯-তম সংস্করণের 'এনভিশন কম্পিটিশন'-এ তালিকাভুক্ত ১৩টি চলচ্চিত্রের অন্যতম। জানা গেছে, আন্তর্জাতিক এই তথ্যচিত্র উৎসব আগামী ১২ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত হবে। কিউবা, বেলজিয়াম, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, হংকং-সহ বিভিন্ন দেশের তথ্যচিত্রের পাশাপাশি ভারতীয় এই তথ্যচিত্রও নির্বাচিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় এমন কিছু তথ্যচিত্র স্থান পেয়েছে যেখানে গল্প বলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেলুলয়েডের নান্দনিক রূপ ও মাধ্যম। এখানে চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাঁদের বিষযবস্তুর ওপর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে ভিজ্যুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং বর্ণনার কাঠামো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আইডিএফএ তাদের ২০২৬ সালের এই সংস্করণে বিশ্বজুড়ে ২৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্র এবং নিউ-মিডিয়া প্রজেক্ট প্রদর্শন করবে।হিন্দুস্থান সমাচারকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাকারে সিনেমাটোগ্রাফার নবনীল সান্যাল বলেন, এই তথ্যচিত্র উপস্থাপন করছেন পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ। নবনীল বাবু এও জানান, 'এনভিশন কম্পিটিশন' বিভাগ সবচেয়ে.কঠিন। এবছর প্রায় চার হাজার চলচ্চিত্র জমা পড়েছিল এই বিভাগে। এর আগে মাত্র চারটি ভারতীয় চলচ্চিত্র জায়গা পেয়েছিল এই প্রতিযোগিতায়। ভারত থেকে 'রিভার্স অব মেমোরি' সেই তালিকায় যুক্ত হলো পঞ্চম তথ্যচিত্র হিসেবে।লেকটাউনের বাসিন্দা নবনীল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করলেও ঝোঁক ছিল সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে। সত্যজি রায. ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই) থেকে অধ্যয়ন করে পুরোদস্তুর নামেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। আগেও যুক্ত থেকেছেন একাধিক সিনেমাটোগ্রাফির কাজে। 'রিভার্স অব মেমোরি' এনে দিলো বড় সাফল্য।'রিভার্স অব মেমোরি'-র কাহিনি আবর্তিত হয়েছে নদীকেন্দ্রিক জীবনকে ঘিরে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেখানে সব ওলটপালট করে দেয়। ফসলহানি, দুর্নীতি এবং ভিটেমাটি হারানোর ভয. দুর্বিষহ করে তোলে দৈনন্দিন জীবন। সেসময়ই রেডিওতে ভেসে আসে আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের দু ঃসংবাদ। এ এমন এক স্থান, যেখানে সামান্য পানীয় জলের জন্যও বাসিন্দাদের পেরোতে হয় কয়েক কিলোমিটার পথ। তরুণরা তাদের ভবিষ্যতের সন্ধানে পাড়ি জমায় অন্য শহরে। আর যারা থেকে যায়, তারা বেড়ে ওঠে একাকীত্বের মধ্যে। প্রবীণরা বসে থাকেন তাঁদের ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া সন্তান এবং হারিয়ে যাওয়া এককালের সমৃদ্ধ জনপদের স্মৃতি আঁকড়ে।প্রকৃতির মর্মস্পর্শী শব্দ, আর্কাইভের পুরোনো ফুটেজ এবং বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর তথ্যচিত্রে যোগ্য সঙ্গত করেছে একসময়ের সমৃদ্ধ নদীকেন্দ্রিক জীবনের বিলুপ্তিকে ফুটিয়ে তুলতে। তথ্যচিত্রে বহমান নদীটি আদতে স্মৃতির প্রবাহ। একইসঙ্গে তা হয়ে উঠেছে অভিবাসন ও হারানোর বেদনা এবং একটু একটু করে সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাওয়া এক ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতীক।প্রসঙ্গত, ১৯৮৮ সালে নেদারল্যান্ডসে প্রতিষ্ঠিত হয় ' ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আমস্টারডাম' (আইডিএফএ)। ক্রমে তা আজ তথ্যচিত্র নির্মাতাদের প্রধান আন্তর্জাতিক মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতি ভবনে হুথি হামলা অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা প্রধানমন্ত্রীর, নিহত ৫, আহত আরও ১৬

আদেন (ইয়েমেন) রিয়াধ (সৌদি আরব), ১৬ অক্টোবর ঃ ইরান সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠী হুথির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের আদেনের আল-মাশিক রাষ্ট্রপতি ভবনকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হযেছে। এই হামলায় ৫ জন নিহত এবং ১৬ জন আহত হযেছেন। ইয়েমেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাসেম মোহাম্মদ বুহাইবেহ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বর্তমানে দেশটিতে হুথির সঙ্গে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলছে। ইয়েমেন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে আদেনের আল-মাশিক রাষ্ট্রপতি ভবনে হুথির ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন।সৌদি আরব হুথির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনেছে। তারা অভিযোগ করেছে যে হুথি বিদ্রোহীরা মুসলমানদের পবিত্র স্থান এবং তীর্থযাত্রীদের বিপদের মুখে ফেলছে। এদিকে সৌদি আরবে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস সৌদি বিমানবন্দরগুলোতে সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করেছে এবং নিজেদের কর্মীদের যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এরই মধ্যে, ইয়েমেনের তাইজের ধি আল-বারিহ এবং জাবায় হুথির ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে দুটি বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছুটা কঠিন হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
বৃষঃআজ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি দুর্দান্ত দিন হবে। আপনার মনে হবে, আপনার ভিতরে নতুন উদ্যম প্রবাহিত হচ্ছে। শুভদিন।
মিথুনঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনঃদ এবং উপভোগ।
কর্কটঃ প্রাণোচ্ছল হাসিপূর্ণ একটি দিন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই আপনার ইচ্ছা অনুসারে এগোবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে।।
সিংহ ঃ আপনার চারপাশের পরিবেশ সহযোগিতাপূর্ণ থাকবে, যার ফলে আপনি অন্যদের সঙ্গে নিজের ভাবনা ভাগ করে নিতে পারবেন। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যাঃআজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত ভালো একটি দিন। আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং মানসিকতায় ইতিবাচকতা থাকবে, যা আপনাকে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। আপনার চিন্তাভাবনার ক্ষমতা এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ।
তুলাঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছু মূল্যবান জিনিস কিনতে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা টানটান করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হবে
বৃশ্চিকঃ খেলাধূলা এবং বহিরাঙ্গণ কাজকর্মে অংশগ্রহণ আপনাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে। শুভদিন।
ধনুঃ আজ আপনার জন্য অত্যন্ত চমকার ও প্রভাবশালী একটি দিন হতে চলেছে। চারপাশের পরিবেশ আপনাকে ইতিবাচকতা দেবে, যার ফলে নিজের অন্তরের দিকে তাকানোর এবং অনুভূতিগুলিকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ পাবেন।বিবাহের যোগ হবে না।
মকরঃ আজ আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত দিন! আজকের দিনটি আপনার জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে. এসেছে। আপনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন, যার ফলে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চারপাশের উদ্যম আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে।।
কুম্ভঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। যারা অচেনা ব্যক্তিঃর পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা পাবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মীনঃআপনি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সামান্য নীচু থাকবেন- একটু বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন।শুভদিন হবে।

আবহাওয়া

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, স্থানীয় ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির কারণে হালকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। ষষ্ঠীর দিন অর্থা শুক্রবার কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে, দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। এ ছাড়াও হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার প্রথম সপ্তমীতে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া এবং ঝাড়গ্রামে হালকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। রবিবার দ্বিতীয় সপ্তমীতে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সোমবার অষ্টমী থেকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে হেমন্তের আবহাওয়া ফিরবে।অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে শুক্রবার ও শনিবার কয়েক জায়গায. হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭১ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিটি এবং রাত ১১টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০টা৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩৩মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৫মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

পুজোয় ‘দিদির’ উপহার ঘিরে তৃণমূলে অস্বস্তি! কেউ আপ্লুত, কেউ ক্ষুব্ধ-সমাজমাধ্যমে শুরু মান-অভিমানের লড়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ঃ পুজোয় ‘দিদির উপহার পেয়ে কেউ আপ্লুত, কেউ আবার মনক্ষুণ্ণ। দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর সকালেই তৃণমূলের অন্দরে শুরু হল মান-অভিমানের পালা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া পুজোর পোশাক হাতে পেয়ে সমাজমাধ্যমে ছবি পোস্ট করেছেন দলের একাংশের কর্মী-সমর্থক। কেউ শাড়ির ছবি দিয়ে জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা, কেউ আবার পাঞ্জাবির ছবি পোস্ট করে প্রকাশ করেছেন উচ্ছ্বাস। কিন্তু সেই ছবি সামনে আসতেই দলেরই অন্য অংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ ও অসন্তোষ। প্রশ্ন উঠছে, কয়েকজন উপহার পেলেও দীর্ঘদিন ধরে দলের হয়ে কাজ করা অন্য কর্মীদের কথা কি মনে রাখা হচ্ছে না? উপহার পেয়ে সমাজমাধ্যমে উচ্ছ্বাস-দীর্ঘদিন ধরেই নিজের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ মহলের মানুষজনকে দুর্গাপুজোয় উপহার দিয়ে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য, আমলা, দলের নেতা-কর্মী, এমনকী ঘনিষ্ঠ সাংবাদিকদের কাছেও পৌঁছত তাঁর পাঠানো উপহারের ব্যাগ। তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবার সেই উপহারের পরিসরও বদলেছে বলে তৃণমূলের অঃদরে আলোচনা। দলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের একাংশের নতুন মুখকে এবার পুজোর উপহার দিয়েছেন মমতা। ছেলেদের জন্য পাঞ্জাবি এবং মেয়েদের জন্য শাড়ি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উপহার হাতে পেয়ে তাঁদের অনেকেই সমাজমাধ্যমে ছবি পোস্ট করেছেন। সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ‘দিদির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আবেগের বার্তা। উপাসনা চৌধুরী ফেসবুকে শাড়ির ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘দিদির দেওয়া পুজোর উপহার’। অন্যদিকে, পাঞ্জাবির ছবি পোস্ট করে কেউ লিখেছেন, ‘দিদির আশীর্বাদ’। এই পোস্টগুলিতে উপহার পাওয়ার আনন্দ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই নেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও প্রকাশ্যে এসেছে বলে মনে করছেন দলের একাংশের কর্মী। কিন্তু সমাজমাধ্যমে এই উচ্ছ্বাসের ছবি সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং উপহার পাওয়া কর্মীদের ছবি সামনে আসতেই দলের অন্য অংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জেলায় জেলায় সংগঠনের কাজ করা কর্মীদের একাংশের প্রশ্ন, নেত্রীর কাছ থেকে উপহার পাওয়ার সুযোগ কি নির্দিষ্ট কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে?মহম্মদ বাহাদুর নামে এক ব্যক্তি উপহার পাওয়া নেতাদের ছবি কোলাজ করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য, আমাদের মতো কর্মীরা জেলাতে কষ্ট করছি। আর বাকি সবাই? এই মন্তব্য ঘিরে দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের বঞ্চনার অনুভূতিই সামনে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

হুগলির এক তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যেও উঠে এসেছে অন্য সুর। তাঁর কথায়, দিদি তো আমাকেও শাড়ি দিয়েছেন। তাই বলে সেটা ঢাক পিটিয়ে বলতে যাব? অর্থাৎ, উপহার পাওয়া নিয়ে প্রকাশ্যে প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, উপহার পাওয়ার বিষয়টি ব্যক্তিগত আনন্দের হলেও তা সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করা কতটা সমীচীন, তা নিয়ে দলের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। বদলেছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বদলেছে ঘনিষ্ঠ মহলও? রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদল এবং নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ মহলেও পরিবর্তন এসেছে বলে তৃণমূলের অন্দরে আলোচনা রয়েছে। একসময় যাঁরা নেত্রীর কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেতেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গে এখন সেই যোগাযোগ আগের মতো নেই বলে দাবি দলের বিভিন্ন মহলের। অন্যদিকে, ছাত্র ও যুবদের মধ্যে নতুন কিছু মুখ নিয়মিত হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে যাতায়াত করছেন। তাঁদের কয়েকজনের হাতে পুজোর উপহার পৌঁছনোয় পুরনো কর্মীদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। যদিও উপহার দেওয়ার বিষয়টি নেত্রীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, তবু তা প্রকাশ্যে আসার পর দলের সাংগঠনিক সম্পর্ক এবং কর্মীদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। সহমর্মিতার বার্তা কুণাল ঘোষের-এই আবহেই সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। উৎসবের আনন্দের মধ্যেও সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা বজায় রাখার কথা বলেছেন তিনি। তাঁর বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। দুর্গাপুজোর আনন্দের আবহে সাধারণত উপহার বিনিময় ঘিরে খুশির ছবি দেখা যায়। কিন্তু এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া শাড়ি-পাঞ্জাবির ছবি ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে সামনে এসেছে অন্য বাস্তবতা। একদিকে নেত্রীর উপহার পেয়ে উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে দলের হয়ে লড়াই করা কর্মীদের একাংশের আক্ষেপ। সব মিলিয়ে পুজোর আবহেও কালীঘাটের রাজনীতিতে চর্চার কেন্দ্রে এখন ‘দিদির উপহার এবং তা ঘিরে তৈরি হওয়া মান-অভিমানের সমীকরণ।

পূর্ব রেলের বড় সাফল্য, বজ বজ লোয়ার ইয়ার্ড থেকে এফসিআই ও এইচপিসিএল সিডিং পর্যন্ত বিদ্যুৎকরণ সম্পন্ন

কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব রেল পরিবহনের অভিমুখে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়ে, পূর্ব রেল বজ বজ লোয়ার ইয়ার্ড থেকে এফসিআই বজ বজ পর্যন্ত (এইচপিসিএল সিডিং সহ) দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত প্রায ৪.৪ ট্র্যাক কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের বিদ্যুকরণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন ও শক্তিভিত্তিক করেছে। ওভারহেড সরঞ্জামের কাজ শেষ হওয়ার পর, এই শাখায় লোকোমোটিভ চালিয়ে সফলভাবে ট্রায়াল রান সম্পন্ন করা হযেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে-র নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যা পূর্ব রেলকে আরও দ্রুত, পরিচ্ছন্ন ও টেকসই রেল পরিচালনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শিয়ালদহ বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা-র তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্পের সমাপ্তি শিয়ালদহ বিভাগে বিশাল পরিচালনগত ও পরিবেশগত সুবিধা নিয়ে আসবে। ডিজেলের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে ট্রেন চলাচলের ফলে ইঞ্জিনের (লোকোমোটিভ) পরিবর্তন ছাড়াই এফসিআই এবং এইচপিসিএল-এর মতো শিল্প সিডিংগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল ও দ্রুত শান্টিং সম্ভব হবে। ডিজেল থেকে বৈদ্যুতিক

ব্যবস্থার এই পরিবর্তনের ফলে জ্বালানি খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে, ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা ও লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং আধুনিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার কারণে পরিচালনাগত নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাবে। তদুপরি, কোনো প্রকার ধোঁয়া নির্গমন না হওয়ায় এটি বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ কমাবে এবং জাতীয় স্থায়িত্বের লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে স্থানীয় শিল্পের বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকটিকে তুলে ধরে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেছেন, এই সফল বিদ্যুকরণ কেবল মূল্যবান ডিজেল জ্বালানি সাশ্রয় এবং কার্বন নির্গমন হ্রাসই করবে না, বরং শিল্প বৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালী, পরিচ্ছন্ন এবং আরও দক্ষ রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের পণ্য পরিবহনে রেকর্ড সময়ে অর্জিত সাফল্য

কলকাতা, ১৬ অক্টোবরঃ দক্ষিণ পূর্ব রেল ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পণ্য পরিবহন থেকে ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। গত অর্থবছরে (২০২৫-২৬) এই একই মাইলফলক অর্জিত হয়েছিল

২৫ অক্টোবর, অর্থাৎ এবার তা ১০ দিন আগেই অর্জিত হলো। এই সাফল্য পণ্য পরিবহন কার্যক্রম এবং আয় অর্জনের ক্ষেত্রে এই রেল জোনের ধারাবাহিক অগ্রগতিরই প্রতিফলন। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় পণ্য পরিবহন থেকে আয়ে ৫.৮৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং পণ্য পরিবহন পরিষেবার মানোন্নয়নের ওপর এই জোনের নিরন্তর মনোযোগকেই তুলে ধরে। ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব রেল মোট ১১৪.১৭ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য পরিবহন করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ১০৮.০৩ মিলিয়ন টনের তুলনায় ৫.৬৮ শতাংশ বেশি।

‘বই তো বিক্রি হয় না’, বামেদের বুক স্টল নিয়ে দিলীপের কটাক্ষ!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে যখন উৎসবের ভিড়, তখন রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে বামেদের বুক স্টল ঘিরে। পুজোর মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেন বাম কর্মীরা। মার্কসবাদী সাহিত্য থেকে শুরু করে বাংলা উপন্যাস, বিজ্ঞানচর্চা এবং মনীষীদের জীবন ও দর্শন-বিভিন্ন ধরনের বইয়ের সম্ভার থাকে সেই স্টলে। কিন্তু সেই বুক স্টল নিয়েই কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, বামেদের স্টলে বই বিক্রি হয় না, বছরের পর বছর একই বই সাজিয়ে রাখা হয়। তবে সেই মন্তব্যের মধ্যেই সামনে এসেছে পুজোয় বামেদের বই বিক্রির পরিসংখ্যান, যা ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। ষষ্ঠীর সকালে বামেদের বুক স্টল নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, সবাই স্টল করতে পারে। এতদিন করেছেন, করুন। বিক্রি তো হয় না। এরপরই তাঁর কটাক্ষ, ২৫ বছর সেই একই বই রাখা। যেগুলো প্রদর্শনী হয়। এটাকে স্টল না বলে প্রদর্শনী বলুন। বিজেপি নেতার অভিযোগ, বই বিক্রির পরিবর্তে বুক স্টলকে কেন্দ্র করে প্রচারের আলোয় থাকার চেষ্টা করেন বামেরা। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা। কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই দুর্গাপুজোর সময় বই বিক্রিকে সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে আসছে বাম দলগুলি। এবার বামেদের বুক স্টল ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল উৎসবের নামকরণ নিয়ে। বাম কর্মীরা তাঁদের স্টলে ‘শারদোসব শব্দটি ব্যবহার করায় আপত্তি জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩১০ বছরের ঘটকবাড়ির দুর্গোৎসব

সুমন আদক,হাওড়া,১৬ অক্টোবর ঃ ৩১০ বছরের ঐতিহ্যে বনেদিয়ানায় আজও অমলিন রামগ।রে ঘটকবাড়ির দুর্গোৎসব। কলকাতার রামগড়ে ঘটকবাড়ির দুর্গাপুজো মানেই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বনেদিয়ানার এক অনন্য মেলবন্ধন। দীর্ঘ ৩১০ বছরের পরম্পরা বুকে নিয়ে আজও সমান মর্যাদায. পালিত হয় এই প্রাচীন পুজো। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহমান এই আরাধনায় জড়িয়ে রয়েছে অগণিত আবেগ ও স্মৃতি। বনেদি আভিজাত্য ও শিল্পসুষমায় সেজে উঠেছে চলতি বছরের অপরূপা মাতৃপ্রতিমা। ঐতিহ্যের শিকড়ে বাঁধা ঘটকবাড়ির এই দুর্গোৎসব আজও মুগ্ধ করে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের।

হাওড়ার ১২টি পুজো কমিটি পেল ‘দেবী দুর্গা সম্মান’, চার বিভাগে ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,১৬ অক্টোবর ঃ হাওড়ার ১২টি পুজো কমিটি পেল ‘দেবী দুর্গা সম্মান’, চার বিভাগে ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার। দুর্গাপুজোর সৃজনশীলতা, ঐতিহ্য ও সামাজিক দাযবদ্ধতাকে স্বীকৃতি দিতে ‘ দুর্গা সম্মান’ প্রদান করা হল হাওড়ার ১২টি পুজো কমিটিকে। সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ এবং সেরা সমাজ সচেতনতা-এই চারটি বিভাগে তিনটি করে পুজো কমিটিকে নির্বাচিত করা হযেছে। প্রত্যেক বিজযী পুজো কমিটি ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার পাবে। কলকাতা-সহ রাজ্যের ২৩টি জেলার পুজো কমিটিগুলিকে চারটি বিভাগে এই সম্মান দেওযা হচ্ছে। হাওড়ায় সেরা পুজো বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে সালকিয়া সাধারণ দুর্গাপুজো (জটাধারী পার্ক), চন্দ্রবাটি শিল্পকল্পী সাধারণ দুর্গোৎসব সমিতি এবং সালকিযা ছাত্র ও ব্যাযাম সমিতি। সেরা প্রতিমা বিভাগে সম্মান পাচ্ছে মধ্যসাঁতরাগাছির নিউ ভূমি আমি সংঘ, হরিনারাযণপুর নবপঞ্চ শক্তি ক্লাব এবং বালি দেশবন্ধু ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি। সেরা মণ্ডপ বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে কামারডাঙা শীতলাতলা বারোয়ারি, ব্যাঁটরা সর্বজনীন দুর্গোসব (সুবল স্মৃতি সংঘ) এবং অরবিন্দ নগর অরবিন্দ সংঘ। অন্যদিকে, সেরা সমাজ সচেতনতা বিভাগে সম্মানিত হযেছে শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয. কলেজ মাঠ দুর্গাপুজো কমিটি, ধূমকেতু সংঘ এবং অরবিঃদ রোড পল্লিবাসী বৃন্দ। চারটি বিভাগে মোট ১২টি পুজো কমিটির এই স্বীকৃতি দুর্গাপুজোর শিল্পসৌকর্য, সৃজনশীলতা ও সামাজিক উদ্যোগকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। উৎসবকে ঘিরে নতুন ভাবনা, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে পুজো কমিটিগুলিকে আরও উসাহিত করাই এই সম্মানের মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে বাংলার দুর্গোসবের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক গৌরবকে আরও সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি উসবের সঙ্গে সামাজিক দাযবদ্ধতার বন্ধনও দৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৭৬ তম বর্ষে নামখানা ইউনিয়ন সার্বজনীন দুর্গোসবের থিম সাবেকিআনা

নামখানা, ১৬ স্ক্টোবর ঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের নামখানা ইউনিযন্ সার্বজনীন দুর্গোসব ৭৬ তম বর্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো শুক্রবার। ফিতা কেটে পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করেন স্বামী দিব্যেশ্বরানন্দজী মহারাজ, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাগর বিধানসভার বিধাযক্ সুমন্ত মন্ডল, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালী, এসডিপিও সাগর সুমন কান্তি ঘোষ, নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রলয় ধর, নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গুরুপদ মালী সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।সাবেকি আনার থিম নিয়ে নামখানার ইউনিয়ন সার্বজনীন দুর্গোসব ৭৬ তম বর্ষে পদার্পণ করলো। এই ৭৬ তম বর্ষে প্রায় এক কিলোমিটার ঢাকঢোল বাজিয়ে এলাকার মানুষজন বিশেষ করে কচিকাচারা বিভিন্ন আঙ্গিকে সেজে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পুজো কমিটির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজ সেবী বিদ্যু কুমার দিন্দা বলেন, মা যেন সবাইকে সুখে রাখে, শান্তিতে রাখে, ভালো রাখে। আমরা যেন সমস্ত বিবাদ ভুলে মাকে স্মরণ করে আগামী দিনে সবার ভালো চেয়ে মিলেমিশে কাটাতে পারি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যেন আমরা এক আত্মা হয়ে ভারতবর্ষের সেই মহান ঐতিহ্যকে বজায় রেখে মায়ের পাদোপণ্যে নিজেকে নিবেদন করে ষষ্ঠীর দিনে মা যেন সবাইকে ভালো রাখে। প্রতিবছর অভিনব মন্ডপ সজ্জার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে এই নামখানা ইউনিয়ন সার্বজনীন দুর্গোসব। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুজো কমিটির সদস্যদের আশা প্রতি বছরের মতো এবারও এই বিশেষ থিম দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। পুজোর দিনগুলিতে মন্ডপে এসে দর্শনার্থীরা এই মন্দির অনুভব করতে পারবেন বলে আশাবাদী উদ্যোক্তাদের।

স্বচ্ছ মন, স্বচ্ছ শরীর, স্বচ্ছ ঘর- দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ‘স্বচ্ছ ভারত’ উদ্যোগ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর, ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে এক অভিনব কর্মসূচির আয়োজন করেছে। ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো রেলকর্মীদের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিষয়ক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং স্টেশন কুলিদের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাদের স্বাস্থ্য পরামর্শ বা রোগ প্রতিরোধমূলক সেবা পাওয়ার সুযোগ প্রায়শই সীমিত থাকে। এই কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক চাপ কমানোর উপায় এবং স্বাস্থ্য

সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।স্বাস্থ্য পরীক্ষা (হেলথ স্ক্রিনিং)মোট ৮৯ জন কর্মীর (৬৫ জন রেলকর্মী এবং ২৪ জন অন্যান্য কর্মী) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় ১১ জনের ডায়াবেটিস, ৩ জনের উচ্চ রক্তচাপ এবং ২ জনের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ১০ গ্রামডেসিলিটারের নিচে পাওয়া গেছে।স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিভিন্ন আলোচনা ও কর্মশালায় যোগব্যায়াম, মানসিক প্রশান্তির কৌশল, সুষম খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত ভুল ধারণা দূরীকরণ, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুদের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।জীবন রক্ষাকারী দক্ষতাঃ এসজেএবি সাঁতরাগাছি ইউনিটের পক্ষ থেকে কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন বা সিপিআর প্রদর্শন এবং প্রাথমিক চিকিৎসার (ফার্স্ট এইড) ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে ৫৮ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া, সাধারণ মানুষের জন্য প্রাথমিক চিকিসার ওপর স্থানীয় ভাষায় একটি বইও প্রকাশ করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা, রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতনতা এবং প্রতিটি কর্মীর সার্বিক কল্যাণের প্রতি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে।

ব্যাতাইতলায় বামেদের বুক স্টলে ভাঙচুর, বিজেপির যোগ অস্বীকার শমীকের

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,১৬ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ হাওড়ার ব্যাতাইতলায় বৃহস্পতিবার পঞ্চমীর রাতে সিপিএম ও এসইউসিআই (সি)-এর বুক স্টলে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। জি টি রোডের নতুন পল্লীর দুর্গাপুজো মণ্ডপের সামনে দুই দলের স্টলে হামলার পাশাপাশি সিপিএম কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিবপুর থানার পুলিশ। ঘটনার প্রতিবাদে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছে এসইউসিআই (সি)। অন্যদিকে, শুক্রবার ধাড়সা ভ্রাতৃ সংঘের পুজো উদ্বোধনে এসে ঘটনায় বিজেপির যোগ অস্বীকার করেন দলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, ভাঙচুরকারীরা বিজেপির কেউ নন, ব্যক্তিগত রাগ থেকেই এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে পুলিশের তদন্তের দিকে নজর রয়েছে।

অষ্টমী থেকে একাদশী টানা চার দিন ‘ড্রাই ডে’, প্যান্ডেল হপিংয়ে বড় স্বস্তি বাঙালির

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ঃ পুজোর কেনাকাটা শেষ, নতুন জামাকাপড়ও তৈরি। এবার শুধু প্যান্ডেল হপিংয়ের অপেক্ষা। কিন্তু বৃষ্টি এসে সমস্ত পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেবে না তো? গত কয়েক দিন ধরে দুর্গাপুজোর আগে বাঙালির মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল এই প্রশ্নই। অবশেষে মিলল স্বস্তির খবর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও অষ্টমী থেকে একাদশী পর্যন্ত আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা। ফলে পুজোর বাকি দিনগুলিতে নির্বিঘ্নে ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা করতে পারবেন দর্শনার্থীরা। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, দেশ থেকে ইতিমধ্যেই বর্ষা বিদায় নিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়েছে প্রত্যাবর্তী মৌসুমি বায়ুর প্রভাব। এর পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর পরিস্থিতিও আবহাওয়ায় প্রভাব ফেলছে। কোমোরিন এলাকা থেকে একটি অক্ষরেখা ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়েও বিস্তৃত এই অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যের কিছু এলাকায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার ও শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই বৃষ্টির প্রভাব সর্বত্র পড়বে না বলেই পূর্বাভাস। পুজোর সবচেয়ে ব্যস্ত দিনগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকায় স্বস্তিতে পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শনার্থীরা। পূর্বাভাস অনুযায়ী, সপ্তমী থেকে একাদশী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা। বিশেষ করে অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে বৃষ্টির আশঙ্কা কম থাকায় প্যান্ডেল হপিংয়ের পরিকল্পনায় বড় বাধার সম্ভাবনা আপাতত নেই। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন শহরে পুজোর ভিড় সাধারণত অষ্টমী থেকেই বাড়তে শুরু করে। সেই সময় আকাশ পরিষ্কার থাকলে ঠাকুর দেখা, রাস্তায় ঘোরাঘুরি এবং রাতভর প্যান্ডেল হপিংয়ে সুবিধা হবে দর্শনার্থীদের। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াও মোটের উপর অনুকূল থাকার সম্ভাবনা। শুক্রবার ও শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পংয়ের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। রবিবার দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অষ্টমী থেকে একাদশী পর্যন্ত উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির কোনও উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখছে না আবহাওয়া দপ্তর। ফলে পাহাড় থেকে সমতল-পুজোর দিনগুলিতে ঘোরাঘুরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকার আশা। সব মিলিয়ে, ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে কোথাও কোথাও বৃষ্টির সামান্য বাধা থাকলেও অষ্টমী থেকে আবহাওয়া শুকনো থাকার পূর্বাভাস বাঙালির পুজোর আনঃদ বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পরিবর্তিত হতে পারে, তাই বেরোনোর আগে সর্বশেষ আপডেট দেখে নেওয়াই ভালো।

অনিয়মের অভিযোগে ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর টেন্ডার থেকে বাদ মেডি অ্যাসিস্ট!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ঃ সরকারি স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পে কাজের পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ ও অনিয়মের অভিযোগ। তার জেরেই কেঃদ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে চালু হতে চলা ‘ ভারত’ এবং ‘ স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’র ইমপ্লিমেঃটশন সাপোর্ট এজেন্সি বাছাইয়ের ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ল মেডি অ্যাসিস্ট ইনসিওরেন্স টিপিএ প্রাইভেট লিমিটেড। রাজ্য স্বাস্থ্য সংস্থা বা স্টেট হেলথ এজেন্সির এই সিদ্ধান্ত ঘিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। বিদায়ী রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে দায়িত্ব পালনের সময় সংস্থাটির ভূমিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল বলে স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন রাজ্য স্বাস্থ্য সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে ইমপ্লিমেঃটশন সাপোর্ট এজেন্সি হিসেবে কাজ করার সময় মেডি অ্যাসিস্টের পরিষেবা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না স্বাস্থ্যকর্তাদের একাংশ। সরকারি প্রকল্পের নির্ধারিত গাইডলাইন ও নির্দেশিকা মেনে কাজ করার ক্ষেত্রেও সংস্থাটি একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ। কাজের পদ্ধতিতে বেশ কিছু গুরুতর অনিয়ম নজরে আসার পরই নতুন প্রকল্পের এজেন্সি নির্বাচনের প্রক্রিয়া থেকে তাদের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে দায়িত্ব পালনের সময় মেডি অ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে গাফিলতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল বলে দাবি স্বাস্থ্যভবন সূত্রের। সরকারি স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম মেনে পরিষেবা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেখানে কোনও সংস্থার কাজে বারবার অসংগতি ধরা পড়লে তার প্রভাব উপভোক্তা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলির উপরও পড়তে পারে। সেই প্রেক্ষিতেই নতুন প্রকল্পের জন্য এজেন্সি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আগের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সংস্থাটির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তাদের বক্তব্য এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি। ফলে অভিযোগগুলির বিষয়ে সংস্থার প্রতিক্রিয়া জানা গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য স্বাস্থ্য সংস্থার এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিংহোম। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, টিপিএ বা থার্ড পার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে কমিশন আদায় এবং অনৈতিক দাবি জানানোর অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির মধ্যে ক্ষোভ ছিল। সংগঠনের বক্তব্য, স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের কাজের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির দায়িত্ব হল নিয়ম মেনে পরিষেবা দেওয়া এবং হাসপাতালগুলির সঙ্গে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সমন্বয় বজায় রাখা। সেখানে কমিশন আদায় বা অনৈতিক দাবির মতো অভিযোগ উঠলে প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।বেসরকারি হাসপাতাল সংগঠনের মতে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের এজেন্সি বাছাইয়ের প্রক্রিয়া থেকে মেডি অ্যাসিস্টকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবায় দুর্নীতি ও অসাধু কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দেবে। সরকারি স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পে যুক্ত সংস্থাগুলির কাজের মান যাচাই এবং নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন বলেও মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। স্বাস্থ্যসাথী থেকে আয়ুষ্মান ভারত-দুই প্রকল্পের ক্ষেত্রেই উপভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা, হাসপাতালের সঙ্গে সমন্বয় এবং স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নতুন এজেন্সি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, কাজের মান এবং নিয়ম মেনে চলার বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না, সেদিকেই নজর থাকবে। সব মিলিয়ে, অভিযোগের প্রেক্ষিতে মেডি অ্যাসিস্টকে ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থায় নজরদারি ও জবাবদিহির প্রশ্নকে সামনে এনেছে।

বকুলতলায় দোকানে পুলিশের হানা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৮টি সন্দেহজনক চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করল বকুলতলা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম একরামুল মিস্ত্রি ওরফে সামিম (২২)।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ পশ্চিম বৈষ্ণাটা এলাকায় একটি দোকানে অভিযান চালায়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ১৮টি সন্দেহজনক চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। ওই মোবাইল ফোনগুলি নিজের হেফাজতে রাখার বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেননি দোকানে থাকা যুবক। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, ঘটনার তদন্তে প্রাসঙ্গিক আইনি ধারায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলির উস কী এবং সেগুলির প্রকৃত মালিক কারা, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

পুজোয় সমাজসেবা, বস্ত্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৬ অক্টোবর ঃ দুর্গোসবের আনন্দ ভাগ করে নিতে হাওড়ায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পুজোর উপহার হিসেবে দুঃস্থ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র। এই উদ্যোগে উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি ফুটে উঠল মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজবাদী পার্টির রাজ্য সভাপতি শ্রীকান্ত ঘোষ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১৭ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ আশ্বিন, ১৪৩৩

সামরিক শক্তি

ভারতের সমর শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে বিরোধী শক্তিগুলি। তারা ভারতের সঙ্গে যেমন বন্ধুত্ব করছে পাশাপাশি আবার ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এইদিকে ভারত সজাগ দৃষ্টি রাখতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত এখন আর কাউকে বিশ্বাস করছে না। বিশ্বাসের মাসুল দিতে হয়েছিল চিন ভারত যুদ্ধের সময়ে। ভারত সামরিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে চিন ভারত আক্রমণ করে। চিনকে ভারত আর বিশ্বাস করে না। সেই কারণে ভারত ক্রমশ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। তাতে চিন বেশ ক্ষুব্ধ। পাকিস্তান আর কোনও ট্যাফ করছে না। সামরিক শক্তিতে ভারত চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে বলে বিশ্ব সামরিক সমীক্ষা থেকে জানতে পারা গিয়েছে। শীর্ষ স্থানে রয়েছে আমেরিকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে চিন। তালিকার সবার পিছনে রয়েছে ভুটান। ২০০৬ সাল থেকে গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার মিলিটারি স্ট্রেংথ র‍্যাঙ্কিং একটি সমীক্ষা চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। এটিই তার ফসল বলা যেতে পারে। ৬০টি বিষয়ের ওপরে ভিত্তি করে ১৫৫টি দেশকে নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল সেনা বাহিনীর সংখ্যা, তাদের সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা, সামরিক সরঞ্জাম, ভূপ্রকৃতিগত অবস্থান, মজুত থাকা রসদ প্রভৃতি। এই সমস্ত খতিয়ে দেখে প্রতিটি দেশকে পাওয়ার ইনডেক্স স্কোর দেওয়া হয়েছে। সেই সংখ্যা যত কম সেই দেশ ততখানিই শক্তিশালী। এবছর ভারত সহ চারটি দেশ আগেকার অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। ভারত ক্রমশ সামরিক শক্তি দিয়ে বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। আগামী দিনে আরও সামরিক অস্ত্র তৈরি এবং মজুত করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের সামরিক প্রযুক্তি নিয়ে ভারত যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইজরায়েল ভারতকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে লক্ষদ্বীপে ইজরায়েলের ইঞ্জিনিয়াররা প্রবেশ করেছে। সেখানকার পানীয় জলের প্ল্যান্ট তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছে। ইজরায়েল লক্ষদ্বীপে প্রবেশ করলে মলদ্বীপের রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে বলে সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। ২০০৬ সাল থেকেই আমেরিকা শীর্ষস্থান অধিকার করে রেখে দিয়েছে। আমেরিকার পাওয়ার ইনডেক্স হল ০.০৬৯৯। রাশিয়ার ০.০৭০২। আর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে চিন। তার পাওয়ার ইনডেক্স হল ০.০৭০৬। ভারতের ইনডেক্স হল ০.১০২৩। তার ফলে ভারত এখন বেশ কিছু ক্ষেত্রে চিনের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। গত বছর ব্রিটেন ছিল পঞ্চম স্থানে। এবার উত্তর কোরিয়া সেই স্থান দখল করে নিয়েছে। ব্রিটেন রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। পাকিস্তান সপ্তম স্থানে রয়েছে। দশম স্থানে রয়েছে ইতালি এবং একাদশ স্থানে ফ্রান্স। ভারত এখন সামরিক দিক দিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিদেশি সামরিক অস্ত্র কারখানার শাখা যাতে ভারতে খুলতে পারে তার জন্য সরকার এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

মোবাইল আশক্তি

বই পাঠক তৈরি করে সেটা বোঝা উচিত। বিমল মিত্র 'আসামি হাজির' বইটি লিখলেন। সেই বইটিও পাঠক তৈরি করেছে। বিশাল লেখার সমাহারে বইটি তৈরি হয়েছে। এই বিশাল বইটির মধ্যে রয়েছে একটি ছন্দ রয়েছে। সেই লেখার ছন্দই পাঠকদের এই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে। বিমল মিত্রের আর একটি বই রয়েছে তার নাম হচ্ছে 'বেগম মেরি বিশ্বাস'। মহাভারত আকারে এই বই বলা যেতে পারে। বাংলার নবাবের পতন এবং ইংরেজ শাসনের সূচনার পটভূমিকায় বইটি লেখা হয়েছে। বইটি পড়তে শুরু করলে একেবারে শেষ না করে ওঠা একেবারে অসম্ভব। বিশাল আকারের লেখা উপন্যাসটি পড়তে একেবারে বিরক্ত লাগবে না। তখন বই পড়ারা একটা নেশা ছিল। আবার উল্লেখযোগ্য লেখকেরাও ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই উন্নতমানের বই লিখতে পারতেন। শংকরের লেখা 'কত অজানারে' বইটি কতগুলি সংস্করণ হয়েছে তা বোধ হয় কেউ জানে না। প্রতি বছরই এই বইটি সংস্করণ হয়েছে। বাঙালিরা প্রত্যেকেই এই বইটি পড়েছেন। আবার তাঁর লেখা আর একটি বই 'চৌরঙ্গী' বইটিও খ্যাতি অর্জন করেছে। বাঙালি জীবনে 'স্যাটা বোস' চরিত্রকে নিয়ে আসেছিলেন লেখক শংকর। ফার্ন রোডে আর একজন গোয়েন্দা লেখক থাকতেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায়। তিনি গোয়েন্দা উপন্যাস গল্প লিখতেন। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র ছিল কিরীটী রায়। 'কালো ভ্রমর' বিখ্যাত গোয়েন্দা বই। দস্যু কালো ভ্রমরের সঙ্গে কিরীটা রায়ের গ্রেফতারের গল্প। দস্যু কালো ভ্রমরকে ধরতে পারছে না গোয়েন্দা কিরীটি। দস্যুকে ধরতে বর্মা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছে। চোখে ধুলো দিয়ে দস্যু কালো ভ্রমর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কিরীটী তাকে ধরতে পিছু ধাওয়া করেছে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো গল্প। আসলে বই লেখা হবে একেবারে সরস করে। সরস বই লেখক হতে পারলে তাকে আর বই ছাপানোর কথা চিন্তা করতে হবে না। পাঠকেরা প্রকাশদের বিবক্ত করে ছাড়বে। প্রকাশ নিজেদের বাঁচার তাগিদে লেখকের বইটি প্রকাশ করবে। প্রকাশ হয়ে বইটি অপেক্ষামান পাঠকদের হাতে পড়তে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারে প্রকাশকেরা। কার্টুন শিল্পী নায়ারণ দেবনাথ নিজে ছবি আঁকতেন এবং গল্প লিখতেন। তিনি নিজেই সেই গল্প তৈরি করতেন। তাঁর সৃষ্টি চরিত্রগুলির মধ্যে বিখ্যাত হয়েছে 'বাঁটুল দি গ্রেট' এবং 'হাঁদা ভোঁদা'। এই সব কার্টুন এক সময়ে পাঠক সৃষ্টি করেছিল। এখন শিশুরা মোবাইল দিয়ে কার্টুন দেখে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগত রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে।

কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো

রবীন্দ্রকুমার শীল

বনেদি বাড়ির পূজা পরিক্রমা, পাথুরিয়া ঘাটা রাজবাড়ী-খেলাৎ ভবন। দর্জিপাড়া মিত্র বাড়ির পর যে কয়েকটি বনেদি বাড়ি ছাড়া কোলকাতার বনেদি বাড়ির পূজা পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তার অন্যতম হলো, পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ী বা খেলাৎ ভবন। যেখানে রয়েছে ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন। যা আপনাদের অনেকেরই জানা। তবুও যখন বনেদি বাড়ির পুজো নিয়ে প্রতিবেদন লিখতে বসেছি, তখন সেখানকার ইতিবৃত্ত জানানোটা আবশ্যিক কর্তব্যের মধ্যে পরে বৈকি।

স্বল্পকথায় বলতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পদধূলিপ্রাপ্ত ও আশীর্বাদধন্য এই খেলাৎ ভবনে একসময় গৃহশিক্ষকতা করতেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পরে তিনি এই জমিদারির এস্টেট ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করেছিলেন। কথিত আছে ভাগলপুরে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি 'আরণ্যক' উপন্যাসটি লিখেছিলেন।

পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধী, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতো মহান ব্যক্তিত্বরাও এখানে এসেছেন। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী মহাশয়ের মতো অনেক প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পীদের আগমন ঘটেছে এই পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে।

১৮৪৪-১৮৪৬ সালে তৈরি এই প্রাসাদোপম ভবনটির প্রতিষ্ঠাতা দানবীর ও শিল্পানুরাগী বাবু খেলাৎ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়। ওনার পিতা মহ স্বর্গত শ্রী রামলোচন ঘোষ মহাশয় ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস এর কার্যালয়ের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী, যিনি সর্বপ্রথম পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রিটে এসে বসবাস করা শুরু করেন।

'মার্টিন অ্যান্ড বার্ন'-এর নকশায় তৈরি ৫৫টি ঘরের এই রাজপ্রাসাদে পা দিলেই চোখে পড়বে করিন্থিয়ান স্তম্ভ, বেলজিয়াম কাঁচের ঝাড়বাতি এবং ঐতিহ্যবাহী বিশাল ঠাকুর দালান। যেখানকার সিংহ দরজা দিয়ে প্রবেশ করা মাত্র আপনি উপস্থিত হবেন এই শহরের মধ্যে থাকা, এক স্বপনময় রাজবাড়ীতে। যার গল্প শুনেছি আমরা ছোটবেলার রূপকথায়। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে উল্লিখিত আছে, স্বয়ং ঠাকুর প্রথমবার চন্দ্রালোকিত রাত্রে এখানে এসে ভাববিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৫৫ সাল থেকে আজও সমান নিষ্ঠা ও ঐতিহ্য মেনে খেলাৎ ভবনে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়া এখানকার ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পূজাও সমান জনপ্রিয়। মায়ের প্রতিমা এখানে সাবেকি একচালার। পিছনে চালচিত্র মঠচৌরী ধারায় তৈরি। প্রতিমার পিছনে তিনটি মঠের বা মন্দিরের আকৃতির তিনটি সুউচ্চ চূড়ার মতন গঠনশৈলী থাকে যার মধ্যে মাঝেরটি আকৃতিতে একটু বড় হয়। মায়ের সিংহের মুখটি ঘোটকাকৃতির। মা লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজিতা হন কমলকামিনী রূপে।

এখানকার পূজার কিছু বিশেষত্ব হলো ঃ নবপত্রিকা স্নান বাড়ির নাটমন্দিরের পাশ্ববর্তী বেলতলায় হয়ে থাকে, নদীতে হওয়ার পরিবর্তে। এখানে অষ্টমী ছাড়াও প্রতিপদে কুমারী পুজো হয়ে থাকে।

এখানে প্রতীকী বলিদান হিসেবে চিনির মঠ দিয়ে তৈরি রক্তচন্দন ছোঁয়ানো একটি পুতুলকে ব্যবহার করা হয়। যা একসময় বেনারস থেকে আসতো।

ডাকের সাজের সাথে মায়ের গহনা গুলি বিশুদ্ধ রূপোর গহনা। মায়ের সিংহাসন ও পূজার থালাবাসন সবই রূপোর তৈরি। এখানে কিন্তু ভোগ

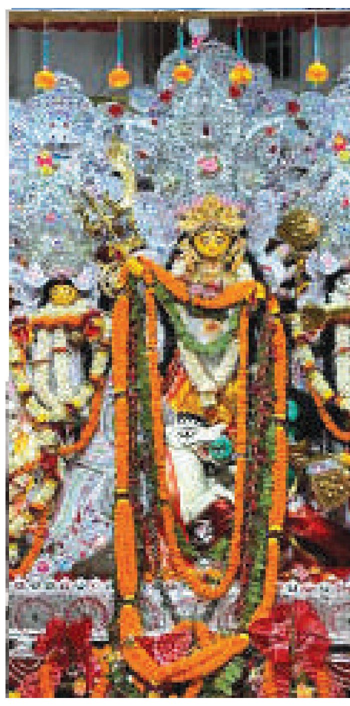

হিসেবে অন্নভোগ দেওয়ার রীতি নেই। চন্দন ক্ষীর ভোগ বা চন্দনা ক্ষীর হল একটি ঐতিহ্যবাহী, রাজকীয় এবং জাফরানের সুগন্ধযুক্ত দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন,যা মূলত বিভিন্ন উৎসব, পূজা-পার্বণ এবং বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে (যেমন জন্মাষ্টমী বা চন্দন যাত্রা উৎসবে) ক্ষীর ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়।

এবাড়ির কুলদেবতা স্বয়ং মধুসূদন কাজেই বৈষ্ণব মতে এখানে মায়ের ভোগ হিসেবে এই মিষ্টি বিশেষ করে পরিবেশিত হয়। বিসর্জনের সময় সাতবার তোপোধ্বনি করবার রীতি প্রচলিত ছিল একসময়।সুদূর ১৮৫৫ সাল থেকে আজও পূজার এই ঐতিহ্য গুলি অক্ষুণ্ণ আছে।

উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ৪৭ নম্বর স্ট্রিটে অবস্থিত 'খেলাৎ ভবন' কেবল একটি ইমারত নয়, এটি উনিশ শতকের সমৃদ্ধ বাংলা ও আভিজাত্যের এক জীবন্ত ইতিহাস। ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৬ সালের মধ্যে দানবীর ও শিল্পানুরাগী বাবু খেলাৎ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক নির্মিত এই গ্রেড-১ হেরিটেজ ভবনটি তার স্থাপত্য, আধ্যাত্মিক সংযোগ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য তিলোত্তমার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

১৯০৯ সালে টালা ট্যাংক নির্মাণের সময় এই পরিবারই চার একর জমি দান করেছিলেন। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক ভবনের দায়িত্বে আছে একটি সুযোগ্য ট্রাস্টিবোর্ড, যাঁরা এই রাজবাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ঐতিহ্যবহন করে চলেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এই বংশের বর্তমান উত্তরসূরী শ্রীমান প্রদীপ্ত ঘোষ এবং ট্রাস্টি বোর্ডের বর্ষীয়ান সদস্য শ্রীযুক্ত অতনু বিট মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সমর সিংহ মহাশয়ের সাথে কথা বলে জানতে পারা পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর ইতিহাস আপনাদের সবার সাথে ভাগ করে নিলাম।

যে কথাটা আগেও বলেছি এবং আবারও বলছি বনেদি বাড়ির আসল বনেদিয়ানা শুধু অট্টালিকার বিশালত্বে বা ঠাকুর দালানের কারুকার্যে নয়, বরঞ্চ ওনাদের সুমিষ্ট ব্যবহারে ও আন্তরিক আতিথেয়তায়।

শ্রীমান প্রদীপ্ত ঘোষ এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সদস্যগণ আন্তরিক ভাবে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পুজোর কদিন সপরিবারে, সবান্ধবে, খেলাৎ ভবনে মায়ের আরা ধনায় সামিল হতে।

আজকের দুর্গাপুজো মানেই আলোর রোশনাই, থিমের মণ্ডপ আর মানুষের ঢল। কিন্তু জান কি, একসময় কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো ছিল সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা এবং ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরির অন্যতম মাধ্যম?

রাজা নবকৃষ্ণ দেবের শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো থেকে শুরু করে কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার পরিবারগুলির জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন;দুর্গাপুজোর ইতিহাসে মিশে রয়েছে ধর্ম, রাজনীতি এবং সামাজিক ক্ষমতার নানা অধ্যায়। প্রতিমার অলংকার, বিদেশি অতিথিদের আপ্যায়ন, নাচ-গান এবং বিপুল ভোজের আয়োজনের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি তুলে ধরতেন অভিজাতরা।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলেছে পুজোর চরিত্র। বনেদি বাড়ির সীমিত পরিসর পেরিয়ে দুর্গাপুজো ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উৎসব। যে উৎসব আজ বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম প্রতীক, তার শিকড়ে রয়েছে ক্ষমতার লড়াই, সামাজিক প্রতিযোগিতা এবং দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের কাহিনি। আজকের কলকাতায় দুর্গাপুজো মানেই আলোর শহর, থিমের মণ্ডপ, শিল্পের প্রদর্শনী আর লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল। কিন্তু এই সর্বজনীন উৎসবের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে বনেদি বাড়ির অন্দরমহল, জমিদারদের প্রতিপত্তি এবং ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের রাজনীতি।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে কলকাতার ধনী হিন্দু পরিবারগুলির কাছে দুর্গাপুজো ছিল শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, নিজেদের সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রকাশেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। দেবীর আরাধনার সঙ্গে চলত ভোজ, সংগীত, নৃত্য এবং বিশিষ্ট অতিথিদের আপ্যায়ন। কোনও পরিবারের পুজো কত জাঁকজমকপূর্ণ, সেখানে কারা আমন্ত্রিত এবং কতটা আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠান হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করত সেই পরিবারের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অনেকখানি।

এই ইতিহাস বুঝতে গেলে প্রথমেই নজর দিতে হয় তৎকালীন কলকাতার বনেদি বাড়িগুলির স্থাপত্যের দিকে। বাড়ির ভিতরে তৈরি হত ঠাকুরদালান, যার সামনে থাকত খোলা উঠোন এবং চারপাশে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। সেখানেই বসত দুর্গাপুজোর আসর। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা অভিজাত পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন আকার ও শৈলীর প্রতিমা তৈরি করতেন। দেবী দুর্গার দশটি হাতে অস্ত্র, সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক; এই পরিচিত মূর্তিবিন্যাসের সামনে চলত পুজোর আচার। একই বাড়ির অন্য অংশে অতিথিদের আপ্যায়ন, সংগীতের আসর এবং নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকত। পুরুষেরা উঠোনে অতিথিদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, আর বাড়ির মহিলারা অনেক সময় পর্দাঘেরা ঘর বা জানলা থেকে অনুষ্ঠান দেখতেন। অর্থাৎ, পুজোর আয়োজনের মধ্যেই পরিবারের সামাজিক কাঠামো এবং তৎকালীন লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজনের প্রতিফলন দেখা যেত।

কলকাতার এই বনেদি পুজোর ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত শোভাবাজার রাজবাড়ি এবং রাজা নবকৃষ্ণ দেবের নাম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি তাঁকে প্রভাবশালী ব্যক্তি করে।

তাহেরপুর এবং বাদকুল্লার দুর্গা পুজোর একটি বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে

পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

চলুন কলকাতা ছেড়ে তাহেরপুর, বাদকুল্লার দুর্গাপূজা দেখে আসি। কলকাতার ভিড় ও আলোর উৎসবের বাইরে এবার এক দিনের পুজো-ভ্রমণের জন্য নদিয়ার তাহেরপুর ও বাদকুল্লা চমৎকার পছন্দ। রানাঘাট মহকুমার এই দুই জনপদে ২০২৬-এর শারদো ৎসবে স্থাপত্য, চলচ্চিত্র, কল্পকাহিনি, প্রযুক্তি ও লোকসংস্কৃতির এক অসাধারণ সমাহার দেখার সুযোগ রয়েছে।

তাহেরপুর ও বাদকুল্লা শুধু মণ্ডপের জন্যই নয়, ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতির জন্যও উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী, তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ বাংলায় বৃহৎ আকারে বারোয়ারি দুর্গাপূজার সূচনা করেছিলেন; এই ঐতিহ্যই আজও অঞ্চলটির পুজো-উৎসাহের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

'বাদকুল্লা' নামের উৎস নিয়ে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত;নদীয়া রাজত্বের যুগে এই অঞ্চলের মানুষের ওপর

থেকে কর বা 'কুল্লা' মওকুফ হওয়ায় 'বাদ-কুল্লা' নামের উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে এটির ইতিহাসভিত্তিক ব্যাখ্যা, প্রামাণ্য নথি চূড়ান্ত নয়।

তাহেরপুরের পুজোগুলি এবার বিষয়ভিত্তিক বৈচিত্র্যে বেশ সমৃদ্ধ। সম্মিলনী ক্লাব তাদের ২৫তম বর্ষে গুজরাটের নীলকণ্ঠধামের আদলে মণ্ডপ তৈরি করছে; প্রতিমা তৈরি করছেন মেদিনীপুরের শিল্পী।

প্রান্তিক ক্লাবের এবারের থিম 'রামোজি ফিল্ম সিটি' ও সিনেমার আইকনিক দৃশ্য। ১৬০ ফুটেরও বেশি চওড়া মণ্ডপ, ফিল্ম-সেট ভিত্তিক সাজসজ্জা উল্লেখযোগ্য।

তাহেরপুর বিদ্যুৎ বাহিনীর ২১তম বর্ষে হ্যারি পটার সিরিজের জাদুর জগৎ, বিশেষত হগওয়ার্টস ক্যাসেলের আদলে মণ্ডপ।

অগ্নিশিখা ক্লাব তাদের দ্বাদশ বর্ষে 'শিবানী ধাম'-এর আদলে মণ্ডপ এক অন্যতম আকর্ষণ। তাহেরপুর তরুণ সঙ্ঘ চতুর্থ বর্ষে কম্বোডিয়ার ঐতিহাসিক অঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দির ভাবনার প্রতিমা এগিয়ে থাকবে।

২৫তম বর্ষে ইউরেকা ক্লাব ইতালির রাজপ্রাসাদের স্থাপত্যশৈলী।

বাদকুল্লায় স্টেশনের পাশে ও বিভিন্ন পাড়ায় ছড়িয়ে থাকা মণ্ডপগুলি একসঙ্গে ঘুরে দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে আলোচিত পুজো গুলির মধ্যে রয়েছে অনামী ক্লাব, সম্প্রীতি ক্লাব, নবীন সংঘ, জয়শ্রী ক্লাব, পল্লিশ্রী ক্লাব, ইউনাইটেড ক্লাব, ফ্রেন্ডস ক্লাব ও ইয়ং স্টার ক্লাব।

ইউনাইটেড ক্লাবের থিম 'বোতলবন্দী জীবন'। ফ্রেন্ডস ক্লাবের থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ, অনামী ক্লাবের মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমার জন্য আপনাকে দেখতেই হবে।

মণ্ডপসজ্জার জন্য ইয়ং স্টার ক্লাবের মণ্ডপ দর্শনার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে থাকবে।

কলকাতা থেকে শিয়ালদহ, রানাঘাট,কৃষ্ণনগর লাইনের লোকাল ট্রেনে সরাসরি তাহেরপুর বা বাদকুল্লা স্টেশনে পৌঁছানো যায়। তাহেরপুর স্টেশনে নেমে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের টিকিট কাউন্টারের বাইরে থেকেই মণ্ডপ পরিক্রমা শুরু করা সুবিধাজনক। বাদকুল্লা স্টেশনের পাশেও প্রধান পুজোগুলি হাঁটার দূরত্বে রয়েছে। তাই দিনভর ঘুরতে চাইলে ষষ্ঠী বা সপ্তমীর সকাল থেকে শুরু করা ভালো; সন্ধ্যার আলোকসজ্জা ও ভিড় উপভোগ করতে চাইলে বিকেল থেকে যাত্রা শুরু করুন।

তাহেরপুরের এবারের পুজো সত্যিই ইতিহাস, স্থাপত্য, চলচ্চিত্র, প্রযুক্তি, কল্পকাহিনি ও লোক সংস্কৃতির এক বিচিত্র সমাহার; আর বাদকুল্লার পাড়া-ভিত্তিক উৎসব তাকে পূর্ণ করে তুলেছে। তাহেরপুর এবং বাদকুল্লা প্রতিমা দেখে চলে যেতে পারেন কৃষ্ণনগর। সেখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্গা প্রতিমা দেখলে আপনাদের মন ভরে উঠবে। কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্গা পজো এখন বাংলার অন্যতম সেরা দুর্গা পজো হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে

হিন্দুদের সর্ব বৃহৎ দুর্গা পুজো

ডক্টর সুদীপ চন্দ্র হালদার

আড়ম্বরপূর্ণ দুর্গাপুজো, হিন্দুদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মহোৎসব। বছর ঘুরে এসেছে দুর্গাপুজো। বাঙালি হিন্দুদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মহোৎসব। শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দুদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মহোৎসব এ কথা বললে বোধ করি দুর্গাপুজোকে খানিকটা সংকীর্ণ তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে, দুর্গাপুজো শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দুর সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মহোৎসব নয়, বরং বিশ্বের ১৩০ কোটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মহোৎসব।

পৃথিবীর সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মা দুর্গার পূজা করেন। তবে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে জগজ্জননী মায়ের আরাধনার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কোথাও পুরো দেবীপক্ষ জুড়ে চলে মাতৃ আরাধনা, কোথাও আবার দেবীপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি মায়ের পূজার্চনা চলে। আমরা বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর হিন্দুরা মা দুর্গার পূজার্চনা করি ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি। এছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকজন মাতৃ আরাধনা করে পুরো দেবীপক্ষ জুড়েই। তাঁরা মা দুর্গার নয়টি রূপের পুজো করেন নবরাত্রিতে; কেউ প্রতিমাতে, কেউ ঘটে। আঞ্চলিকতা ভেদে পূজা পদ্ধতি বা ধরন ভিন্ন হলেও মা দুর্গার পূজা করে সবাই বহু আকাঙ্খিত ভাবে; ভক্তিভরে পৃথিবীর সকল হিন্দুরা। পুরো বিশ্বব্যাপী দুটো ধর্মীয় উৎসব সর্বাত্মক সার্বজনীনতা পালন করতে দেখা যায়-দুর্গাপুজো/নবরাত্রি এবং মহা শিবরাত্রি।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আরো অসংখ্য ধর্মীয় আচার উৎসব পালন করলেও এতো অধিক সর্বব্যাপকতা সেখানে লক্ষ্যণীয় নয়। যেমন-রামনবমী উত্তর ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয় হলেও পৃথিবীর সকল হিন্দুদের সেভাবে ঔৎসুক্য দেখা যায় না। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, বৃন্দাবন সহ উত্তর ভারতের কিছু অংশে, গুজরাট এবং নবদ্বীপ সহ বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে বেশ খানিকটা সর্বজনীন আমেজে ঔৎসুক্য দেখা গেলেও পুরো বিশ্বব্যাপী সকল হিন্দুদের আঙ্গিকে সর্বজনীন আমেজ পায়নি। তদ্রূপ, গণেশ পূজা বোম্বে সহ বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় আড়ম্বরে উদযাপিত হলেও সার্বিক বিবেচনায় সমগ্র ১৩০ কোটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীর

আঙ্গিকে সর্বজনীন বলা চলে না। সচ্চিদানন্দ, পরাশক্তি মাতৃরূপে পূজিত হচ্ছেন অনাদিকাল হতেই। দেবীভাগবতে উল্লেখ রয়েছে- 'সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী। রূপং বিবর্তরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে।।' সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হইয়াও ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য রূপ ধারণ করেন। মৃন্ময়ী প্রতিমাতে সেই পরম চিন্ময়ী সত্ত্বা আমাদের মাঝে এসেছেন। বিশ্ব জেগে উঠেছে তাঁর বন্দনায়। বিদ্যুৎ অদৃশ্যমান, কিন্তু বালব দৃশ্যমান। সুইচ টিপ দিলেই বাল্বটি জ্বলে ওঠে। বিদ্যুৎ না থাকলে বাল্ব কার্যকারিতাহীন, মূল্যহীন হয়ে যায়। তদ্রুপ, শাস্ত্রজ্ঞ পূজারি পবিত্র হৃদয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে বিদ্যুৎ সংযোগের মতোই সচ্চিদানন্দ, অরূপিণী পরাশক্তিকে সংযুক্ত করেন। মাটির প্রতিমা হয়ে যায় সচ্চিদানন্দময়ী। অশ্রু অঞ্জলিতে ভক্তকূল মায়ের চিন্ময়ী প্রতিমাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের প্রার্থনা জানান। বিশ্বেশ্বরী মাতা পরম পবিত্র বেদে বলেছেন-' অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যাজ্ঞিয়ানাম। তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যা বেশয়ন্তীম্।' আমি সমগ্র জগতের ঈশ্বর, উপাসকগণের ধনদাত্রী, পরব্রহ্ম আমার আত্মাস্বরূপ এবং অভিন্ন। সর্ব যজ্ঞের প্রধান পূজিতা। আমার সৃষ্ট দেবগণ আমাকে বহু স্থানে বহু রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমি সর্বজীবে জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হয়ে আছি। 'অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।' দেবতা ও মনুষ্যগণের পরম আকাঙ্খিত ব্রহ্মতত্ত্ব আমি স্বয়ং প্রকাশ করছি। আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাকে ইচ্ছা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি, তাঁকেই গৌণ সৃষ্টিকর্তা করি (ব্রহ্মা), তাঁকেই গৌণ পালনকর্তা করি (বিষ্ণু), তাঁকেই গৌণ ধ্বংসকারী করি (সংহারী রুদ্র), তাঁকেই তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি করি এবং তাকেই উত্তম বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান করে তুলি। অভয়প্রদায়িনী মা বেদে অনুরণিত তাঁর বাণী সর্বদা নিত্য রূপে প্রয়োগ করেন, তার উদাহরণ মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ২৩-তম অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত প্রণিধানযোগ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ সারথি হয়ে বসে আছে বন্ধু অর্জুনের রথে। মানবরূপে জন্মগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ লীলা অবতার, মহাশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধি করলেন যে যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মতো যোদ্ধা বিরুদ্ধ শিবিরে উপস্থিত, সেই যুদ্ধে অর্জুনের জয় একমাত্র পরমতত্ত্ব, পরাশক্তির বরলাভ ভিন্ন কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তিনি বন্ধু অর্জুনকে পরমতত্ত্ব মহামায়াকে প্রার্থনা করে তাঁর বরলাভের আহ্বান জানান। বিশুদ্ধ চিত্তে অর্জুন আদিশক্তি মহামায়াকে অশ্রু অঞ্জলিতে প্রার্থনা শুরু করলেন এবং আকাশবাণীতে বর লাভ করলেন। আকাশবাণী হলো- 'হে বৎস, দ্রুতই তুমি শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করবে। তুমি ভয় পেও না-তোমার সারথী রূপে রয়েছেন আমার অতীব প্রিয় নারায়ণ। এবার, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলেন এই ধর্মযুদ্ধে অর্জুনের পক্ষই বিজয়ী হবেন। আমাদের অন্যতম জনপ্রিয় স্মৃতি শাস্ত্র মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এবার ঘোষণা করলেন-'হে অর্জুন, তুমিই জিতবে, দিলেন পরম ও চরম আত্মবিশ্বাসী বাণী-তুমি দেখ আমি সকলকে ইতিমধ্যেই মেরে ফেলেছি, তুমি শুধু যুদ্ধ করো, ত্রিদেব এর অভেদতত্ত্ব ধারণে ঘোষণা করলেন পরম অভয় বাণী। শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে নিঃসৃত হলো দর্শন শাস্ত্রের মহাজ্ঞান, এই তত্ত্বের গভীরতা এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় স্মৃতিশাস্ত্র মহাভারতের ভীষ্মপর্ব থেকে স্বতন্ত্র স্মৃতি শাস্ত্র হিসেবে আজ নিত্য পাঠ্য-গীতা হয়েছে। একইভাবে, মহাভারতের বিরাটপর্বে অজ্ঞাত বাসের সাফল্যার্থে যুধিষ্ঠির ও জগন্মাতা দুর্গাদেবীর স্তব করেন। সেই ব্রহ্মময়ী মাতা যিনি নিরাকার, আবার মহাবিশ্বি যাঁর পরিদৃশ্য মানরূপ, তিনি মৃন্ময়ী প্রতিমাতে ভক্তবৃন্দের পূজা গ্রহণ করতে নশ্বর ধরাতে এসেছেন। শ্রীচণ্ডীতে আমরা দেখতে পাই, শরৎকালেই সুরথ এবং সমাধি বহু মনু পূর্বে মায়ের মৃন্ময়ী পূজা করেছেন(শ্লোক ১২, অধ্যায় ১২; শ্রীচণ্ডী)। দেবী ভাগবতেও শরৎকালেই মৃন্ময়ী মায়ের পূজা শুরুর বর্ণনা রয়েছে। পুরুষো ত্তম রাম, মহাজ্ঞানী অসুর রাবণ এবং বীর মেঘনাদকেও আমরা শরৎ কালেই মাতৃ আরাধনা করতে দেখি। কৃত্তিবাস অবশ্য শরৎকালে মাতৃ আরাধনাকে পৌরাণিক তথ্যে অকালবোধন বলেছেন, তবে সেই আদর্শ, শ্রীচণ্ডী এবং দেবীভাগবতের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বরং, বছরের দুটো প্রধান দুর্গাপুজোর উল্লেখ শাস্ত্রে অধিক তাৎপর্য বহন করে।

বছর ঘুরে এসেছে ব্রহ্মস্বরূপা ও সর্ব বেদান্ততাৎপর্যভূমি, বিশ্বপ্রসবিনী মা। পিতৃপক্ষের মাটির খড়কুটোর মা আজ চিন্ময়ী। ভক্তি ভরে অশ্রু অঞ্জলিতে তাঁর কৃপাপ্রাপ্তির অমোঘ ক্ষণ এখন। আত্মজিজ্ঞাসু পণ্ডিত শাস্ত্র পর্যালোচনা করবেন, কারণ হিন্দুধর্ম জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয়ে চলে।

তবে, ভক্তের সরলতাপূর্ণ ভক্তি আর অশ্রু অঞ্জলিতে যা কিছু অর্জন সম্ভব, তা অন্য কিছুতেই অর্জন সম্ভব নয়। তাই চলুন- ভক্তিভরে মায়ের কাছে যাই, অশ্রু অঞ্জলিতে প্রার্থনা করি-

'আমাদের সকলের হৃদয়ের আসুরিক প্রবৃত্তি বিনাশ হোক, অসুরদের কবল থেকে সুর-নরদের মা রক্ষা করুন, সকলের কল্যাণ সাধন করুন মা। প্রণাম হে পরমতত্ত্ব, আদিশক্তি ভুবনেশ্বরী মাতা।'

(লেখক ঃ ডক্টর সুদীপ চন্দ্র হালদার একজন কবি এবং দার্শনিক)

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা পুরসভা ও পুলিশ-এর উদ্যোগে দেবী দুর্গা সম্মান -২০২৬

কলকাতার নন্দন -৪ এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা পুরসভা, পুলিশ উদ্যোগে 'দেবী সম্মান-২০২৬' দেওয়ার কথা সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা দিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। এবছর সেরার সেরা ঃ সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, বৃন্দাবন গার্ডেন দুর্গা পুজো সমিতি এবং চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। তিন পুজোকে এক লক্ষ টাকা সম্মান।

সাংবাদিক ঃ রবীন্দ্রকুমার শীল।
ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

কাশিমবাজার রাজবাড়ির তিনশো বছরের দুর্গাপুজো, 'জেন জি'র কাছেও সমান আকর্ষণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ অক্টোবর ঃ মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

আজও বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রায় তিনশো বছর আগে শুরু হওয়া এই পুজো আজও অতীতের সমস্ত জাঁকজমক ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে হয়ে চলেছে। প্রতি বছর পুজোর দিনগুলোতে শত শত ভক্ত ও পর্যটক রাজবাড়িতে ভিড় জমান। তাঁরা যেন সময়ের চাকা থামিয়ে দিয়ে প্রাচীন বাংলার রাজসিক আবহে ফিরে যেতে চান। রায় পরিবারের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, তাঁদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার পাত্রসায়র গ্রামে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে পরিবারটি একসময় বাংলাদেশের পিরোজপুর জেলায় স্থানান্তরিত হয়। অবিভক্ত ভারতে তাঁরা দেশের অন্যতম বৃহত্তম সিল্ক রপ্তানিকারক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলায় বর্গী আক্রমণের অস্থির সময়ে নবাবের নিরাপত্তা ও কাশিমবাজার বন্দরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব তাঁদের মুর্শিদাবাদে টেনে আনে। প্রায় ৩০০ বছর আগে রায় পরিবারের সদস্য অযোধ্যারাম রায় নিজের বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেন যা আজও অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। ১৭৪০ সালে রায় পরিবারের অন্যতম সদস্য দীনবন্ধু রায় কাশিমবাজার রাজবাড়ি তৈরি করার পর এই পুজোর জাঁকজমক এবং বৈভব অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৭৬০ সালে এই পরিবারের সদস্য জগবন্ধু রায়কে 'মুর্শিদাবাদ কুঠি'র দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করে ব্রিটিশরা। দেওয়ান হিসেবে জগবন্ধু রায়ের কাজকর্মে খুশি হয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে পূর্ববঙ্গে জমির 'সার্ভে' করার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এই সময় জগবন্ধু রায় বর্তমান বাংলাদেশের সরাইলে নিজের জমিদারি পত্তন করেন। রায় পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের সদস্য আশুতোষ রায়, লর্ড লিনলিথগো-র কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন এবং তখন থেকে রায় পরিবারের এই পুজো 'কাশিমবাজার রাজবাড়ির পুজো' নামে মুর্শিদাবাদ জেলায় খ্যাতি পায়। বর্তমানে 'রাজা' প্রশান্ত রায় ও 'রানী' সুপ্রিয়া রায়ের তত্ত্বাবধানে এই পুজোর ঐতিহ্য এখনও অটুট রয়েছে। রাজপুরোহিত সোমেশ্বর চট্টোপাধ্যায় জানান, আষাঢ় মাসের রথযাত্রার দিন কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে পুজোর সূচনা হয়। বংশপরম্পরায় একই পরিবার রাজবাড়ির প্রতিমা নির্মাণ করেন। অনন্ত চতুর্দশীতে দেবীর গায়ে প্রথম রঙের প্রলেপ পড়ে। মহালয়া বা তার আগের দিন প্রতিমা বেদিতে তোলা হয়। দেবীপক্ষের শুক্লা প্রতিপদ থেকে সাতজন পুরোহিত চণ্ডীপাঠ ও বিল্ববৃক্ষে পুজো করেন। ষষ্ঠীতে আমন্ত্রণ ও অধিবাসের পর বোধন হয়। কাটি গঙ্গায় ঘট ভরার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক পুজো শুরু হয়। রাজবাড়িতে এখনও সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। একসময় পাঁঠাবলি প্রথা চালু থাকলেও এখন মাছ ও মিষ্টি উৎসর্গ করা হয়। রায় পরিবারে দশমীর দিন দেবীর বিসর্জন প্রথমে দর্পণে হয়, এরপর অপরাজিতা পুজো শেষে দেবীকে হাতে টানা গাড়িতে করে কাটি গঙ্গাতে নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বহুবছর আগে রাজ পরিবারের প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেবীর কৈলাস প্রত্যাবর্তনের বার্তা দেওয়া হত তবে এখন আর সেই প্রথা নেই। নিরঞ্জন শেষে পরিবারের সদস্যরা পুরোহিতের আশীর্বাদ নিয়ে আবার পরবর্তী বছরের প্রস্তুতি শুরু করেন। কাশিমবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার জীবন্ত প্রতীক। সময়ের পরিবর্তনে কিছু রীতি পরিবর্তিত হলেও মূল চেতনা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। শতবর্ষ পেরিয়েও এই পুজোর আকর্ষণ মুর্শিদাবাদবাসীর কাছে বিন্দুমাত্র কমেনি।

বহরমপুরে এসইউসিআই-এর বইয়ের স্টল ভাঙার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১৬ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর সময় বামপন্থী দলগুলির বইয়ের স্টল দেওয়া নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা চলছে। ঠিক তখনই বহরমপুরে এসইউসিআই-এর একটি বইয়ের স্টল ভেঙে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানা এলাকার গোরাবাজারের আইসিআই মোড়ে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বহরমপুরের গোরাবাজার আইসিআই মোড়ের কাছে একটি বইয়ের স্টল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল এসইউসিআই। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই স্টলটি উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে তা তছনছ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন, সম্পূর্ণ স্টলটি ভেঙে মাটিতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্টলে টাঙানো মনীষীদের ছবি ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি সংবলিত ব্যানারগুলিও ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

এফএসএসএআই ইট রাইট ক্যাম্পাস সার্টিফিকেশনের জন্য ইস্টার্ন রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ক্যান্টিন, লিলুয়ায় ফোস্ট্যাক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বে, ভারত সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা ও মানক কর্তৃপক্ষ (FSSAI)-এর অধীনে ফুড সেফটি ট্রেনিং অ্যান্ড সার্টিফিকেশন (FoSTaC)-এর ওপর একটি ৬ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ শিবির ১৬ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ইস্টার্ন রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ক্যান্টিন, লিলুয়ায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। লিলুয়ার চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার যতীশ কুমারের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি **ইট রাইট ক্যাম্পাস** সার্টিফিকেশন অর্জনের লক্ষ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা রেলকর্মী এবং ক্যান্টিনে আগত দর্শনার্থীদের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করবে। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন এফএসএসএআই প্রতিনিধি অভিষেক মলহোত্রা এবং ইআর / হাওড়ার এফএসও বিশ্বজিত মনি। এই উপলক্ষ্যে ডব্লিউপিও / লিলুয়া প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং খাদ্য নিরাপত্তার মান বজায় রাখা, সঠিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং ক্যান্টিনে খাবার তৈরি, বহন, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অভ্যাসগুলো গ্রহণের ওপর জোর দেন। এই কর্মসূচিতে এডব্লিউও / লিলুয়া, এপিও / লিলুয়া এবং চিফ ওয়েলফেয়ার ইনস্পেক্টর / লিলুয়া সহ সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন মৌলিক অভ্যাসের মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার তৈরি, পরিচালনা, সংরক্ষণ এবং পরিবেশন নিশ্চিত করা। প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, রান্নাঘর পরিষ্কার রাখা, যন্ত্রপাতির স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে খাদ্য বহনের জন্য 'গুড হাইজিন প্র্যাকটিসেস' -এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি, গুণমান বজায় রেখে খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবেশনের জন্য মানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে 'গুড ম্যানুফ্যাকচারিং

প্র্যাকটিসেস' এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে সম্ভাব্য খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 'হ্যাজার্ড অ্যানালিসিস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট' নীতিগুলোর ওপরও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী এই ছয় ঘণ্টার কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ইআরডব্লিউসি, লিলুয়া, মর্যাদাপূর্ণ **ইট রাইট ক্যাম্পাস** সার্টিফিকেশন অর্জনের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেল এবং রেলকর্মীদের নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও মানসম্পন্ন খাবার পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করল। এই উদ্যোগের প্রভাব তুলে ধরে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি জানান যে, এই প্রশিক্ষণটি পূর্ব রেলের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা এবং তাদের কর্মীদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের সুরক্ষার প্রতি অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

বোনাসের দাবিতে মিছিল চা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৬ অক্টোবর ঃ বকেয়া ও চলতি বছরের বোনাস মেটানোর দাবিতে ফের সরগরম হয়ে উঠল আলিপুরদুয়ার জেলার চা বাগান অঞ্চল। শুক্রবার সকালে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে রাজপথে নেমে আন্দোলন শুরু করেন আলিপুরদুয়ার জেলার হান্টাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকেরা। বাগান থেকে একটি মিছিল বের করে মাদারিহাট-টোটোপাড়া সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। প্রায় একই সময়ে বোনাস সংক্রান্ত জটিলতার প্রতিবাদে সরব হন পার্শ্ববর্তী বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকেরা। তাঁরাও সেখানে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন। অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাদারিহাট থানার পুলিশ। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের আশ্বাসে শ্রমিকেরা সাময়িকভাবে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেও, তাঁদের ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। আন্দোলনকারী শ্রমিকেরা মাদারিহাট থানায় গিয়ে প্রাঙ্গণে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করেন।

শেওড়াফুলি রাজবাড়ির সাড়ে তিনশো বছরের দুর্গোৎসবঃ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রাচীন আভিজাত্যের মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শেওড়াফুলি, ১৬ অক্টোবর ঃ হুগলি জেলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শেওড়াফুলি রাজবাড়ি সার্বভৌম রাজপরিবার। গঙ্গার কোলঘেঁষা প্রাচীন জনপদ হুগলিতে যখন আগমনীর সুর বাজে, মানুষের মন টানে শতবর্ষের সাবেকি ঐতিহ্য। প্রায় ৩৫০ বছরেরও

বেশি সময় ধরে এই রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে দেবী দুর্গার আরাধনা হয়ে আসছে সম্পূর্ণ নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র রীতিনীতি মেনে। ৩৫০ বছরের প্রাচীন ইতিহাস- ইতিহাস বলে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা মনোহর রায়ের আমলে এই শেওড়াফুলি রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটেছিল। তৎকালীন সময়ে এই অঞ্চলে রাজপরিবারের প্রভাব ছিল সুবিশাল। কথিত আছে, রাজপরিবারের কুলদেবী সর্বমঙ্গলার স্বপ্নাদেশ ও আশীর্বাদেই এই দুর্গোৎসবের সূচনা হয়। জমিদারির সেই স্বর্ণযুগ আজ অতীত হলেও প্রাচীন ওই ঠাকুরদালানের বিশাল খিলান ও দেউড়ি আজও অতীতের রাজকীয় সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। অনন্য ও বিশেষ প্রাচীন রীতিনীতি- শেওড়াফুলি রাজবাড়ির দুর্গোৎসবে এমন কিছু স্বতন্ত্র নিয়ম পালন করা হয়, যা বাংলা তথা হুগলির অন্যান্য রাজবাড়ির পুজো থেকেও ভিন্ন- বিশেষ দেবী প্রতিমা ও ডাকের সাজ- এখানকার দুর্গা প্রতিমা সম্পূর্ণ সাবেকি একচালা। দেবীর রূপ ও কাঠামো বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট মৃৎশিল্পীদের হাতেই তৈরি হয়। দেবীর চালচিত্রে পৌরাণিক চিত্রকলার সূক্ষ্ম কাজ এবং ধোলাই করা শুভ্র ডাকের সাজের মেলবন্ধন প্রতিমার আভিজাত্য বাড়িয়ে তোলে। নিরামিষ অন্নভোগের প্রাচুর্য- রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী পুজোর দিনগুলোতে দেবীকে সম্পূর্ণ নিরামিষ অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। বহু প্রাচীন কাঁসার বাসনে ঘি-ভাত, নানা রকমের ভাজা, তরকারি, ছানার তৈরি পদ এবং ঐতিহ্যবাহী পায়েস ও মিষ্টান্ন সাজিয়ে মাকে ভোগ দেওয়ার রীতি চলে আসছে। বিচিত্র বাদ্য ও বিশেষ আরতি- অষ্টমীর সন্ধিপুজো ও নবমীর রাতে রাজবাড়ির চত্বর বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট ঢাকিদের বিশেষ বাদ্যধ্বনি ও কাঁসর-ঘণ্টার বোলে এক অলৌকিক পরিবেশ তৈরি হয়। ধুনুচি আরতির মধ্য দিয়ে রাজপরিবারের ঐতিহ্য ফুটে ওঠে। গঙ্গাবক্ষে নবপত্রিকা স্নান- গঙ্গার অতি নিকটে হওয়ায় মহাসপ্তমীর সকালে বাজনা ও সানাইয়ের সুরে রাজবাড়ির পুরুষ সদস্যরা শোভাযাত্রা সহকারে গঙ্গাতীরে যান। সেখানে নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণে নবপত্রিকা (কলাবউ) স্নান করিয়ে ঠাকুরদালানে নিয়ে আসা হয়। আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের মিলনক্ষেত্র- সময়ের নিয়মে রাজপরিবারের সদস্যরা কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করলেও, পুজোর কটা দিন সবাই শিকড়ের টানে এই শেওড়াফুলির রাজবাড়িতে ফিরে আসেন। প্রাচীন অট্টালিকার জৌলুস কিছুটা কমলেও ভক্তির উষ্ণতা ও আন্তরিকতা আজও অমলিন। কেবল স্থানীয় মানুষজনই নন, হুগলি ও দূরদূরান্ত থেকে ইতিহাসপ্রেমী পুণ্যার্থীরা এই প্রাচীন রাজবাড়ির পুজো দেখতে ভিড় জমান।

পুকুর থেকে উদ্ধার শিশুর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৬ অক্টোবর ঃ আর মাত্র পাঁচ দিন পর পূর্ণ হতো সাতটি বছর। জন্মদিনের প্রস্তুতি যখন পরিবারজুড়ে, ঠিক তখনই তমলুকের পাঁচপুকুরিয়ায় নেমে এল এক মর্মান্তিক অন্ধকার। বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ির কাছের একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হল ছ'বছরের এক শিশুর নিথর দেহ। তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোক ও কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিজনেরা। স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার বিকেলে ছবি আঁকার প্রশিক্ষণ সেরে ঠাকুমার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল শিশুটি। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ পাঁচপুকুরিয়ার রাস্তায় এক পরিচিতের সঙ্গে কথা বলতে দাঁড়ান ঠাকুমা। অন্ধকারের কারণে নাতির হাতে মোবাইল ফোনের টর্চ জ্বালিয়ে একাই এগিয়ে যেতে বলেন তিনি। অভিযোগ, কিছুটা পথ হেঁটে যাওয়ার পর আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় সে। ঠাকুমা বাড়ি ফিরে নাতিকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অবশেষে ১৫ মিনিটের মাথায় বাড়ির পথসংলগ্ন পুকুরে ভেসে ওঠে শিশুটির দেহ। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ধোঁয়াশা। পরিবার সূত্রের প্রাথমিক অনুমান, বৃষ্টির ফলে পথ পিচ্ছিল হয়ে ছিল। সন্ধ্যাবেলায় মোবাইলের ডিসপ্লে ও আলোর দিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে সম্ভবত পা পিছলে পাশের জলাশয়ে পড়ে যায় সে। দুর্ঘটনার সময় বাবা বিশাখাপত্তনমে কর্মরত ছিলেন। মর্মান্তিক এই সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালেই তিনি তমলুকে পৌঁছান। বিকেলে ময়নাতদন্ত শেষে শিশুর দেহ স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিয়ের প্রায় ছয় বছর পর অনেক প্রার্থনার ফসল হিসেবে ঘর আলো করে এসেছিল এই একখণ্ড আনন্দ। মুহূর্তের অসতর্কতায় সেই আলো এক লহমায় নিভে যাবে, তা ভাবতে পারছেন না কেউই। স্বজনদের করুণ আর্তনাদ আর প্রতিবেশীদের নীরব শ্রদ্ধায় গোটা পাঁচপুকুরিয়া এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

সপ্তম বর্ষে ছোট্ট প্রচেষ্টার দুর্গা দর্শন দেড় শতাধিক প্রবীণকে নিয়ে ৩৫টি টোটোয় শহরের মণ্ডপ পরিক্রমা

রতন দে, বালুরঘাট, ১৬ অক্টোবর ঃ বয়সের ভার আর্থিক অনটন দূরের মণ্ডপে যাওয়ার অসুবিধা কোনও কিছুই যেন দুর্গাপুজোর আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে না রাখে প্রবীণদের সেই ভাবনা থেকেই মহাষষ্ঠীতে বালুরঘাটে দেড় শতাধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিয়ে দুর্গাদর্শনের আয়োজন করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ছোট্ট প্রচেষ্টা। সপ্তম বর্ষে 'দেবীপক্ষে দুর্গাদর্শন শুক্রবার ১৬ অক্টোবর নাট্যতীর্থ মন্মথ মঞ্চকে কেন্দ্র করে শুরু হয় কর্মসূচি সকালে প্রাতরাশের পর ৩৫টি টোটোয় প্রবীণদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখানোর ব্যবস্থা করেন সংস্থার সদস্যরা বালুরঘাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এই মানুষগুলির কাছে পুজোর আনন্দ পৌঁছে দেওয়াই ছিল উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। মণ্ডপে মণ্ডপে দুর্গাদর্শন তারপর মধ্যাহ্নভোজন হাতে নতুন বস্ত্র আর দিনভর আয়োজনের শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে তাঁদের জন্য সাজানো হয়েছিল এক অন্য রকম পুজোর দিন শুধু প্রতিমা দেখা নয় একসঙ্গে সময় কাটানো আর উৎসবের আবহে শামিল হওয়ার সুযোগও করে দেয় এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বালুরঘাট শাখার অধ্যক্ষ শ্রীম স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দজি মহারাজ বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস চক্রবর্তী বিশিষ্ট রক্তদাতা প্রদীপ সাহা সহ অন্যান্যরা। ২০২০ সাল থেকে এই কর্মসূচি চালিয়ে আসছে ছোট্ট প্রচেষ্টা বছর ঘুরে পুজো আসে আলোয় সাজে শহর কিন্তু সেই আনন্দ সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না প্রত্যন্ত এলাকার প্রবীণদের শহরে এনে দুর্গাদর্শনের সুযোগ করে দিয়ে সেই দূরত্ব ঘোচানোরই চেষ্টা করেছে সংস্থা। উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই তাই এই আয়োজনের মূল সুর পুজো হোক সকলের আনন্দের দরজা খোলা থাকুক সবার জন্য।

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

পূর্বনাম ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থস লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

CIN: U15100MH1950GOI008187 Website: www.irel.co.in

ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 & ISO 45001: 2018 Company

সূত্রঃ বিজ্ঞাপন নং ২৬-২৭১২ — **টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি** — তারিখঃ ১৬।১০।২০২৬

IREL, OSCOM নিম্নলিখিত সামগ্রী / কাজের বিবরণগুলোর জন্য প্রস্তাবের অনুরোধ আহ্বান করছে।

বিড নং.	কাজ / আইটেমের বিবরণ
GEM/2026/B/8056871	ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
GEM/2026/B/8155515	এমএসপি -তে পরিবহন চুক্তির আওতায় চালক ও সহকারীসহ যানবাহন (মিনি টিপার ও জেসিবি) নিয়োজিতকরণ।
GEM/2026/B/8162948	IREL, OSCOM-এ ৫০০ TPH (টন প্রতি ঘণ্টা) ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচলে অক্ষম কাটার সাকশন ড্রেজার সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করার জন্য একটি এজেন্সি নির্বাচনের লক্ষ্যে আরএফপি।
GEM/2026/B/8168030	IREL, OSCOM-এ EPC ভিত্তিতে সাপ্লিমেন্টারি মাইনিং প্ল্যান্ট (SMP-V)-এর সংগ্রহ, সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করার জন্য RFP।

দরদাতারা http://irel.co.in, http://gem.gov.in অথবা https://eprocure.gov.in/eprocure/app ওয়েবসাইটগুলো থেকে দরপত্রের নথিপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। উল্লিখিত দরপত্র সংক্রান্ত যেকোনো সংশোধনী বা সময়সীমা বৃদ্ধির তথ্য কেবল এই ওয়েবসাইটগুলোতেই প্রকাশ করা হবে।

Cbc 48146/11/0013/2627 — Sd/- GM & HEAD, OSCOM

রিমোট চালিত দরজা থেকে আধুনিক এসি সিস্টেম! নতুন রূপে সেজে ওঠা গর্ভগৃহে আগামী ২৫ অক্টোবর পূজিত হবেন মা তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৬ অক্টোবর ঃ দিল্লির অবরোধ এবং খামখেয়ালি আবহাওয়ার জেরে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কাটল জট! দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন রূপ নিয়ে আগামী ২৫ অক্টোবর কোজাগরী চতুর্দশীর ভোরে মূল গর্ভগৃহে ফিরে রাজরাজেশ্বরী রূপে পূজিতা হবেন মা তারা। বীরভূম জেলার তারাপীঠের সবথেকে বড় মেগা উৎসব কৌশিকী অমাবস্যার পর থেকেই মূল গর্ভগৃহের বাইরে শিবমন্দিরেই চলছে মা তারার পুজো ও দর্শন। মহালয়ার আগের রাতেই মায়ের গর্ভগৃহে ফেরার কথা থাকলেও, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং দিল্লির অবরোধের জেরে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও রেলিং এসে না পৌঁছানোয় তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে মা তারার গর্ভগৃহপ্রবেশের দিনক্ষণ ঘোষণা করল মন্দির কমিটি। মন্দির সূত্রে জানা গেছে আগামী ২৫ অক্টোবর রবিবার (কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো তথা চতুর্দশী) ভোরবেলা শিবমন্দির থেকে মা তারাকে বিশ্রাম মঞ্চে নিয়ে আসা হবে। সারাদিন সেখানে পূজার্চনার পর, সন্ধ্যায় আরতির পর মূল গর্ভগৃহে ফিরবেন মা তারা। সেদিন তাঁকে রাজরাজেশ্বরী রূপে সাজিয়ে লক্ষ্মী রূপে পুজো করা হবে। কেন আটকে গেল গর্ভগৃহ পুনর সংস্কারের কাজ? এই বিষয়ে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, মহালয়ার আগের রাতেই মাকে গর্ভগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু দুটি প্রধান কারণে তা পিছিয়ে যায়, প্রথমত খামখেয়ালী আবহাওয়া, কারণ আবহাওয়ার গোলমালে

নির্ধারিত কাজের গতি ব্যাহত হয়। এর পাশাপাশি সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে দিল্লির অবরোধের প্রভাব। অযোধ্যার কারিগরদের তৈরি গর্ভগৃহের রেলিং এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী দিল্লি হয়ে বীরভূমের তারাপীঠে আসার কথা ছিল। কিন্তু দিল্লিতে চলা অবরোধের জেরে সেই সামগ্রীগুলি যথাসময়ে এসে পৌঁছায়নি। এই কারণেই মহালয়া এবং ষষ্ঠীর দিনে মা তারাকে মূল গর্ভগৃহে ফেরানো সম্ভব হয়নি। মন্দির কমিটির তরফ থেকে জানা গেছে বর্তমানে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জগন্নাথ রায়ের অষ্টম প্রজন্মের বংশধরদের আর্থিক সহযোগিতায় তারাপীঠ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে। এই সংস্কারের জন্য আনুমানিক খরচ হয়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। কাজ কতদূর এগিয়েছে? এই বিষয় জানা গেছে এখনও প্রায় ৬ থেকে ৭ দিনের কাজ বাকি রয়েছে। মায়ের মূল গর্ভগৃহের বেদি ৮ ইঞ্চি উচ্চতা বাড়ানো হয়েছে। আগামী ত্রয়োদশীর দিন এই নতুন বেদীর শুদ্ধিকরণের কাজ সম্পন্ন হবে। কোজাগরী পূর্ণিমার আগেই সমস্ত কাজ শেষ করে ভক্তদের প্রত্যাশিত রূপেই মা তারা আবার তাঁর নিজস্ব পুরনো গর্ভগৃহে ফিরে আসবেন, এমনটাই আশাবাদী মন্দির কমিটি ও সেবাইতরা। এছাড়া মন্দির কমিটির তরফ থেকে জানা গেছে মূল গর্ভগৃহের দরজা পুরোটাই রিমোট সিস্টেমে করা হয়েছে। এছাড়াও ভক্তদের কথা মাথায় রেখে গর্ভগৃহের ভেতরে নতুন এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম বসানো হয়েছে।

খালে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৬ অক্টোবর ঃ রাস্তার পাশের খাল থেকে উদ্ধার হল একটি মৃতদেহ। শুক্রবার ঘটনাটি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত মতিগঞ্জ থেকে শ্মশানে যাওয়ার রাস্তায়। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। খুন করে দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে, নাকি মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময় কয়েকজন পথচারীর নজরে আসে রাস্তার পাশের খালে একটি দেহ পড়ে রয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। খাল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, মৃতদেহটি বেশ কয়েক দিন ধরে ওই খালে পড়েছিল। তাঁদের দাবি, দেহের একাধিক অংশে পচন ধরেছে। এমনকী, মৃতদেহটির একটি হাতের মাংসও নেই বলে জানা গিয়েছে। তবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে মৃতের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ২৩৯_২০২৬-২৭, তারিখ ১৪.১০.২০২৬ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া-এর অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ইরিগেশন/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংয়ে নিবন্ধিত দরদাতা সহ অনুরূপ প্রকৃতির কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন দরদাতাদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে ; কাজের বিবরণ: ইএমইউ কার শেড, হাওড়া: সেকশন বিল্ডিং এবং কার শেড, স্টোর। ফেজ-আই। **আনুমানিক ব্যয়:** ₹ ২৯৭৩১১১৮.৪৪; **বায়না মূল্য:** ₹ ৫৯৪৬০০.; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** ₹ ০.০০। **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা:** গ্রহণযোগ্যতা পত্র জারির তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বানকারী নোটিশে উল্লেখিত বন্ধের তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট হিসেবে ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটের অ্যাপ্লিকেশনটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না তবে, পরবর্তী কার্যদিবসে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৯.১১.২০২৬ তারিখের। ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট - ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য শুধুমাত্র নেট ব্যাংকিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য:** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আমন্ত্রিত টেন্ডারের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট রসিদ (এফডিআর) ইএমডি হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।

HWH-406/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসপিএম নিবাস, কলকাতা

ডিডিডব্লিউএস, জল শক্তি মন্ত্রক, ভারত সরকার

তালিকাভুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি

'ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই ইমপ্লিমেন্টেশন প্রজেক্ট' (এডিবি-অর্থায়িত)-এর আওতায় স্থানীয় যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিভিন্ন ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষক হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

ট্রেড	তালিকাভুক্ত করা হবে এমন প্রশিক্ষকের সংখ্যা
প্লাম্বিং প্রশিক্ষক	১২
ইলেকট্রিশিয়ান প্রশিক্ষক	১২
পাম্প / ভালভ অপারেটর প্রশিক্ষক	১২
আইটি / ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষক	১২

তালিকাভুক্তকরণটি প্রয়োজন-ভিত্তিক ও অ-অনন্য হবে এবং এটি কোনো পদে নিয়োগ বা পদায়নের সমতুল্য বলে গণ্য হবে না।

আবেদনের শেষ তারিখঃ বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিন	আবেদন করতে কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করুন
আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুনঃ www.spmniwas.in	

স্বাক্ষরিত /-
প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
এসপিএম নিবাস

Cbc 45128/11/0006/2627

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল 'EIGMEF Apparel Park Limited' (যার কার্যালয় Cospacio ২৪ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬-এ অবস্থিত)-এর একটি মূল বিক্রয় দলিল হারিয়ে গেছে। ০৩.১১.২০০৬ তারিখে সম্পাদিত এই দলিলটি উত্তর ২৪ পরগনার ডি.এস.আর.-২ দপ্তরে যথাযথভাবে নিবন্ধিত ছিল। দলিলটি 'বুক নং ১', 'সিডি / ভলিউম নং ৫'-এর ৭৯৬৫ থেকে ৭৯৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নথিভুক্ত রয়েছে এবং ২০০৭ সালের ০৩৩৪১ নম্বর দলিল হিসেবে চিহ্নিত। এ বিষয়ে শেক্সপিয়র সরণি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে একটি জি.ডি.ই. (G.D.E. নং ১৭৭৯) দায়ের করা হয়েছে। এই বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো দাবি, অংশ, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ আছে এমন কোনো ব্যক্তি বা কারো কোনো আপত্তি থাকলে, তা এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে হবে। উক্ত সময়ের পর কোনো দাবি উত্থাপিত হলে তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীকালে আর কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট (আইনজীবী)
ফোন নম্বরঃ ৯০০৭৮২৪৯৫৭

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল 'EIGMEF Apparel Park Limited' (যার কার্যালয় Cospacio ২৪ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬-এ অবস্থিত)-এর একটি মূল বিক্রয় দলিল হারিয়ে গেছে। দলিলটি ০৫-০৯-১৯৯৬ তারিখে সম্পাদিত এবং উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ডি.আর. অফিসে নিবন্ধিত ছিল। দলিলটির নথিবদ্ধ বিবরণ হলোঃ বুক নং-১, ভলিউম নং-১১৭, পৃষ্ঠা ১০৩ থেকে ১১৮ এবং ১৯৯৬ সালের ৬৪১৪ নম্বর দলিল। এ বিষয়ে শেক্সপিয়র সরণি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ১৩-১০-২০২৬ তারিখে একটি জি.ডি.ই. (G.D.E. নং ৭০৪) দায়ের করা হয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোনো দাবি, অংশ, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকলে, অথবা কোনো আপত্তি থাকলে, তা প্রমাণসহ নথিপত্রসহ এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে জানাতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে ধরে নেওয়া হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো দাবি নেই বা তিনি তা ত্যাগ করেছেন এরপর আর কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট (আইনজীবী)
ফোন নম্বরঃ ৯০০৭৮২৪৯৫৭

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/বিআই, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এর ই-নিলাম প্রোগ্রামে একটি আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, **অক্টোবর, ২০২৬ মাসের জন্য** আসানসোল ডিভিশনের ই-নিলাম প্রোগ্রামগুলিতে আসানসোল ডিভিশনের অতিরিক্ত তারিখ হিসেবে একটি আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে: ২৩.১০.২০২৬। অন্যান্য সমস্ত ডিপো ও ডিভিশনের জন্য নিলাম প্রোগ্রাম পূর্ববর্তী নোটিফিকেশন অনুযায়ী থাকবে।

STORES-43/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED

(পূর্বনামঃ কেকেআর ইন্ডিয়া ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড)

আঞ্চলিক কার্যালয়ের ঠিকানাঃ ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, আইআইএসসিও হাউস, ৫০ চৌরঙ্গী রোড, দ্বিতীয় তল, এ ব্লক, সাহারা সদনের নিকটে, কলকাতা - ৭০০০৭১। **অনুমোদিত কর্মকর্তা** - গোপাল সামন্ত যোগাযোগের বিবরণঃ +৯১ ৯৮৩০৬৪২৫৫৮ ইমেইলঃ gopal.samanta@incred.com

পরিশিষ্ট- IV-A [নিয়ম ৮(৬) এবং ৯(১)-এর শর্তাংশ দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' -এর বিধান অনুযায়ী এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর ৮(৬) ও ৯(১) নম্বর নিয়মের শর্তাবলি সাপেক্ষে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি। সর্বসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি, যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা ছিল এবং যার দখল 'ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড' -এর অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, তা একটি প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। এই বিক্রয়টি ''যেমন আছে, যেখানে আছে,'' ''যেমন আছে, যা আছে'' এবং যা কিছু আছে, সেই অবস্থাতেই - এই শর্তে সম্পন্ন হবে। ২০ জুন, ২০২৫ তারিখের দাবি নোটিশ অনুযায়ী, **১) কৌস্তভ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২) শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩) কালী চরণ এবং ৪) সুভাশিষ গঙ্গোপাধ্যায়**-এর কাছে 'ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড'-এর পাওনা মোট ২৮,৪০,১৬৯/- (আঠাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার একশো উনসত্তর) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ১৮ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। সম্পত্তিটির সংরক্ষিত মূল্য হবে ৩৪,৮৭,৫০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো) টাকা এবং জামানত বা আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট -এর পরিমাণ হবে ৩,৪৮,৭৫০/- (তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ) টাকা। সম্পত্তিটি ক্রয়ের জন্য সিলমোহরযুক্ত নিলাম আবেদনপত্র এবং ইএমডি -এর ডিমান্ড ড্রাফট ১৭ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত 'ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড'-এর অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া যাবে। সম্পত্তিটি ১২ই নভেম্বর, ২০২৬ থেকে ১৭ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখের মধ্যে পরিদর্শন করা যেতে পারে। নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান হলোঃ **১৮.১১.২০২৬ তারিখ, বিকেল ০৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৬.০০টা পর্যন্ত স্থান-ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, আইআইএসসিও হাউস , ৫০ চৌরঙ্গী রোড, দ্বিতীয় তলা, 'এ' ব্লক, সাহারা সদনের নিকটে, কলকাতা-৭০০০৭১।**

বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণঃ **একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, যার মেঝে মার্বেল পাথরে বাঁধানো। এটি উক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৫, যার সুপার বিল্ট-আপ আয়তন প্রায় ৭৭৫ বর্গফুট। এই ফ্ল্যাটে রয়েছে দুটি শোবার ঘর, একটি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং (বসার ও খাওয়ার জায়গা), একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউ.সি. (শৌচাগার) এবং একটি বারান্দা। ফ্ল্যাটটি দক্ষিণমুখী। এর সাথে রয়েছে উক্ত ভবনের জমিতে অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক মালিকানা স্বত্ব এবং ভবনের সাধারণ ব্যবহার্য স্থান ও সুবিধাসমূহে অবিভক্ত অংশীদারিত্ব। সম্পত্তিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত, যার ঠিকানাঃ কে.এম.সি. প্রাঙ্গণ নং ৮৫এইচ, বিনোবা ভাবে রোড (ডি.এইচ. রোড / জে.এল. সরণি), কলকাতা - ৭০০০৩৮। এই দলিলের সাথে সংযুক্ত স্কেচ ম্যাপ ও নকশায় লাল রঙের সীমানা রেখা দ্বারা সম্পত্তিটিকে আরও বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা এই দলিলেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।**

বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য,
অনুগ্রহ করে **ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড**
-এর ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কে দেখুনঃ https://www.incred.com/Auction_Notices.html

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৭।১০।২৬

স্বা/- অথোরাইজড অফিসার
ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

ফিরে এল এইচঅ্যান্ডএম-এর ফেস্টিভ কালেকশন

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ঃ দীপাবলি উপলক্ষ্যে এক সাহসী, উৎসবমুখর

বার্তা নিয়ে হাজির এইচঅ্যান্ডএমঃ একটি নতুন কালেকশন, যেখানে একসঙ্গে রয়েছে উইমেন্সওয়্যার, মেন্সওয়্যার ও কিডসওয়্যার, এবং প্রতিটিই সমৃদ্ধ রং ও কারুকাজের মধ্য দিয়ে নিজের আলাদা গল্প বলে। কলকাতার উডবার্ন সেন্ট্রাল মল, এলগিন রোড-সহ এইচঅ্যান্ডএম স্টোরগুলিতে এবং hm.com-এ অনলাইনে এই কালেকশন এখন পাওয়া যাচ্ছে। এ বছরের কালেকশনে দীপাবলির সাজপোশাকে কারুকাজ আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসার বিষয়ে আমরা দারুণ উচ্ছ্বসিত। এর মূল কথা সমৃদ্ধ টেক্সচার আর অলংকৃত খুঁটিনাটি - এমন এক লুক যা অভিজাত ও আধুনিক, অথচ পরতে একেবারে স্বচ্ছন্দ্য, বলেন এইচঅ্যান্ডএম- এর ডিজাইন লিড উলরিকা শালিন। উইমেন্সওয়্যারে ধরা পড়েছে উৎসবের উচ্ছ্বাস - রয়েছে ম্যাচিং টপ ও স্কার্ট, পাশে বাঁধা যায় এমন জ্যাকার্ড জ্যাকেট এবং ওয়াইড-লেগ ট্রাউজার। মেন্সওয়্যারে রয়েছে এমবেলিশড ওভারশার্ট, ঢিলেঢালা ডাবল-ব্রেস্টেড স্যুট এবং রিবড টপ - সবই বারগান্ডি, চকোলেট ও কালো রঙের প্যালেটে। কিডসওয়্যারে মেয়েদের কালেকশনে রয়েছে সিকুইন ও জ্যাকার্ড ড্রেস, এমব্রয়ডারি করা ভেলভেট জ্যাকেট এবং রাফল ড্রেস, আর ছেলেদের জন্য সাজগোজের আমেজ আনতে রয়েছে এমব্রয়ডারি করা শার্ট ও ভার্সিটি জ্যাকেট। এইচঅ্যান্ডএম হোম (HM HOME)- এর জন্য এই কালেকশনে রয়েছে উৎসবের রঙের সমৃদ্ধ প্যালেট - স্টেটমেন্ট টেবিলওয়্যার ও সার্ভিং পিস থেকে শুরু করে ক্যান্ডেলহোল্ডার ও টেক্সটাইল পর্যন্ত। উৎসবের এই সম্ভার পাওয়া যাবে উইমেন্সওয়্যারে ₹১,৯৯৯ থেকে, মেন্সওয়্যার ও কিডসওয়্যারে ₹৯৯৯ থেকে এবং এইচঅ্যান্ডএম হোম-এ ₹৫৯৯ থেকে শুরু দামে। Hm.com, Myntra.com ও Nykaa.com- এ অনলাইনে, পাশাপাশি দেশজুড়ে এইচঅ্যান্ডএম স্টোরগুলিতে এই কালেকশন কেনা যাবে।

চলুন বেড়িয়ে আসি

পুজোয় প্রকৃতির উপহার! বরফের সাদা চাদরে মোড়া সিকিম, তুষার দেখতে পর্যটকদের ঢল

সিকিমঃ পুজোর ছুটিতে পর্যটকদের জন্য প্রকৃতির অনন্য উপহার তুষারপাত। দেবীপক্ষের সূচনা থেকেই সিকিমের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তের উঁচু পাহাড়ি এলাকাগুলি সেজে উঠেছে বরফের সাদা চাদরে। কোথাও পাহাড়ের ঢালে জমেছে রাশি রাশি বরফ, কোথাও আবার রাস্তার দু'পাশে তুষারের স্তর। জুলুকের আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা থেকে নাথু-লা পাস, নাথাং ভ্যালি কিংবা উত্তর সিকিমের ইউমথাং ও লাচুং-সর্বত্রই প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকেরা। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা উপেক্ষা করেই বরফের রাজ্যে ছুটছেন ভ্রমণপিপাসুরা।পাহাড়ের গায়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে ঐতিহাসিক সিল্ক রুট। জুলুকের এই পথের ৩২টি হেয়ারপিন বাঁক বরফে ঢেকে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে এক অপূর্ব দৃশ্য। সাদা তুষারের আবরণে পাহাড়ি রাস্তা যেন রূপকথার দেশের প্রবেশপথ। একই ছবি পূর্ব সিকিমের নাথু-লা পাস এবং নাথাং ভ্যালিতেও। মহালয়ার সময় থেকেই এই এলাকাগুলিতে দফায় দফায় তুষারপাত হওয়ায় প্রকৃতির রূপ বদলে গিয়েছে। পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দি হচ্ছে বরফে ঢাকা পাহাড়, মেঘে মোড়া উপত্যকা এবং শীতের আগমনী বার্তা বহন করা নৈসর্গিক দৃশ্য।

উত্তর সিকিমেও তুষারের ছোঁয়া-শুধু পূর্ব সিকিম নয়, উত্তর সিকিমের উঁচু এলাকাগুলিতেও তুষার পাতের প্রভাব স্পষ্ট। ইউমথাং ভ্যালি, লাচুং এবং জিরো পয়েন্ট-সহ বিভিন্ন এলাকায় বরফের সাদা আস্তরণ পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। গাছের ডালে জমে থাকা পেঁজা তুলোর মতো তুষার আর চারপাশের বরফে ঢাকা পাহা। দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন পর্যটকেরা।

অক্টোবরের শুরু থেকেই এই অঞ্চলগুলিতে তুষারপাতের খবর মিলছে। উসবের মরশুমে সেই আকর্ষণ আরও বেড়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুং এবং গুরুদংমার লেকের রাস্তা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ায় ভ্রমণের সুযোগও বেড়েছে। ফলে পুজোর ছুটিতে বাঙালি পর্যটকদের আনাগোনায় নতুন করে প্রাণ ফিরেছে সিকিমের পর্যটন শিল্পে। পাহাড়, বরফ এবং উসব-এই তিনের টানেই পর্যটকদের কাছে ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে এই হিমালয় রাজ্য।

তুষারপাতের সঙ্গে বা।ছে বিপদের আশঙ্কা-তবে বরফের সৌন্দর্যর আড়ালে রয়েছে বিপদের সম্ভাবনাও। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ও পূর্ব সিকিমের উঁচু এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে রয়েছে। আকাশ মেঘলা থাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তনের কারণে ফের তুষারপাতের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

অন্যদিকে, বরফ জমে পাহাড়ি রাস্তা অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও তৈরি হয়েছে বিপজ্জনক ' আইস', যা রাস্তার উপর পাতলা বরফের স্তর তৈরি করে এবং সহজে চোখে পড়ে না। ফলে গাড়ির চাকা পিছলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। উঁচু এলাকায় অক্সিজেনের স্বল্পতা এবং তীব্র ঠান্ডাও পর্যটকদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। তাই প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলা, আবহাওয়ার খবর রাখা এবং অনুমোদিত যানবাহনে যাতায়াত করা জরুরি। উৎসবের মরশুমে পর্যটনে বাড়তি গতি প্রকৃতির এই তুষার-উপহারে খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। হেল্প টুরিজমের কর্ণধার রাজ বসুর মতে, এই সময়ে তুষারপাত পর্যটন শিল্পের পক্ষে ইতিবাচক। তাঁর আশা, বরফে ঢাকা সিকিম দেখতে আগামী দিনে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে। উত্তর সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যাতায়াতের সুযোগ তৈরি হওয়ায় পর্যটনের চাহিদাও বেড়েছে। এর পাশাপাশি সিকিমজুড়ে চলছে উৎসবের প্রস্তুতি। রাজ্যের অন্যতম প্রধান উৎসব দাশাইন ১২ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত চলার কথা। উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্যাংটকের এমজি মার্গ-সহ বিভিন্ন এলাকার হোটেল ও হোমস্টেতে ব্যাপক বুকিংয়ের খবর মিলেছে। পর্যটকদের ভিড় সামলাতে ভ্রমণ সংস্থাগুলি আগে থেকে গাড়ি ও প্রয়োজনীয় পারমিট বুক করার পরামর্শ দিচ্ছে। এছাড়াও গ্যাংটকের দ্য রিজ পার্কে ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সিকিম আর্টস অ্যান্ড লিটারেচার উসব আয়োজনের কথা রয়েছে। নামচি জেলার নামথাংয়ে ১ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত হওয়ার কথা অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম ফেস্টিভ্যাল। সব মিলিয়ে বরফের হাতছানি, পাহা।রে অপরূপ সৌন্দর্য এবং উৎসবের বর্ণময় আয়োজন-এই তিনের মেলবন্ধনে উৎসবের মরশুমে নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠেছে সিকিম। তবে তুষারপাত উপভোগের পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়টিও মাথায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন পর্যটন বিশেষজ্ঞরা।

লখনউয়ে শিল্পপতি শিবা শর্মার রহস্যমৃত্যু! নিখোঁজ মডেল শ্রদ্ধার খোঁজে পুলিশের ৬ দল, সন্ধান দিলেই ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার

লখনউ, ১৬ অক্টোবর ঃ উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে ২৮ বছর বয়সি ব্যবসায়ী শিবা শর্মার রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। চারতলার ফ্ল্যাট থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নেমে শিবার লিভ-ইন সঙ্গী তথা মডেল ও ইনফ্লুয়েন্সার শ্রদ্ধা দুবের খোঁজে জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। শ্রদ্ধার সন্ধানে ছ'টি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি, তাঁর সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে লখনউ পুলিশ। ঘটনার পর থেকে শ্রদ্ধার বোন এবং তাঁর গাড়ির চালকেরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। তিনজনের বিরুদ্ধেই খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত ব্যবসায়ীর মা রঞ্জনা শর্মা। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

গত ৯ অক্টোবর লখনউয়ে শ্রদ্ধা দুবের চারতলার ফ্ল্যাট থেকে পড়ে মৃত্যু হয় শিবা শর্মার। মাত্র ২৮ বছর বয়সি ওই ব্যবসায়ীর মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও ষড়যন্ত্র, তা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠেছে। শিবার পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

শিবার মা রঞ্জনা শর্মার দাবি, তাঁর ছেলেকে দীর্ঘদিন ধরে মারধর ও ব্ল্যাকমেল করা হত। শ্রদ্ধা দুবে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ আমলা এবং ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা বলে শিবাকে ভয় দেখাতেন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানোর হুমকিও দেওয়া হত বলে দাবি করেছেন তিনি।

রঞ্জনার আরও অভিযোগ, মৃত্যুর আগে শিবার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁর শরীরে সিগারেটে পোড়ানোর দাগও দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বলে দাবি পরিবারের। এমনকী, শিবার মুখে লিপস্টিক এবং শরীরে মেকআপের চিহ্ন ছিল বলেও জানিয়েছেন তাঁর মা। শুধু অন্তর্বাস পরা অবস্থায় ফ্ল্যাটের নীচে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে শিবার মৃত্যুর পিছনে কোনও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে পরিবারের অভিযোগ এখনও তদন্তের আওতায় রয়েছে। ময়নাতদন্ত ও অন্যান্য ফরেনসিক তথ্যের ভিত্তিতে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে শ্রদ্ধা দুবের পরিচিত মহল ও যোগাযোগ নিয়েও বিভিন্ন তথ্য সামনে আসছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের দাবি, একাধিক দুষ্কৃতী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার কথা বলে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতেন শ্রদ্ধা। কুখ্যাত গ্যাংস্টার মুখতার আনসারির গ্যাংয়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের দাবি, আনসারি গ্যাংয়ের সদস্য বলে পরিচিত অভিষেক সিংয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধার একটি ছবি রয়েছে। অভিযোগ, সেই ছবি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয়ের দাবি ব্যবহার করে ধনী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতেন তিনি। তাঁদের নিজের বাড়িতে ডেকে ছবি তোলার পর মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা হত বলেও অভিযোগ উঠেছে।

তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্রদ্ধার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে প্রমাণিত অপরাধ হিসেবে দেখা যাচ্ছে না।

শ্রদ্ধার খোঁজে তল্লাশি চালাতে গিয়ে তাঁর মোবাইল ফোনের শেষ অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, তাঁর মোবাইলের শেষ অবস্থান দেখা গিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ এলাকায়, যা নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি। সেই সূত্র ধরে পুলিশের অনুমান, শ্রদ্ধা নেপালে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন। যদিও তিনি সত্যিই সীমান্ত পেরিয়েছেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি।শিবা শর্মার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এখন একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। শ্রদ্ধা দুবে, তাঁর বোন এবং গাড়ির চালকের সন্ধান পাওয়া গেলে তদন্তে নতুন তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, শিবার মৃত্যুর আগে ঠিক কী ঘটেছিল, চারতলার ফ্ল্যাট থেকে পড়ে যাওয়ার পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হয়েছিল এবং এর পিছনে কারও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে।

একদিকে পরিবারের খুনের অভিযোগ, অন্যদিকে শ্রদ্ধার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এবং তাঁর কথিত যোগাযোগ নিয়ে ওঠা প্রশ্ন-সব মিলিয়ে লখনউয়ের এই রহস্যমৃত্যুর তদন্ত এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে। পুলিশের তল্লাশিতে পরবর্তী সময়ে কী তথ্য উঠে আসে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে দমন-পীড়নের অভিযোগ, রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ দাবি ভারতের

নয়াদিল্লি,১৬ অক্টোবর ঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে চলতে থাকা বিক্ষোভ, নিরাপত্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের অভিযোগ এবং ইন্ট ারনেট পরিষেবা বন্ধের ঘটনা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ভারত। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংস্থার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে নয়াদিল্লি। ভারতের বক্তব্য, ওই অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে অভিযোগ সামনে এসেছে, তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে, পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংস্থার অবস্থান ও পদক্ষেপ সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছে ভারত। বুধবার রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের সঙ্গে আয়োজিত এক অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি অনুজ স্বরূপ এই বিষয়ে দেশের বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পাশাপাশি পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে মানুষের অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টিও। স্বরূপের প্রশ্ন, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট কবে প্রকাশিত হবে? তাঁর বক্তব্য, পাকিস্তানের উচিত নিজেদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবাধিকার পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়া। খাইবার পাখতুনখোয়া-সহ একাধিক অঞ্চলে এবং পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাওয়ালাকোটের মতো এলাকায় মানুষের অধিকার কতটা সুরক্ষিত, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সাম্প্রতিক অস্থিরতার নেপথ্যে রয়েছে একাধিক আর্থিক ও প্রশাসনিক অভিযোগ। স্থানীয় বাসিঃদাদের মধ্যে কর বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে অসন্তোষ ক্রমশ বেড়েছে বলে

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবিতে আঃেদালনে নেমেছে জম্মু ও কাশ্মীর জয়েঃট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, তাঁদের দাবি আদায়ের পরিবর্তে বিক্ষোভ দমনে কঠোর পদক্ষেপ করছে প্রশাসন। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও পাক রেঞ্জার্স মোতায়েন করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, গ্রেফতার, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এবং হিংসার অভিযোগও সামনে এসেছে। তবে এই অভিযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীনভাবে যাচাই করা তথ্য প্রকাশ্যে না আসা পর্যন্ত ঘটনাগুলির প্রকৃত পরিসর সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠিন। ভারতের প্রতিনিধি অনুজ স্বরূপ এই অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলির স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া উচিত এবং দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বিক্ষোভের আবহে ইন্ট ারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকার অভিযোগ পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। ইঃটারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে সাধারণ মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার, সংবাদমাধ্যমের কাজ এবং জরুরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি, সংঘর্ষ বা নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানের বিষয়ে স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করাও কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত। স্বরূপের অভিযোগ, প্রতিবেশী দেশ এবং পশ্চিমি দেশগুলিতে হিংসাত্মক বিক্ষোভের ঘটনায় যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পরিস্থিতিতে তেমন সক্রিয়তা চোখে পড়ছে না। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার প্রশ্নে দ্বৈত নীতি অনুসরণ করা হলে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের উপর মানুষের আস্থা দুর্বল হতে পারে। নিজের বক্তব্যে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের কথাও তুলে ধরেন ভারতের প্রতিনিধি। তিনি বলেন, অহিংসা, সমতা এবং মানবিক মর্যাদার যে মূল্যবোধ ভারতের স্বাধীনতা আঃেদালনকে পথ দেখিয়েছিল, তা দেশের সংবিধানেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। সেই আদর্শের ভিত্তিতেই মানবাধিকার রক্ষা এবং অন্যায়ের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা জানায় নয়াদিল্লি। এদিকে, আঃেদালনকারীদের একাংশ বিক্ষোভ আরও জোরদার করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। তবে এই আবেদন ও অভিযোগগুলির বিস্তারিত স্বাধীন যাচাই প্রয়োজন। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের বক্তব্য, মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সক্রিয় ভূমিকা জরুরি। এখন নজর রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংস্থার পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত, তথ্যের স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জবাবদিহিই পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র সামনে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

সরকার ফেলাই ককরোচদের উদ্দেশ্য! প্রশান্ত ভূষণ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর ঃ নেহা বোরার পর এবার প্রশান্ত ভূষণ। ককরোচ জনতা পার্টির উদ্দেশ্য নিয়ে বেফাঁস অভিজিৎ দীপকেদের আইনজীবী। তিনি সাফ বলে দিচ্ছেন, সিজেপির আন্দোলন শুরু হয়েছে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে। কিন্তু সরকার যদি বিক্ষোভকারীদের এভাবে দমন করার চেষ্টা করে, তাহলে আন্দোলন হবে সরকার ফেলে দেওয়ার দাবিতে। আর তাতে অন্যায়ের কিছু নয়। বিজেপির খোঁচা, ককরোচদের আসল উদ্দেশ্য যে নির্বাচিত সরকার ফেলে দেওয়া সেটা আমাদের আগেই জানা ছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশান্ত ভূষণ বলেন, সরকার বলছে বিরোধীরা নাকি সরকার ফেলতে চাই। এখন আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে আন্দোলন করছি। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা যদি চলতে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা সরকার বদলের জন্য ল।ব। এবং অবশ্যই সরকার ফেলা হবে। আমরা সবাই সরকার ফেলতে চাই। আর তাতে ভুলটা কী আছে? বিজেপিও এর আগে সরকার ফেলার জন্য বহু আঃেদালন করেছে। এখন তারাই এত কথা বলছে। প্রশান্ত ভূষণ সাফ বলছন, আমরা এই স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের পতন চাই। প্রশান্ত ভূষণের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই ককরোচদের খোঁচা দিল বিজেপি। খোদ প্রতিরপক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলছেন, এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ওরা দেশের যুবসমাজকে বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করছে। ওরা অরাজকতা তৈরি করে সরকার বদল করতে চায়। ঠিক যেমন হয়েছে বাংলাদেশে। রাজনাথ সাফ বলছেন, কেউ প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে অনুসরণ করার কথা বলছেন। কেউ সরকার বদলের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন। ওদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

বাংলাদেশে গরু জবাই ঘিরে বিতর্ক! সরব তসলিমা নাসরিন

ঢাকা,১৬ ঞ্চ বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গরুর মাংস রান্না এবং প্রকাশ্যে গরু জবাইয়ের ঘটনাকে ঘিরে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মন্দিরের কাছে গোমাংস রান্নার আয়োজন নিয়ে আপত্তি ওঠার পর পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর, উপাচার্যের ভবন ও গণিত বিভাগের মাঝের রাস্তায় গরু জবাইয়ের খবর সামনে আসতেই সরব হয়েছেন নির্বাসিত সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্টে তিনি খাদ্যের স্বাধীনতা, ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সব সম্প্রদায়ের সমান অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মন্দিরের কাছে মুক্তমঞ্চের সামনে একদল মুসলিম শিক্ষার্থী গরুর মাংস দিয়ে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন করেন। সেখানে হিন্দু শিক্ষার্থীদের একাংশ আপত্তি জানালে রান্নার জায়গা সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে ক্যাম্পাসের ভিতরেই রান্নার আয়োজন চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পশু জবাই থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় বলে জানা গিয়েছে। তার প্রতিবাদে কয়েকজন মুসলিম শিক্ষার্থী ফের গোমাংস ভোজের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এরপর ১৬ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ভবন ও গণিত বিভাগের মাঝের রাস্তায় গরু জবাইয়ের ঘটনা সামনে আসে। বিষয়টি ঘিরে ক্যাম্পাসে ধর্মীয় সংবেদনশীলতা ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ঘটনা নিয়ে ফেসবুক পোস্টে তসলিমা নাসরিন প্রশ্ন তুলেছেন, সহপাঠীদের আপত্তির পর আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মেটানোর পরিবর্তে গরু জবাইকে প্রতিবাদের কর্মসূচি হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রয়োজন কেন হল? তাঁর মতে, এমন পদক্ষেপ পারস্পরিক আস্থা বাড়ানোর বদলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়াতে পারে। লেখিকার বক্তব্য, খাদ্যের স্বাধীনতা প্রত্যেকের থাকা উচিত। কিন্তু সেই স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ালে অন্যের ধর্মীয় অনুভূতি ও অধিকারের প্রতিও সম্মান দেখানো প্রয়োজন। তিনি উদাহরণ দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, মসজিদের সামনে শুয়োরের মাংস রান্নার আয়োজন হলে যাঁরা আপত্তি জানাতেন, মন্দিরের কাছে গরুর মাংস রান্না নিয়ে হিন্দু শিক্ষার্থীদের আপত্তি বুঝতে তাঁদের অসুবিধা কোথায়? জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা তুলনামূলক কম-এই প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন তসলিমা। তাঁর দাবি, সংখ্যায় কম হওয়া মানেই কারও মর্যাদা বা অধিকার কমে যাওয়া নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষার্থীরা অন্যদের মতোই সমান অধিকার নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতি ও সম্মানকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তসলিমার বক্তব্য, কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আধিপত্য প্রদর্শনের জায়গা হতে পারে না। বরং সেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করা জরুরি। সব মিলিয়ে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনা খাদ্যের স্বাধীনতা বনাম ধর্মীয় সংবেদনশীলতার বিতর্ককে নতুন করে সামনে এনেছে। তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য, অধিকার রক্ষার প্রশ্নে এক পক্ষের স্বাধীনতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই অন্য পক্ষের মর্যাদা ও নিরাপত্তার বিষয়টিও সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তবে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সামনে এলেই বিতর্কের সব দিক আরও স্পষ্ট হবে।

যাত্রীদের বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ-উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

গোরখপুর, ১৬ অক্টোবর ঃ রেলযাত্রী ও কর্মচারীদের জন্য পরিষ্কার ও নিরাপদ পানীয় .জল নিশ্চিত করতে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে রেল স্টেশন, অফিস এবং আবাসিক কলোনিগুলিতে জলের ট্যাঙ্ক, ওয়াটার কুলার, কল, ফিল্টার, বিতরণ কেন্দ্র এবং পাইপলাইনের নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। রেলওয়ের প্রধান স্বাস্থ্য পরিদর্শকস্বাস্থ্য পরিদর্শকরা নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে অবশিষ্ট ক্লোরিন পরীক্ষা, ব্যাকটেরিয়াল কালচার পরীক্ষা এবং য় বিশ্লেষণ করছেন। রেলযাত্রী ও কর্মচারীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা রেলওয়ে প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকার, এবং এই কাজটি একটি অভিযান হিসাবে চলতে থাকবে। ডঃ রমেশ চন্দ, চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, ডিভিশনাল হাসপাতাল বাদশাহনগর, এবং শ্রী ভুবনেশ সিং, অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারইনফ্রাস্ট্রাকচার-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে, চিফ হেলথ ইন্সপেক্টরহেলথ ইন্সপেক্টরগণ লখনউ ডিভিশনের ২১টি প্রধান স্টেশন এবং চারটি প্রধান আবাসিক কলোনিতে মোট ২৫১টি রেসিডুয়াল ক্লোরিন পরীক্ষা এবং ৩৭টি ব্যাকটেরিয়াল কালচার পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন। জলের সমস্ত নমুনা নির্ধারিত মানের মধ্যে পাওয়া গেছে। একইভাবে, ইজ্জতনগর ডিভিশনের প্রধান স্টেশনগুলিতে নিয়মিতভাবে রেসিডুয়াল ক্লোরিন পরীক্ষা এবং ব্যাকটেরিয়াল কালচার পরীক্ষা করা হচ্ছে। বারাণসী ডিভিশনে, চিফ হেলথ ইন্সপেক্টরহেলথ ইন্সপেক্টরগণ স্টেশন, আবাসিক কলোনি, কোচিং ডিপো, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রানিং রুম, ক্রু লবি এবং অফিসগুলিতে জলের ট্যাঙ্ক, ওয়াটার কুলার, ওয়াটার ফিল্টার, পাইপলাইন এবং পাম্পিং সিস্টেম পরিদর্শন করেছেন। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত স্টেশন, আবাসিক কলোনি এবং অফিসগুলিতে নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য এই পরিদর্শন অভিযান অব্যাহত থাকবে। যাত্রী ও কর্মচারীরা যাতে নির্ধারিত মান অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানীয় জল পান, তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা নিয়মিত পরিদর্শন করছেন। রেলযাত্রী ও কর্মচারীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা রেল প্রশাসনের অগ্রাধিকার এবং এজন্য জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকবে।

হুগলীতে 'দেবী দুর্গা সম্মান-২০২৬' ঘোষণা প্রশাসনের

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৬ অক্টোবর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হল এ বছরের বহুল প্রতীক্ষিত ' দুর্গা সম্মান-২০২৬'। দুর্গাপুজোর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সমাজ সচেতনতাকে সম্মান জানাতে হুগলি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মোট ১২টি দুর্গাপুজো কমিটিকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এবং পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। জানা গেছে, জেলার ১৮টি ব্লক, ১২টি পৌরসভা এবং একটি পৌরনিগম এলাকা থেকে প্রাথমিকভাবে মোট ৭৬টি পুজো কমিটিকে বাছাই করা হয়েছিল। এরপর এক কঠোর ও নিরপেক্ষ চূড়ান্ত বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেরা পুজো কমিটিগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। এই বিচারকমণ্ডলীতে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট, হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ, ইসকন এবং সংস্কার ভারতীর প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মূলত চারটি ভিন্ন বিভাগে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে-সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ এবং সেরা সমাজ সচেতনতা। এবারের প্রতিযোগিতায় সেরা পুজো বিভাগে বিজয়ী হয়েছে চঃদননগর মহকুমার বাগানবাটি শ্রীশ্রী দুর্গাপুজো কমিটি, আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের ধান্যঘোরী মা দুর্গা সেবা সংঘ এবং সদর মহকুমার বেগুনতলা জাগরণী সংঘ। সেরা প্রতিমা বিভাগে বিজয়ী হয়েছে সদর মহকুমার কেওটা ১ নং নবীন সংঘ, শ্রীরামপুর মহকুমার চাতরা সি.এস.সি. ক্লাব এবং আরামবাগ মহকুমার পুরশু।ার মসিনান সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গোসব, শক্তি সংঘ। সেরা মণ্ডপ বিভাগে সেরার খেতাব জিতেছে সদর মহকুমার কেওটা উজ্জ্বল সংঘ, চঃদননগর মহকুমার হরিপালের বাগচি বাজার সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি এবং আরামবাগ মহকুমার দৌলতপুর যুবশক্তি নাট্যমঃদির। এ ছা।া সেরা সমাজ সচেতনতা বিভাগে বিজয়ী হয়েছে সদর মহকুমার চকবাজার সার্বজনীন দুর্গাপুজো সমিতি, শ্রীরামপুর মহকুমার প্রভাসনগর নেতাজি মো। এবং সদর মহকুমার বলাগ।রে সোমরা কলোনি সার্বজনীন দুর্গোসব কমিটি। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি বিজয়ী পুজো কমিটিকে সম্মানস্বরূপ নগদ ৫০,০০০ টাকা ও একটি করে আকর্ষণীয় ট্রফি প্রদান করা হবে। আসন্ন লক্ষ্মীপুজোর পরপরই এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার বিজয়ী কমিটিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে অনুষ্ঠানটির নির্দিষ্ট তারিখ ও স্থান যথাসময়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। হুগলি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত বিজয়ী পুজো কমিটিকে উষ্ণ অভিনঃদন জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে জেলার দুর্গোসবের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সৃজনশীল শিল্পকলা এবং সামাজিক সচেতনতা প্রসারে পুজো কমিটি ও সাধারণ মানুষের অসামান্য অবদানেরও উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে।

হুগলিতে বিক্ষোভের জন্য এক ঘন্টা দাড়িয়ে রইল আপ হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কামারকুণ্ডু হুগলিঃ প্রায় এক ঘন্টা দাড়িয়ে রইল আপ হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।ষষ্ঠীর সকালে চরম রেল বিভ্রাট। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে কামারকুণ্ডু স্টেশনে তুমুল যাত্রী বিক্ষোভ। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আপ(২২৫০৩) কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস অত্যাধিক দেরিতে চলছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কামারকুণ্ডু স্টেশনে ঢোকার বদলে শুক্রবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ ট্রেনটি কামারকুণ্ডুতে পৌঁছায়। এরপরেও ট্রেনটি কামারকুণ্ডু স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তারপরেই কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের যাত্রীরা স্টেশনে নেমে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। লাইনের উপর দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ চলে। আপ ২২৩০৩ হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত দাঁড় করিয়ে দেয় যাত্রীরা। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ ও আধিকারিকরা উপস্থিত হন। তারপরও প্রায় ১ ঘণ্টা চলে বিক্ষোভ। এরপর যাত্রীদের অনেক বুঝিয়ে ৮টা নাগাদ আপ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসকে রওনা করানো হয়।তারপর ৮.০৪ মিনিটে হাওড়া- গয়া বন্দে ভারত রওনা দেয়। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, বিবেক এক্সপ্রেস দেরিতে চলছিল। আমাদের জোনে যখন ঢোকে তখনও লেট ছিল। কামারকুণ্ডু স্টেশনে যখন ট্রেনটি দাঁড়ায়, তখন যাত্রীরা একটু ক্ষোভ দেখান।

জনগণনায় বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক-

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর ঃ এতদিন শুধুমাত্র সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই জনগণনার কাজ করতেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার কাজ ছিল তাঁদেরই। তবে এবার সেই নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ বদল কেঃদ্রের। শুক্রবার জনগণনার কাজের নিয়ম সংশোধন করে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, জনগণনায় কাজে এবার নামানো যেতে পারে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীদেরও। ১৯৯০ সালের জনগণনা নিয়মে উল্লেখ রয়েছে, কারা সেন্সাসে কাজ করতে পারবেন। সেই বিধি কিছুটা সংশোধন করে নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করল কেঃদ্রীয় সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংশোধিত নিয়মে বলা হয়েছে, রাজ্য বা কেঃদ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জনগণনার কাজে এবার বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নরূপ কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন (ডিইএন/৩/হাওড়া)। **ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৬৩_২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশন - সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে টিএফটিআর - ৩.০০৮ টিকেএম, ব্যান্ডেল-কাটোয়া ঃ আপ ১২.৬২৫-১৩.১০০= ০.৪৭৫ কিমি, ৭৬.২৮৫-৭৬.৪৬৬=০.১৮১ কিমি, ১১.৯৩০-১২.৮২০=০.৮৯০ কিমি, ৭৬.২৮৬-৭৬.৪৫০=০.১৬৪ কিমি, ৭৯.৫৯৭-৮০.৩১০ =০.৭১৩ কিমি, ৮০.৪৪০-৮১.০২৫=০.৫৮৫ কিমি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,৭৮,০১,৬৯২.৪৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৯,৫৬,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময় সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৬৪_২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/নবদ্বীপ ধাম শাখার অধীনে ত্রিবেণী কোয়ার্টার কলোনির ৭৭টি ইউনিটে মেরামতি সহ সংস্কার কাজ, যার মধ্যে রয়েছে বারান্দায় সেফটি গ্রিল লাগানো, শৌচাগারের দরজা পরিবর্তন, রান্নাঘর ও স্নানঘরে টাইলস বসানো, ভবনের প্রবেশপথে কোলাপসিবল গেট বসানো, রং করা, প্রয়োজনীয় লিখন ইত্যাদি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,০০,০০,৬৮৮.১২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময় সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। **ক্রঃ নং ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৬৫_২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনস্থ স্টোর সহ আইওডব্লু অফিস এবং এইএন অফিসের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৫,১০,৩৫৪.২২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,১০,২০০ টাকা। **কাজ শেষের সময় সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১১.২০২৬-এ দুপুর ২টা। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্‌ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট —** ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-407/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

‘এনিমি প্রপার্টি’তেই হবে উন্নয়নের কাজ, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৬ অক্টোবর ঃ বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ শহরে বুধাসপাড়া ফ্রেন্ড একাদশ ক্লাবের দুর্গা পুজোর উদ্বোধন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন কেন্দ্র সরকার ‘এনিমি প্রপার্টি’র কাস্টডিয়ান রাজ্য সরকারকে করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর লালবাগ শহরকে আরও ভালো করে সাজাতে জমি সমস্যা মিটে গেল বলেই মনে করছেন প্রশাসনের কর্তারা। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ শহর এবং আশেপাশের এলাকায় বর্তমানে প্রায় ৪০০ বিঘার বেশি ‘এনিমি প্রপার্টি’ ও এস্টেটের জমি রয়েছে। ‘এনিমি প্রপার্টি’র মালিকানা কেন্দ্রের হাত থেকে রাজ্য সরকারের হাতে এলে সেখানে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন জেলার বিজেপি নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, ভারতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দেশ যুদ্ধে লড়াই করেছে - যেমন পাকিস্তান এবং চীন- সেই দেশগুলোতে ভারত ছেড়ে কোনও নাগরিক চলে গেলে তারা এই দেশে যে সম্পত্তি রেখে যান তা ‘এনিমি প্রপার্টি’ হিসাবে বিবেচিত হয়। কেন্দ্রের গৃহ মন্ত্রক ‘এনিমি প্রপার্টি’র কাস্টডিয়ান হিসেবে থাকেন। কোনও একটি সম্পত্তি ‘এনিমি প্রপার্টি’ হিসেবে একবার ঘোষিত হয়ে গেলে তার স্থায়ী মালিকানা সরকারের হাতে চলে যায়। শত্রু দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি, বসত বাড়ি, জমি, সোনা, ব্যবসা সমস্ত কিছুই ‘এনিমি প্রপার্টি’ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, জনশিক্ষা প্রসার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ বলেন, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পুজোর উদ্বোধন করতে এসে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণার পাশাপাশি ‘এনিমি প্রপার্টি’ নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন। রাজ্যে তৃণমূলের জামানায় মুর্শিদাবাদ পুরসভা এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর ‘এনিমি প্রপার্টি’ বেদখল হয়ে গেছে। এছাড়াও প্রচুর ‘এনিমি প্রপার্টি’ বর্তমানে অন্যের দখলে রয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, লালবাগ শহরে একটি নতুন পলিটেকনিক কলেজ রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছে। এছাড়াও এখানে একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম হবে, দু’টো মার্কেট কমপ্লেক্স হবে এবং একটি পর্যটন কেন্দ্রিক পার্কিং জোন আমরা করতে চাইছি। এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য প্রচুর জমি দরকার। সরকারের কাছেই ‘এনিমি প্রপার্টি’ হিসেবে এখন প্রচুর জমি রয়েছে, তাহলে এই সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য সরকার কেন নতুন করে টাকা খরচ করে জমি কিনবে? এই জমি উদ্ধার হলে এবং সেখানে কলেজ, হাসপাতাল বা মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ হলে সকলেই তার সুবিধা পাবে। এই সমস্ত প্রকল্পগুলোর কাজ শেষ হলে এলাকার মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে এবং প্রচুর নতুন কর্মসংস্থান হবে শহরে। প্রাচীন এই শহর আরও আধুনিক হয়ে উঠবে। রাজ্যের মন্ত্রী আরও বলেন, এখনও পর্যন্ত জমির যত জমির দাগ খতিয়ান আমাদের হাতে এসেছে তা দেখে আমরা জানতে পেরেছি লালবাগ কলেজের সামনে প্রায় ৯৯ বিঘা জমি ‘এনিমি প্রপার্টি’ রয়েছে। এছাড়াও বুধাসপাড়া এলাকায় প্রায় ৪০ বিঘা, মুর্শিদাবাদ পুরসভার প্রায় পুরো ১০ নম্বর ওয়ার্ড এস্টেট এবং ‘এনিমি প্রপার্টি’র অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও ১ নম্বর এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডেও প্রচুর ‘এনিমি প্রপার্টি’ রয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুরসভা এবং সংলগ্ন এলাকায় ‘এনিমি প্রপার্টি’ এবং ‘এস্টেট প্রপার্টি’ যোগ করলে ৪০০ বিঘার বেশি জমি রয়েছে। মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক জানান, বড় বড় পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যত জমি দরকার লালবাগ শহরে তা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা যে পিছিয়ে পড়া জেলা নয়, এখানেও যে বিভিন্নভাবে বিকাশ ঘটিয়ে কর্মসংস্থান করা সম্ভব তার জন্য রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী সচেষ্ট হয়েছেন। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করতে কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে। গৌরীশঙ্কর ঘোষ বলেন, আমরা ‘এনিমি প্রপার্টি’ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যবহার করতে গিয়ে রাতের অন্ধকারে বুলডোজার চালাবো না। ওই জমিতে যারা বসবাস করছেন বা দখলে রেখেছেন তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ দিয়ে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হবে। তারপরও কেউ যদি জোর করে জমি দখলে রাখতে চায়, উন্নয়নে বাধা দেয় তাহলে সরকার কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মন্ডল বলেন, রাজ্যে বিগত সরকারের আমলে লালবাগ এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর ‘এনিমি প্রপার্টি’ বেআইনিভাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রচুর ‘এনিমি প্রপার্টি’তে জোর করে দখলদারদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু ‘এনিমি প্রপার্টি’ জমি মাফিয়ারা জাল দলিল তৈরি করে বিক্রিও করে দিয়েছেন। এই ‘এনিমি প্রপার্টি’গুলোই এরপর মানুষের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যবহার করা হবে।

ঢাকের বোলে মায়ের বরণ, ভোগে ইলিশ-পান্তাভাত! বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর ঃ কালের নিয়ম বদলালেও এতটুকু ম্লান হয়নি শতবর্ষের গৌরব! ৫১৭ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও কালিকা পুরাণের কড়া নিয়ম মেনে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে শুরু

হল দুর্গোৎসবের ষষ্ঠীনিহিত মূল পুজো। ষষ্ঠীর সকাল সেজে উঠেছে জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোর মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে! ৫১৭ বছরে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। ষষ্ঠী পুজার মধ্যে সাজসজ্জার পর পুরোহিতের মঞ্চ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হল জলপাইগুড়ির রাজবাড়ীর পুজো। এখনও অটুট শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ম নিষ্ঠা। ইতিহাস, প্রাচীন ঐতিহ্য ও শাস্ত্রীয় আচারের মেলবন্ধনে জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো এ বছর ৫১৭তম বর্ষে পদার্পণ করল। পুজোকে ঘিরে রাজবাড়ি চত্বরে এখন সাজ সাজ রব। এর আগে চতুর্থীতে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে দেবী দুর্গা-সহ সমস্ত প্রতিমার বস্ত্র পরিধান পর্ব। প্রাচীন কালিকাপুরাণের বিধান মেনে অনুষ্ঠিত এই পুজোর রূপ ও রীতি একেবারেই অন্যরকম। এখানে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের সঙ্গে সিংহ ও বাঘের মূর্তিরও আরাধনা করা হয়। একইসঙ্গে পূজিত হন জয়া, বিজয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং মহামায়া চণ্ডী। সকাল থেকেই মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে জলপাইগুড়িতে ষষ্ঠী পূজার রম দেখতে সাধারণ মানুষের ভিড়। রাজপরিবারের পুত্রবধূ লিন্ডা বোস জানান, চতুর্থীর দিন এলাকার মহিলারা একত্রিত হয়ে দেবীকে শাড়ি পরানোর কাজটি সম্পন্ন করেন। নিয়ম অনুযায়ী ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বেলতলা, পাকুড়তলা ও বটতলায় পুজো ও দেবীর বোধন অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী দিনগুলিতে অষ্টমী ও নবমীর শাস্ত্রীয় আচার, অঞ্জলি, ভোগ নিবেদন ও সন্ধ্যারতি যথারীতি সম্পন্ন হবে। এই রাজবাড়ির পুজোর অন্যতম বিশিষ্ট ও প্রাচীন রীতি হল বিজয়া দশমীর দিন দেবীকে আমিষ ভোগ নিবেদন করা। কোনও যান্ত্রিক শব্দ নয়, ঢাকের তালে মাকে বরণ করে নিরঞ্জন করা হয়। বহু দূর-দূরান্তের মানুষ সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে আসেন জলপাইগুড়ির এই প্রাঙ্গণে। এরই সঙ্গে বহু যুগের প্রথা মেনে দশমীতে দেবীর উদ্দেশ্যে ইলিশ মাছ, পুঁটি মাছ, কচুশাক, শাপলা এবং পান্তাভাত অর্পণ করা হয়। কালের নিয়মে রাজত্ব ও রাজপদ আজ আর নেই ঠিকই তবে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোয় ভাটা পড়েনি ঐতিহ্যের আন্তরিকতায়।

বাড়িতে পুলিশের হানাঃ উদ্ধার ২৪ লক্ষ টাকা ও গাঁজা, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর ঃ গৃহপ্রবেশের আনন্দে মুখরিত অনুষ্ঠানের মাঝেই পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযানে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটল জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়া এলাকায়। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট অভিযান চালিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পাদিত্য সিংহ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে নগদ ২৪ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ২২.৮ কিলোগ্রাম গাজা উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক ও হিসাববহির্ভূত অর্থ উদ্ধারের পর বাড়ির মালিক বাপ্পাদিত্য সিংহকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুরো ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি। পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার তল্লাশি অভিযান চলাকালীন বিএসএফ-এর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাইফার ডগ-এর সাহায্য নিয়ে সমগ্র বাড়িটিতে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চলাকালীন ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া একটি ট্রলি ব্যাগ খুলতেই মেলে নগদ ২৪ লক্ষ টাকা। তবে উদ্ধার হওয়া এই বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ লেনদেনের কোনো বৈধ উৎস বা উপযুক্ত কাগজপত্র দেখাতে পারেননি ধৃত গৃহকর্তা। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি মাদক কারবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারে। উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ নগদ টাকার সঙ্গে আন্তর্জাতিক গাঁজা পাচার চক্রের কোনো সরাসরি সংযোগ রয়েছে কি না, তাও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে ইতিমধ্যেই জোরদার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হয়। জেলা পুলিশ সুপার জানান, চক্রের অন্যান্যদের হদিশ পেতে ও আরও বিশদে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে। তিনি আরও জানান, চলতি বছরে মাদকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ এখনও পর্যন্ত ৪৮ টি সফল অপারেশন পরিচালনা করেছে। এসব অভিযানে ব্রাউন সুগার, ফেনসিডিল, বিপুল পরিমাণ গাঁজা ও নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি মাদক কারবারে জড়িত থাকার অপরাধে মোট ৭২ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে নয়া গাইডলাইন ট্রাফিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৬ অক্টোবর ঃ শারদোৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা বঙ্গবাসী। মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় এবং উৎসবের দিনগুলিতে তীব্র যানজট এড়াতে আগাম আঁটঘাঁট বাঁধল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। উৎসবাদিনে জেলার মূল শহরগুলি ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলগুলিতে ট্রাফিক সুচারু রাখতে একগুচ্ছ বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তমলুক, পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, হলদিয়া, কাঁথি এবং এগরার মতো জনবহুল এলাকাগুলিতে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পণ্যবাহী ও ব্যক্তিগত যানবাহনের গতিবিধি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, উসবের দিনগুলি থেকে শুরু করে আগামী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত ধাপে ধাপে এই ট্রাফিক নির্দেশিকা কার্যকর থাকবে। পুজোর আবহে সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে ২৫ অক্টোবর এই বিধিনিষেধে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং ভিারে ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সময়সীমায় প্রয়োজনে রদবদল করা হতে পারে বলেও পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ইস্টার্ন রেলওয়ে বি.আর. সিং হাসপাতাল অর্জন করল যুগান্তকারী চিকিৎসা সাফল্য, একদিনেই বাঁচল ১২ লক্ষ টাকার রাজস্ব

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে-র নির্দেশনা ও নেতৃত্বে বি.আর. সিং হাসপাতাল (শিয়ালদহ)-এর অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক সেন্টারে এক দিনে ১৪ টি কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা ইস্টার্ন রেলওয়ের জন্য একটি ঐতিহাসিক অর্জন। ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর (পিসিএমডি) ড. দেবাশিস গুহ-র তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের কার্ডিওলজি টিম পাঁচটি এনজিওপ্লাস্টি, দুটি পেসমেকার প্রতিস্থাপন এবং আরও সাতটি বিশেষ কার্ডিয়াক চিকিৎসা প্রদান করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, টিমটি সফলভাবে প্রথম ‘ফেনেস্ট্রেশন টেভার’ সম্পন্ন করেছে, যা ইস্টার্ন রেলওয়ের অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক সেন্টারে প্রথমবারের মতো পরিচালিত একটি অত্যন্ত জটিল অ্যারোটিক চিকিৎসা। রোগীদের বিশ্বমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান ছাড়াও এই অর্জনটি ভারতীয় রেলওয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাশ্রয় নিশ্চিত করেছে। এই ১৪ টি জটিল চিকিৎসা ব্যবস্থা যদি স্ট্যান্ডার্ড সিজিএইচএস হারে তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে করানো হতো, তবে মোট খরচ হতো প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। নিজেদের অত্যাধুনিক সুবিধা ব্যবহার করে ইন-হাউস প্রক্রিয়ায় এই চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে বি.আর. সিং হাসপাতাল মাত্র একদিনেই রেলওয়ের রাজস্ব থেকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করেছে। ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর ড. দেবাশিস গুহ উল্লেখ করেছেন যে, এই যুগান্তকারী সাফল্য আমাদের চিকিৎসা টিমের ক্লিনিক্যাল উৎকর্ষ এবং অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ফেনেস্ট্রেশন টেভার-এর মতো জটিল পদ্ধতি ইন-হাউসে সম্পন্ন করার ফলে রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের জন্য যেমন উন্নতমানের চিকিৎসা সুনিশ্চিত হয়, তেমনই রেলওয়ের মূল্যবান সম্পদও রক্ষা পায়। ইস্টার্ন রেলওয়ে তার চিকিৎসা পরিকাঠামোকে ক্রমাগত উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে রেলওয়ে কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবার সরাসরি রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ভেতরেই উচ্চমানের বিশেষায়িত যত্ন লাভ করতে পারেন।

ADDA

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Durgapur Office: 1stAdministrativeBuilding, City Centre, Durgapur–713216

E-NIT No.-ADDA/DGP/ED/G-57(XXXIV)/2026-2027/N-15 of 2026-2027 Dated 14.10.2026

Executive Engineer (Electrical), ADDA, Durgapur invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced eligible Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in, or ADDA office, Durgapur.

Sd./-E.E.(Electrical), ADDA, Durgapur

মালিগাঁওস্থিত মুখ্য কার্যালয়ে ইভি চার্জিং সুবিধা স্থাপন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৬ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৬ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে গুয়াহাটির মালিগাঁওস্থিত মুখ্য কার্যালয়ে ইলেক্ট্রিক ভ্যাহিকেল (ইভি)- এর চার্জিং কেন্দ্র স্থাপন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই সুযোগ-সুবিধাগুলির উদ্বোধন করেন। এই পদক্ষেপটি দীর্ঘস্থায়ী গতিশীলতার প্রসার এবং ইলেক্ট্রিক ভ্যাহিকেলের ব্যবহারকে উৎসাহিত করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নতুনকরে স্থাপিত এই সুযোগ-সুবিধা চার চাকা ও দুই চাকা, উভয় ধরনের যানবাহনের জন্যই উপযোগী। এগুলি কর্মচারী ও কার্যালয়ের কাজে আসা জনসাধারণদের জন্য চার্জিং-এর সুবিধাজনক ব্যবস্থা প্রদান করে এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থার দিকে ক্রমবর্ধমান রূপান্তরকে সহায়তা করে। এই সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে চার চাকার যানবাহনের জন্য ডুয়াল গানযুক্ত একটি ৬০ কেডব্লিউ ডিসি ফাস্ট চার্জার, যা সিসিএস২ কানেক্টর দিয়ে সজ্জিত এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও মডেলের বৈদ্যুতিক গাড়ির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই চার্জারটিতে আনুমানিক ৩০-৪০ মিনিটের চার্জিং সময় লাগে, যার ফলে দ্রুত চার্জিং হয় এবং ব্যবহারকারীদের অপেক্ষার সময় কমিয়ে দেয়। এই সুবিধাটি গাড়ি ব্যবহারকারীদের জন্য ইলেক্ট্রিক ভ্যাহিকেল চার্জ করা কাজটিকে আরও সুবিধাজনক করে তুলবে এবং ইলেক্ট্রিক ভ্যাহিকেলের ক্রমবর্ধমান গ্রহণকে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, ইলেক্ট্রিক দু-চাকা বাহনের জন্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ইউনিভার্সাল সকেটযুক্ত ৩.৩ কেডব্লিউ চার্জার স্থাপন করা হযেছে। বাহনের ব্র্যান্ড ও মডেলের উপর নির্ভর করে চার্জ হতে সর্বোচ্চ ১.৫ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে, যা প্রতিদিন যাতায়াতকারী এবং অন্যান্য

ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সুবিধাজনক চার্জিং ব্যবস্থা প্রদান করে। এই সুবিধাগুলি স্থাপনের ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় চত্বরে ইভি চার্জিং পরিকাঠামোর উপলব্ধতা উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে এটি কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের ইলেক্ট্রিক ভ্যাহিকেল ব্যবহারে উৎসাহিত করবে এবং প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানিচালিত যানবাহনের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করবে। এই পদক্ষেপটি পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল অভ্যাসগুলিকে উৎসাহিত করার এবং পরিচ্ছন্ন ও আরও স্থিতিশীল পরিবহন ব্যবস্থাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকেও প্রতিফলিত করে।

খড়গপুর ডিভিসনে বিজ্ঞাপনী চুক্তিস্বত্বের ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং. এডিভিটি-কেজিপি-২০২৬-০৯ তারিখঃ ১৩.১০.২০২৬

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত সম্পদের ই-নিলাম করা হবে ঃ **নিলামের তারিখ ঃ ৩০.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ থেকে দুপুর ২টো ১০ মিনিট পর্যন্ত। অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিটি-কেজিপি-২৬-০৯।**

● নিম্নলিখিত স্টেশন এলাকার অভ্যন্তরে বোর্ড, গ্লোসাইন/ কিয়স্ক ইত্যাদি আকারে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল)-এর প্রদর্শন (i) নলপুর স্টেশন (ii) সাঁতরাগাছি স্টেশন (এফওবি-১) (iii) সাঁতরাগাছি স্টেশন (পিএফ)।

● খড়গপুর ডিভিসনে চলাচলকারী **ছয় (৬)টি ইএমই রেকের** পার্শ্ব দেওয়ালের (জানালা এবং রেলওয়ের আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে) সমগ্র বহির্গাত্রে ভিনাইল র‍্যাপিং দ্বারা এবং **১২৮৮৩/১২৮৮৪ (সাঁতরাগাছি- পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস)**-এর পার্শ্ব দেওয়ালের (জানালা এবং রেলওয়ের আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে) সমগ্র বহির্গাত্রে ভিনাইল র‍্যাপিং দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন।

● (i) ট্রেন নং **১২৮৮৫/১২৮৮৬ শালিমার-ভজুডিহি আরণ্যক এক্সপ্রেস**-এর নির্দিষ্ট কোচসমূহের ওয়াশ বেসিনের নিকট আয়না ও ওয়াশরুম এবং খাবারের ট্রে + সীট-এর পেছনে নির্দিষ্ট জায়গাতে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে) ভিনাইল স্টিকার আটকানোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। (ii) ট্রেন নং **১২২২২/১২২২১ হাওড়া-পুণে দুরন্ত এক্সপ্রেস**-এর সকল কোচসমূহের ওয়াশ বেসিনের নিকট আয়না ও ওয়াশরুম এবং খাবারের ট্রে + সীট-এর পেছনে নির্দিষ্ট জায়গাতে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে) ভিনাইল স্টিকার আটকানোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। (iii) ট্রেন নং **১২৮৫৭/১২৮৫৮ হাওড়া - দীঘা তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস**-এর নির্দিষ্ট কোচসমূহের ওয়াশ বেসিনের নিকট আয়না ও ওয়াশরুম এবং খাবারের ট্রে + সীট-এর পেছনে নির্দিষ্ট জায়গাতে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে) ভিনাইল স্টিকার আটকানোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। (iv) ট্রেন নং **১২৮৮৩/১২৮৮৪ সাঁতরাগাছি- পুরুলিয়া এক্সপ্রেস**-এর নির্দিষ্ট কোচসমূহের ওয়াশ বেসিনের নিকট আয়না ও ওয়াশরুম এবং খাবারের ট্রে + সীট-এর পেছনে নির্দিষ্ট জায়গাতে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে) ভিনাইল স্টিকার আটকানোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন।

● নিম্নলিখিত স্টেশনে ঘরের বাইরের এলাকাতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন (i) খড়গপুর স্টেশন (উত্তর দিক), (ii) হাউর স্টেশন, (iii) শালিমার স্টেশন যা **https://www.ireps.gov.in/**ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং ই-নিলাম বিজ্ঞাপ্তি সংক্রান্ত বিশদ ও তথ্যাদি উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইট থেকে পড়ে নিতে বলা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে /ব্যাখার প্রয়োজন হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-906) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেট্রো রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ঃ আসন্ন দুর্গাপূজা-২০২৬ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ যাত্রী মেট্রো পরিষেবা ব্যবহার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশন ও ট্রেনে ব্যাপক ভিড় হতে পারে। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে, ১৬.১০.২০২৬ (মহাসপ্তমী) থেকে ২১.১০.২০২৬ (বিজয়া দশমী) পর্যন্ত মেট্রো চত্বরে সকল যাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বর, দমদম, শ্যামবাজার, শোভাবাজার-সুতানুটি, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেন্ট্রাল, পার্ক স্ট্রিট, যতীন দাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর, মাস্টারদা সূর্য সেন এবং কবি নজরুল স্টেশনে পর্যাপ্ত আরপিএফ ও অন্যান্য কর্মী মোতায়েন করা হবে। এছাড়া, এসপ্ল্যানেড, হাওড়া, হাওড়া ময়দান এবং শিয়ালদহ স্টেশন বিশেষ নিরাপত্তা নজরদারির আওতায় থাকবে। এর পাশাপাশি, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হচ্ছেঃ ১. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং যাত্রীদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে মহিলা আরপিএফ কর্মীসহ ‘কুইক রেসপন্স টিম’ এবং ‘ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম’ (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল) মোতায়েন করা হবে। ২. নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রেন ও স্টেশনগুলোতে মহিলা আরপিএফ দল মোতায়েন থাকবে। ৩. ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কোনো যাত্রী যাতে হলুদ দাগ অতিক্রম না করেন কিংবা টানেল বা ভায়াডাক্টের মুখে না যান, তা নিশ্চিত করতে প্ল্যাটফর্মে পর্যাপ্ত সংখ্যক আরপিএফ ও অন্যান্য কর্মী নিয়োজিত থাকবেন। ৪. মিড-পয়েন্ট শ্যাফট, কুলিং টাওয়ার, পাম্প হাউস, ইলেকট্রিক সাব-স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে নিয়মিত টহলদারি চালানো হবে। ৫. পূজার দিনগুলোতে নোয়াপাড়া, টালিগঞ্জ, কবি সুভাষ, সেন্ট্রাল পার্ক এবং জোকা কারশেডেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। ৬. ১৬.১০.২০২৬ থেকে ২১.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড রোধে প্রয়োজনীয় তল্লাশি চালানোর জন্য ডগ স্কোয়াডকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হবে। ৭. গোয়েন্দা ও ডিটেকটিভ শাখার কর্মকর্তারা জনাকীর্ণ স্টেশনগুলোতে নজরদারি চালাবেন এবং সন্দেহজনক কোনো গতিবিধি থাকলে তার ওপর কড়া নজর রাখবেন। ৮. নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা সিসিটিভি ফুটেজ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ভিড় ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবেন। ৯. অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে ঘনঘন ঘোষণা দেওয়া হবে। এছাড়া যাত্রীদের সহায়তা করতে এবং ভিড় কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে আরপিএফ কর্মীরা লাউড হেইলার, ওয়াকি-টকি ও কিউ-ম্যানেজার ব্যবহার করবেন। ১০. যাত্রী ও তাঁদের মালপত্র তল্লাশির জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হবে, যারা লাগেজ স্ক্যানার ও হ্যান্ড-হেল্ড মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করবেন। ১১. মেট্রো পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে এবং যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে মেট্রো কর্মকর্তা ও কর্মীদের মোতায়েন করা হবে। ১২. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার খোলা হবে। যাত্রীদের মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এছাড়া, টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইন এড়াতে এবং সময় বাঁচাতে যাত্রীদের ওয়াল-মাউন্টেড টিকেটিং টার্মিনাল, ‘আমার কলকাতা মেট্রো’ অ্যাপ, স্মার্ট কার্ড অথবা বিভিন্ন স্টেশনে প্রদর্শিত কিউআর কোডযুক্ত স্টিকার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED

CIN: L70101WB1983PLC036161

Regd Office: 7, P.K Tagore Street, Kolkata - 700006

E-mail id: shranchi@yahoo.com **Website:** www.hallmarkpropertiesandtraders.com

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2026

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.9.2026	30.6.2026	30.9.2025	30.9.2026	30.9.2025	31.3.2026
	(Refer Notes Below)	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	**Income**						
	(a) Revenue from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Income [a+b]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**Expenses**						
	(a) Purchase of stock-in-trade/services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Employee benefits expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Finance Cost	—	—	—	—	—	—
	(d) Depreciaion and amortisation expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Other expenses	0.49	2.41	0.00	2.90	0.00	0.00
	Total Expenses [a+b+c+d+e]	**0.49**	**2.41**	**0.00**	**2.90**	**0.00**	**3.63**
3	**Profits/(Loss) before Exceptional Items (1-2)**	**(0.49)**	**(2.41)**	**—**	**(2.90)**	**—**	**(3.63)**
4	Exceptional items	—	—		—		—
5	**Profits/(Loss) before Extraordinary Items and Tax(3-4)**	-0.49	(2.41)	—	-2.90	—	(3.63)
6	Extraordinary Items	—	—	—	—	—	—
7	**Profits/(Loss) before tax (5-6)**	**-0.49**	**(2.41)**		**-2.90**		**(3.63)**
8	Tax Expense						
	(a) Current Tax	—	—	—	—	—	—
	(b) Deferred Tax	—	—	—	—	—	—
9	**Net Profit/Loss for the period after tax (7-8)**	**(0.49)**	**(2.41)**	**—**	**(2.90)**	**—**	**(3.63)**
10	Others Comprehensive Income Items that will not be reclassified to Profit or (Loss)	—		—	—	—	
	a) Changes in Fair Value of Equity Instruments through Other Comprehensive Income	—	—	—	—	—	—
	b) Income tax relating to item (a) above	—	—	—	—	—	—
11	**Total Other Comprehensive Income (net of tax)**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
12	**Total Comprehensive Income for the period (9+11)**	(0.49)	(2.41)	—	(2.90)	—	(3.63)
13	Paid-up equity share capital (Face value : Rs.10/- per share)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
14	Other Equity (excluding Revaluation Reserves)						-24.00
15	Earnings per Equity Share (not annualised)						
	(a) Basic (Rs.)	-0.02	-0.10	0.00	-0.12	0.00	-0.15
	(b) Diluted (Rs.)	-0.02	-0.10	0.00	-0.12	0.00	-0.15

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE ASSETS & LIABILITIES AS AT SEPTEMBER 30, 2026

(Rs. in Lakhs)

		Particulars	As at 30.09.2026 (Audited)	As at 31.03.2026 (Audited)
A		**ASSETS**		
	1	**Non-current assets**		
		Property, plant and equipment	—	—
		Goodwill	—	—
		Other Intangible Assets	—	—
		Financial assets		
		Investments	—	—
		Trade Receivable	—	—
		Loans	—	—
		Other financial assets	—	—
		Other non-current assets	—	—
		- Prepaid Expenses	—	—
		Sub-total - Non-Current Assets	—	—
	2	**Current assets**		
		Financial assets		
		Investment	—	—
		Trade receivables	—	—
		Cash and cash equivalents	—	—
		Bank Balance other than cash & cash equivalents	0.09	0.93
		Loans	—	—
		Other Financial Assets	—	—
		Other Current Assets	—	—
		Sub-total - Current Assets	**0.09**	**0.93**
		TOTAL - ASSETS	**0.09**	**0.93**
B		**EQUITY AND LIABILITIES**		
	1	**Equity**		
		Equity Share Capital	24.00	24.00
		Other Equity	-30.53	-27.63
		Sub-total - Equity attributable to owners of the Company	**-6.53**	**-3.63**
	2	**LIABILITIES**		
		Non-current liabilities		
		Financial liabilities		
		Borrowings	—	—
		Other financial liabilities		—
		Other non-current liabilities		
		Provisions	—	—
		Deferred tax liabilities (net)	—	—
		Sub-total - Non-current liabilities	—	—
	3	**Current liabilities**		
		Financial liabilities		
		Borrowings	6.62	3.96
		Trade payables due to :		
		Micro and Small Enterprises	—	—
		Other than micro and Small Enterprises	—	—
		Other financial liabilities	—	—
		Other current liabilities	—	0.59
		Provisions	—	—
		Current tax liabilities (net)	—	—
		Sub-total - Current liabilities	6.62	4.56
		TOTAL - EQUITY AND LIABILITIES	**0.09**	**0.93**

Audited Standalone Statement of Cash Flows for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2026

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Half Year Ended	
	30.09.2026 (Audited)	30.09.2025 (Unaudited)
A. Cash flow from operating activities		
Net profit before tax	(2.90)	—
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:	—	
Depreciation and amortisation	—	—
Interest Income	—	—
Other Income	—	—
Operating profit before working capital changes	(2.90)	—
Changes In working capital: Adjustments for		
(Increase)/decrease in trade receivables & unbilled revenue	—	—
(Increase)/decrease in Loans (Current)	—	—
(Increase)/decrease in other Financial Assets (Non Current)	—	—
(Increase)/decrease in Other Current Assets	—	—
(Increase)/decrease in Other Non Current Assets	—	—
Increase/(decrease) in trade & other payables (Current)	—	—
Increase/(decrease) in Other Current Liabilities	(0.59)	—
Increase/Decrease in Non Current loan	2.65	—
(Increase)/decrease in other Financial Laibilities (Non Current)	—	—
Increase/(decrease) in Provisions (Current)	—	—
(Increase)/decrease In working capital	**2.06**	—
Cash generated from operations	—	—
Income taxes paid	—	—
Net cash (used in)/generated from operating activities	(0.84)	—
B. Cash flow from Investing activities		
Increase in non current Asset	—	—
Purchase of fixed assets	—	—
Interest received	—	—
Other Income	—	—
(Purchase)/sale of current investments	—	—
Net cash (used In)/generated from investing activities	—	—
C. Cash flow from financing activities		
Proceeds from Issue of share capital	—	—
Loan from Director	—	3.08
Finance Cost paid	—	—
Dividend paid	—	—
Net cash (used In)/generated from financing activities	—	**3.08**
Net increase/(decrease) In cash and cash equivalents (A+B+C)	(0.84)	3.08
Cash and cash equivalents at beginning of the period	0.93	—
Cash and cash equlvalents at end of the period	0.09	3.08

Note: The above Statement of Cash Flows has been prepared under the Indirect Method as set out in IND AS 7 "Statement of Cash Flows".

Notes:

1. The Audited Standalone Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
2. The above Audited Standalone Financial Results for the quarter ended September 2026 were reviewe by the Board and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 16th October, 2026. These results have been subjected to a Limited Review carried out by the Statutory Auditors.
3. The figures for the corresponding periods have been regrouped, reclassified & restated wherever necessary, to conform to the figures of the current period.
4. The Company derives revenue primarily from engaged in business of deal in freehold, leasehold, ground rents and interest received from lending money services.There are no other reportable segment in terms of IND AS-108 Segment Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India. However there is no such income has been derived by the Company.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)
DIN : 00612517

Place : Kolkata
Date : 16.10.2026

ক্যারিবিয়ানদের ডেকে বিসিসিআইয়ের আয় ২৮৫ কোটি অথচ শাই হোপদের বোর্ডের কানাকড়িও জুটল না!

নিজস্ব প্রতিবেদন

টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ মানেই টাকার ছড়াছড়ি। কিন্তু এই বিপুল অর্থে কি উপকৃত একটিমাত্র পক্ষ? প্রশ্ন উঠছে। তার কারণ, ভারতের মাটিতে চলতি সাদা বলের সিরিজ থেকে বিসিসিআইয়ের ঘরে যখন ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৯৩ থেকে ২৮৫ কোটি টাকা) ঢুকতে চলেছে, তখন সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাপ্তি স্রেফ শূন্য! শনিবার বেঙ্গালুরুতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনাল। তার ঠিক আগে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের এই একতরফা লভ্যাংশ বণ্টন নীতি নিয়ে বিস্ফোরক ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিইও ক্রিস দেহরিং। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আয়োজক দেশ পুরোটাই অর্থাৎ, ১০০ শতাংশ লভ্যাংশ নিজেদের পকেটে পোরে। উইজডেনের 'দ্য স্কুপ' পডকাস্টে দেহরিংয়ের সাফ কথা, ১৯৯৭ সালে চালু হওয়া এই আর্থিক মডেল ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে। তাঁর কথায়, ''এই সিরিজ ভারতের মাটিতে খেলা হচ্ছে বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কিছুই পাবে না। ভারতে যে সিরিজ থেকে ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন ডলার আয় হতে পারে, সেখান থেকে আমাদের ঝুলিতে এক পয়সাও ঢুকবে না। এটা কেন হল

বুঝতে গেলে ১৯৯৭ সালে ফিরে যেতে হবে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত, আইসিসি-র সদস্য দেশগুলো যখন বিশ্ব ক্রিকেটের আর্থিক কাঠামো বদলের পক্ষে ভোট দেয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তার আগে পর্যন্ত আমাদের দলের দারুণ চাহিদা ছিল। সবাই চাইত আমরা তাদের দেশে সফর করি। সেই সফর বাবদ ট্যুরিং ফি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের ঘরের মাঠে সিরিজ আয়োজন করে হওয়া আয়ের চেয়েও অনেক বেশি!'' সেই ভোটাভুটিতে ৯-১ ব্যবধানে হেরে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দেহরিং বলেন, ''১৯৯৭ সালের ওই সিদ্ধান্ত চরম অন্যায়। আইসিসি-র সদস্য দেশগুলোর ভোটে আমরা ৯-১ ব্যবধানে হেরে যাই। আমি তখনই বলেছিলাম, আয়ের প্রধান উৎসটা কেড়ে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটের মৃত্যুপরোয়ানায় সই করে দিল। এর ফলে দেড়শো কোটি মানুষের দেশ ভারত নিজেদের বিশাল বাজারের পুরো টাকাটাই পকেটে রাখার সুযোগ পেল। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নির্ভর করতে হল মাত্র ১ লক্ষ জনসংখ্যার অ্যান্টিগা কিংবা ৩০ হাজার মানুষের সেন্ট কিটসের ক্ষুদ্র বাজারের আয়ের উপর।'' একদা বিশ্বক্রিকেটের পরাশক্তি আজ তিন ফরম্যাটেই ধুঁকছে। বারবার আর্থিক সংকট, বেতন নিয়ে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের জেরে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টি ফ্রিল্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। সম্প্রতি আর্থিক অনটনে খেলোয়াড়দের বেতন ছাঁটাই ও চুক্তির মেয়াদ কমাতেও বাধ্য হয়েছে বোর্ড। প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি ডেভ ক্যামেরনও সম্প্রতি এই রাজস্ব বণ্টন নীতিকে হতাশাজনক আখ্যা দিয়েছেন। বর্তমানে আইসিসি-র মোট লভ্যাংশের মাত্র ৫ শতাংশ পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেখানে বড় বাজার ও বিপুল আয়ের সুবাদে ভারতের ঘরে যায় সর্বোচ্চ ৩৮ শতাংশেরও বেশি অর্থ।

'৮ নম্বর পর্যন্ত ব্যাটার রাখা সাহসিকতা নয়'

বিশেষজ্ঞ বোলার না খেলানোয় উঠছে প্রশ্ন

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৬ অক্টোবরঃ প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ভারতের ২৪ রানে হারের পর দলের নির্বাচন ও বোলিং আক্রমণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, শক্তিশালী বোলিং আক্রমণের বদলে ব্যাটিং গভীরতাকে বেশি

গুরুত্ব দিয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট হায়দরাবাদে এই ম্যাচে ভারত চার জন বিশেষজ্ঞ বোলার ও দু'জন অলরাউন্ডারকে নিয়ে খেলতে নেমেছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা কাজে আসেনি। ২০ ওভারে তিন উইকেটে ২৪৭ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রান তাড়া করতে নেমে আগ্রাসী ব্যাটিং করেও ২২৩ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত। ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-২ ব্যবধানে সমতা ফিরিয়েছে ক্যারিবিয়ানরা। ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে কাইফের বক্তব্য, ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর চেয়ে বিশেষজ্ঞ বোলারদের উপর বেশি ভরসা করা উচিত ছিল দলের। তাঁর মতে, আট নম্বর পর্যন্ত ব্যাটার থাকাটা সাহসী সিদ্ধান্ত নয়। বরং ব্যাটিং সহায়ক পিচে পাঁচ জন দক্ষ বোলার নিয়ে খেলাই আসল সাহসের পরিচয়। কাইফ বলেন, ''আট নম্বর পর্যন্ত ব্যাটার থাকা সাহসিকতা নয়। ভালো ব্যাটিং পিচে নিজেদের সেরা বোলারদের খেলানোই আসল সাহসের পরিচয়। সাত জন ব্যাটার এবং পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়ে খেলাটা সাহসী সিদ্ধান্ত। সেই পাঁচ জনের মধ্যে অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলকেও রাখা যেতে পারে। প্রতিপক্ষকে ২৫০ রান করতে দিয়ে তার পর সেই রান তাড়া করে জিতব, এমন ভাবনাকে সাহসিকতা বলে না। পাঁচ জন প্রধান বোলার খেলালে এত বেশি রান তাড়া করার প্রয়োজনই পড়ত না। পিচ যত বেশি ব্যাটিং সহায়ক হবে, তত বেশি বিশেষজ্ঞ বোলারকে দলে রাখা উচিত।'' চলতি সিরিজে ভারতের বোলিংয়ের দুর্বলতা বারবার সামনে এসেছে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ২৫০ রানের লক্ষ্য দিয়েও জিততে পারেনি ভারত। তৃতীয় ম্যাচে ১৪ রানে জিতলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০৯ রান তুলেছিল। চতুর্থ ম্যাচেও ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের বড় রান করা আটকাতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা। এই পরিস্থিতিতে কুলদীপ যাদবকে প্রথম একাদশে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কাইফ। তাঁর মতে, হায়দরাবাদের পিচে বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ কার্যকর হয়ে উঠতে পারতেন। কাইফ বলেন, ''আমি কুলদীপ যাদবকে খেলাতাম। এই হায়দরাবাদের পিচেই নিজের পরিচিতি তৈরি করেছিলেন রশিদ খান। আইসিসি ক্রমতালিকায় প্রথম চার জন স্পিনারের প্রত্যেকেই লেগ স্পিনার। তাই ব্যাটিং সহায়ক পিচে কুলদীপ আরও কার্যকর হতে পারতেন।'' কুলদীপের বোলিংয়ের ধরনও এই পিচে সুবিধা করে দিতে পারত বলে মনে করেন কাইফ। তাঁর দাবি, ''বল করার গতি বদলানো এবং হায়দরাবাদের পিচ থেকে পাওয়া বাড়তি বাউন্স কুলদীপকে সাহায্য করতে পারত। ভারত চাইলে একজন ব্যাটারকে বাদ দিয়ে অনায়াসেই আরও একজন বোলারকে খেলাতে পারত।'' চতুর্থ ম্যাচের পর পাঁচ ম্যাচের সিরিজে এখন ২-২ সমতা। ফলে শনিবার বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টিই ঠিক করে দেবে সিরিজের বিজয়ী দল কে হবে। তার আগে ভারতের দল নির্বাচন এবং বোলিং আক্রমণের ভারসাম্য নিয়ে কাইফের এই বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের পর্যটন দূত হলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ১৬ অক্টোবরঃ হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন। এখন রয়েছেন রিহ্যাবের মধ্যে। এরই মধ্যে মাঠের বাইরে নতুন ভূমিকায় জেমাইমা রডরিগেজ। সুইজারল্যান্ডের পর্যটন দূত হলেন বিশ্বকাপ জয়ী এই ক্রিকেটার। যার পোশাকি নাম 'ফ্রেন্ডশিপ অ্যাম্বাসেডর'। বেঙ্গালুরুতে সুইজারল্যান্ড ট্যুরিজমের পক্ষ থেকে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সুইজারল্যান্ড ট্যুরিজমের সিইও মার্টিন নাইডেগার। তিনিই বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানে 'ফ্রেন্ডশিপ অ্যাম্বাসেডর' হিসাবে জেমাইমার নাম ঘোষণা করেন। হানিমুন থেকে শুরু করে ছুটি কাটানোর অন্যতম সেরা ডেস্টিনেশন সুইজারল্যান্ড। এবার আল্পস পর্বতমালার দেশকে নিয়ে বিশেষ

প্রচার করবেন ভারতীয় ক্রিকেটার। এমন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত জেমাইমা স্বয়ং। তিনি বলেন, ''ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে বরাবরই বিশেষ ব্যাপার। যেখানেই যাই না কেন, বাড়ির স্মৃতি নিয়ে যাই। নতুন এই দায়িত্ব পেয়ে রোমাঞ্চিত। সুইজারল্যান্ডকে নতুন করে জানার, আবিষ্কার করার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেশে ফিরে সকলের সঙ্গে সেই সব মুহূর্ত ভাগ করে নিতে উন্মুখ হয়ে আছি।'' অন্যদিকে নাইডেগার বলেন, ''বহু বছর ধরে দুই দেশের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক প্রজন্মের সঙ্গে সেই সম্পর্ক বিকশিত। তারই অংশ জেমাইমা। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষমতা তাঁকে এই ভূমিকার জন্য উপযুক্ত করেছে। জেমাইমাকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত।'' উপস্থিত ছিলেন সুইজারল্যান্ড ট্যুরিজমের ভারতের ডিরেক্টর ক্রিশ্চিয়ান শচ।

রঞ্জি দল থেকে বাদ যশস্বী, শূন্য রানে আউট হওয়ার জন্য? উঠছে প্রশ্ন

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৬ অক্টোবরঃ এক ম্যাচ খেলেই যশস্বী জয়সওয়ালের রঞ্জি ট্রফি ২০২৬-২৭ মরশুমের যাত্রা শেষ হলো। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে মরশুমের উদ্বোধনী ম্যাচে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার তারকা ওপেনার। একমাত্র ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। এর পরপরই হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের দ্বিতীয় ম্যাচের স্কোয়াড থেকে যশস্বীর নাম বাদ পড়ায় জল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন হয়তো ফর্মের কারণেই তাঁকে বসানো হলো। প্রথম ম্যাচে রান না পাওয়ায় তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এলিট গ্রুপ 'ডি'-র লড়াইয়ে নিজেদের ঘরের মাঠে চণ্ডীগড়কে একপ্রকার গুঁড়িয়ে দিয়েছে মুম্বই। ইনিংস ও ১৫৫ রানের দাপুটে জয়ে পুরো পয়েন্ট তুলে নিয়েছে দল। তবে মুম্বইয়ের ব্যাটাররা রানের পাহাড় গড়লেও ওপেনার হিসেবে রান পাননি যশস্বী। আন্তর্জাতিক তারকাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে ফর্ম ঝালিয়ে নেওয়ার মঞ্চে এই ব্যর্থতা নিশ্চিতভাবেই কিছুটা অস্বস্তিকর ছিল। তবে মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও শাস্তিমূলক

বা পারফরম্যান্সভিত্তিক সিদ্ধান্ত নয় আগামী ২৪ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা ভারত 'এ' দলের নিউ জিল্যান্ড সফরের জন্য যশস্বীকে আগেভাগেই প্রস্তুত হতে স্কোয়াড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ১৮ থেকে ২১ অক্টোবর হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে মুম্বই। যশস্বী ছিটকে যাওয়ায় তাঁর জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন তরুণ ব্যাটার অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। এদিকে শুধু যশস্বীই নন, মুম্বইয়ের ব্যাটিং লাইন-আপে একটি বড় ধাক্কা লেগেছে। চোটের কারণে স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেছেন ব্যাটার আয়ুষ মাত্রে। তাঁর জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে হার্ড-হিটিং ব্যাটার ও অলরাউন্ডার সূর্যাংশ শেডগেকে। এই জোড়া পরিবর্তনের ফলে হিমাচলের মাটিতে নতুন কম্বিনেশন নিয়েই নামতে হচ্ছে মুম্বইকে। অন্যদিকে আসন্ন নিউ জিল্যান্ড সফরটি ভারতের জাতীয় দলের টেস্ট স্কয়্যাডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিউ জিল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে আনঅফিসিয়াল টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত 'এ' কিউয়িদের দেশের ঘাসযুক্ত পিচে সুইং ও বাউন্সের পরীক্ষায় পাঠানো হচ্ছে একঝাঁক আন্তর্জাতিক মানের ব্যাটার ও বোলারকে। সেই সফরে যশস্বীর সঙ্গী হচ্ছেন কে এল রাহুল, দেবদত্ত পাডিক্কল, সাই সুদর্শন, পেসার আকাশ দীপ এবং ধ্রুব জুরেল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি২০-র আগে হঠাৎ-ই দলে ভুবনেশ্বর

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৬ অক্টোবরঃ একেই বলে 'মেঘ না চাইতে জল'। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন ভুবনেশ্বর কুমার। কিন্তু তার আগেই খুলে গেল জাতীয় দলে ফেরার দরজা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে খেলতে পারেন তিনি। চতুর্থ ম্যাচে বাঁ কাঁধে চোট পেয়েছেন অর্শদীপ সিং। ফলে ১৭ অক্টোবর, শনিবার বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বরকে দলে ফিরিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ২০২২ সালের নভেম্বরের পর ফের জাতীয় দলের জার্সিতে খেলার সুযোগ এসেছে তাঁর সামনে। বুধবার হায়দরাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টির শেষ ওভারে চোট পান অর্শদীপ। ক্যারিবিয়ান পেসার শামার জোসেফের একটি জোরে করা শর্ট বল তাঁর বাঁ কাঁধে লাগে। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন ভারতীয় পেসার। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ছুটে আসেন দলের চিকিৎসকেরা। এর পর চার বলে পাঁচ রান করে মাঠ ছাড়েন অর্শদীপ। ম্যাচটি ২৪ রানে হেরে যায় ভারত। ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-২ সমতা ফিরিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শনিবার বেঙ্গালুরুতে শেষ ম্যাচে সিরিজ জেতার লড়াইয়ে নামবে দু'দল। অর্শদীপের চোট কতটা গুরুতর, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর সেরে ওঠার পরিস্থিতি দেখেই শেষ ম্যাচে খেলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বোর্ড। অর্শদীপের চোটের কথা মাথায় রেখে পঞ্চম টি-টোয়েন্টির দলে ভুবনেশ্বর কুমারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তবে অর্শদীপের পরিবর্ত হিসেবেই ভুবনেশ্বরকে নেওয়া হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট করেনি বোর্ড। অর্শদীপ এখনও দলের সদস্য হিসেবেই রয়েছেন। বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি-টোয়েন্টির জন্য ভারতীয় দলে ভুবনেশ্বর কুমারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বুধবার হায়দরাবাদে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে বোলিং করার সময় কাঁধে চোট পেয়েছিলেন অর্শদীপ সিং। শেষ ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন কি না, তা তাঁর সেরে ওঠার পরিস্থিতি দেখে ম্যাচের আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।''

'আমায় শাস্তি দেওয়া খুব সহজ!' ৫০০ ফাউলের নজির টেনে রেফারিদের নিশানা ভিনি জুনিয়রের

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৬ অক্টোবরঃ লা লিগায় প্রতিপক্ষের চুল টানা ও প্রতিবাদের মাশুল চার ম্যাচের নির্বাসন। রবিবার ঘরের মাঠে সেভিয়া, বার্সেলোনার বিরুদ্ধে এল ক্লাসিকো এবং রেসিং সান্তান্দার ও ভ্যালেন্সিয়ার অ্যাওয়ে ম্যাচে দর্শক রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়াস জুনিয়র। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রোমার বিরুদ্ধে ৪-৩ গোলে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পরেই রেফারিদের দ্বিচারিতা নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাজিলীয় তারকা। রোম জয়ের পর ছাব্বিশের তারকার দাবি, ''অন্য কোনও ফুটবলারকে চার ম্যাচ নির্বাসিত হতে দেখিনি। সামনে থাকা ফুটবলারকে সরাতে গিয়ে ওর চুলে হাত আটকে যায়। ব্যস, সোজা লাল কার্ড! তাই এতটা অবাক হয়েছি। রেফারিকে একটাও কুকথা বলিনি যার জন্য চার ম্যাচের শাস্তি হতে পারে। কিন্তু ভিনির বেলায় সবকিছুই খুব সহজ।'' পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁর সংযোজন, ''হিসাব দেখেছি-আমাকে ৫০০ বার ফাউল করা হলেও লাল কার্ড দেখানো হয়েছে মাত্র পাঁচবার। শেষে হলুদ কার্ডগুলো সব ভিনি আর

আক্রমণাত্মক ফুটবলারদেরই জোটে। বার্সেলোনার লামিনে বা আতলেতিকোর জুলিয়ানের মতো যারা খেলায় নতুনত্ব আনে, তাদের সুরক্ষা দরকার। গোটা ম্যাচে ডিফেন্ডাররা আমাকে ফাউল করার ছাড়পত্র পায়, আর শেষে কার্ড দেখি আমি!'' রোমা ম্যাচের ঠিক দু'ঘণ্টা আগে শাস্তির খবরে ক্ষুব্ধ কোচ জোসে মোরিনহোও। তাঁর প্রশ্ন, ''স্প্যানিশ ফুটবলের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচের প্রস্তুতি নেওয়া ফুটবলার কিক-অফের দু'ঘণ্টা আগে চার ম্যাচ নির্বাসনের খবর পাচ্ছে-এটা কি স্বাভাবিক? টিম বাসে স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে আমরা খবরটা পাই। ওরা নির্লজ্জের মতো কাজকর্ম শুরু করেছে।'' চলতি মরশুমে ক্লাব ও দেশের হয়ে গোল মাত্র দুটি। তবু আত্মবিশ্বাসী ভিনিসিয়াস বলেন, ''জানি সেরা ছন্দে নেই, তবে এর চেয়েও খারাপ সময় পেরিয়েছি। লোকে সন্দেহ করলেও ক্লাবের হয়ে ল।ছি বলেই ছ'বছরের নতুন চুক্তি করেছি। ফর্ম ও গোল ঠিক ফিরবে, সংশয় নেই।'' রোমার বিরুদ্ধে ৫৯ মিনিটে তাঁকে তুলে নামানো হয় এনড্রিককে। ৮৫ মিনিটে এন্ড্রিকের সমতাসূচক ও ৯০ মিনিটে আন্তোনিও রুডিগারের গোলে জেতে রিয়াল। বদলি হওয়া নিয়ে ভিনির স্বীকারোক্তি, ''প্রতিটি ম্যাচ খেলতে চাই বলেই তুলে নিলে হতাশ হওয়া স্বাভাবিক। মোরিনহোর সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক, উনি বরাবরই স্পষ্টবাদী। শেষমেশ উনিই ঠিক, দলের খেলা খুলেছে, ওটাই আসল। এনড্রিক অবিশ্বাস্য খেলে গোল করে বাঁচিয়েছে, তাই ও ম্যাচের সেরা। এটাই রিয়াল মাদ্রিদ। সিজনের মোড় ঘোরাতে এমন ম্যাচই দরকার ছিল।''

রোনাল্ডোকে আবার জাতীয় দলে দেখতে চান ভিতিনিয়া

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১৬ অক্টোবরঃ কোচের সঙ্গে সম্পর্কের 'টানাপোড়েনে' যেভাবে জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে যান ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, এবং সেই সঙ্গে তার বয়স বিবেচনায় নিয়ে অনেকেই এই পর্তুগিজ মহাতারকার আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্যারিয়ারের শেষ দেখছেন। তবে তার জাতীয় দলের সতীর্থ ভিতিনিয়া খুব করে চান রোনাল্ডো ও কোচ জর্জে জেজুস যেন দ্রুত নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে ফেলেন, যেন আবার দলে ফিরতে পারেন অধিনায়ক। সম্প্রতি শেষ হওয়া বিশ্বকাপ পরবর্তী প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতি চলাকালীন কোচের সঙ্গে মতপার্থক্যের জেরে ৪১ বছর বয়সী রোনাল্ডো কোপেনহেগেনে দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান। এর কয়েক দিন পর তিনি সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ বিবৃতিতে সতীর্থদের কাছে ক্ষমা চাইলেও, কোচের বিরুদ্ধে 'প্রতিশ্রুতি' ভঙ্গের' অভিযোগ আনেন। এইসব কিছু নিয়ে পর্তুগাল জাতীয় দলের পরিবেশ এখন বেশ উত্তপ্ত। দলের স্বার্থে ভিতিনিয়ার চাওয়া সবকিছু যেন খুব দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। টিএনটি স্পোর্টসের সঙ্গে আলাপকালে কোচ ও অধিনায়কের কাছে যেন সেই চাওয়াই জানিয়ে রাখলেন পিএসজি মিডফিল্ডার। অশান্ত এক আন্তর্জাতিক বিরতি ছিল-অনেক বেশি আবেগে ভরা। ''আমার দিক থেকে, আমি কেবল আশা করি, সবকিছু সর্বোত্তম উপায়ে ঠিকঠাক হয়ে যাক। আশা করি, রোনাল্ডো ফিরে আসুক এবং যেন সবকিছু ভালোভাবে হয়। সত্যি বলতে, আমরা সবাই তাই চাই।'' আন্তর্জাতিক ফুটবলের রেকর্ড ১৪৬টি গোল করা রোনাল্ডো তার দীর্ঘ ওই বিবৃতিতেই নিজে যে ভুল করেছেন, তা মেনে নেন। এজন্য ফেডারেশনের দেওয়া শাস্তিও মেনে নিতে প্রস্তুত বলে জানান তিনি। তবে জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি তাকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন। চূড়ান্ত শাস্তি এখনও ঘোষণা করা হয়নি। এবারের বিরতিতে উয়েফা নেশন্স লিগে চারটি ম্যাচ খেলে সবগুলোই জিতেছে পর্তুগাল। নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার-ফাইনালও। আগামী মাসে গ্রুপ পর্বের বাকি দুটি ম্যাচ খেলবে টুর্নামেন্টের বর্তমান ও দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা।

ক্ষমা চাইলেন ইনফান্তিনো, কিন্তু মন গলেনি ফিফা কাউন্সিলের

কাউকে কিছু না জানিয়ে বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব বিক্রির পরিকল্পনা করায় ফিফা কাউন্সিলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তবুও সাম্প্রতিক সময়ে 'তাকে ঘিরে' যত বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই সব বিষয়ের সকল নথিপত্র ও যথাযথ উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ফিফাকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নে যোগ্য বিবেচিত হবেন না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ১৬ অক্টোবরঃ গত জুলাইয়ে বিশ্বকাপ শেষের ১০ দিনের মাথায় আচমকা এক অভূতপূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয় ফিফা, যেখানে বলা হয় 'ফুটবলের উন্নয়নের স্বার্থে' বিশ্বকাপ ও অন্যান্য ইভেন্টগুলো পরিচালনার জন্য একটি সহায়ক সংস্থা (এফএফই) তৈরি করা হবে। বাইরের বিনিয়োগকারীদের কাছে বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্বের ২০ শতাংশ বিক্রিও করা হবে। ইনফান্তিনোর ওই প্রস্তাব সামনে আসতেই তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। খেলাটির 'আত্মা' বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায় উয়েফা। তাদের সঙ্গে কনক্যাকাফ ও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের প্রধানরা ইনফান্তিনোর পদত্যাগ দাবি করেন। যদিও এই সুইস কর্মকর্তা 'চতুর্থ মেয়াদে' ফিফা প্রধানের পদে থাকতে নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা দেন। প্রতিবাদের ঝড় মাঝে আরও তীব্র হয়েছে, আবার ইনফান্তিনোর পক্ষেও সায় দিয়েছেন অনেকে। বিতর্কিত ওই প্রস্তাব আসার পর প্রথমবারের মতো বৃহস্পতিবার জুরিখে সভায় বসে ফিফা কাউন্সিল। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা স্থায়ী মিটিংয়ে, গত বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাইকার ফোলারাইন বালোগনের লাল কার্ড পাওয়া এবং ফিফা প্রেসিডেন্ট 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুরোধে' ওই নিষেধাজ্ঞা

প্রত্যাহার করা, প্রথম ফিফা শান্তি পুরস্কার ট্রাম্পকে দেওয়া এবং জাতীয় সংস্থাগুলো অর্থ বরাদ্দ নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়েন ইনফান্তিনো। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ও ফিফার সহ-সভাপতি ডেবি হিউইট পরে জানান, সভায় ওঠা অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। ''বেশ কিছু হতাশাজনক বিষয়ের একটি হলো, যে ঘটনাগুলোর বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি সেগুলোর কোনো উত্তর পাইনি-যেমন এফএফই- এর নথিপত্র পাওয়ার ব্যাপারে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'এগুলো কেন পাওয়া যাবে না?'- এবং জবাবে আমাদেরকে প্রশ্নগুলো লিখিত আকারে দিতে বলা হয়। আমার মতে, ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর এই মানুষটিকেই দিতে হবে, আর তিনি যদি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে তিনি ফিফা সভাপতি পদে থাকার যোগ্য নয়। সভায় এই কথাটিই বলা হয়েছে। হিউইট বলেছেন, ইনফান্তিনোর ক্ষমা প্রার্থনায় 'কিছুটা অনুশোচনা' ছিল, যদিও তা সন্তোষজনক নয়। ''তিনি (ইনফান্তিনো) মূলত অনুতপ্ত পুরো পরিকল্পনাটি আগে কাউন্সিলের সামনে উত্থাপন না করায়। তবে আপনি যদি সত্যিই এতটা অনুতপ্ত হন, তাহলে সবকিছু আমাদেরকে জানান।''

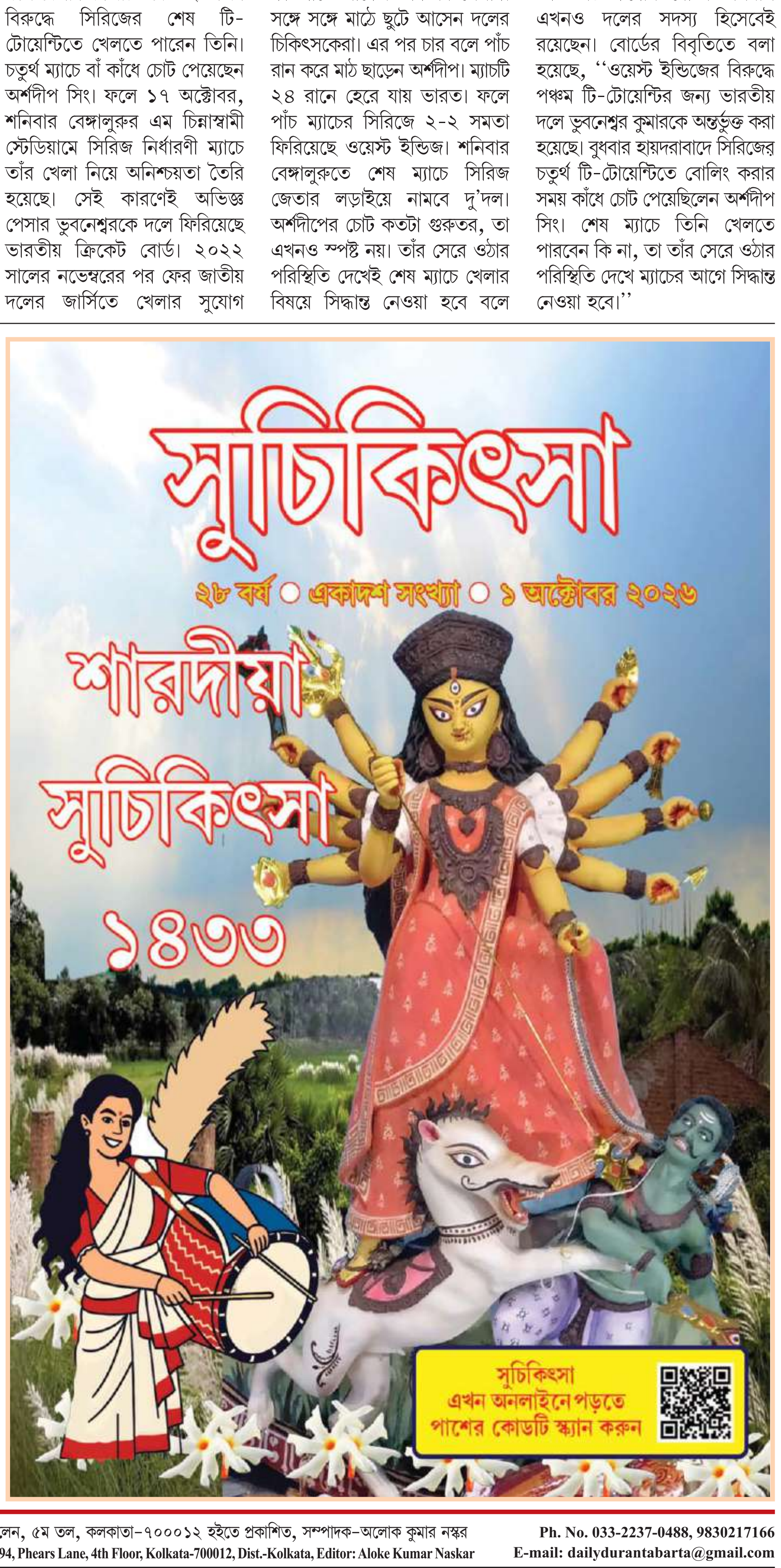

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com